যীশু-কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা

ব্যারি সেন্ট ক্লেইর

যীশু- কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা

কপিরাইট © **2010 Reach Out Ministries, Inc.**এবং ব্যারি সেন্ট ক্লেইর দ্বারা

তৈরী করেছেন- যুব সমাধানের জন্য হস্ত বিস্তার- **Reach out youth solutions,**
www.reach-out.org

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। **Reach Out Ministries, Inc.** -এর লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই প্রকাশনার কোন অংশ পুনরুৎপাদন, আহরণ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, বা অন্য কোন পদ্ধতি বা আকারে কারো কাছে পাঠানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইংরেজি সংস্করণঃ

প্রথম মুদ্রণ, ২০০২

প্রচ্ছদ ডিজাইন এবং গ্রাফিক্সঃ মাইক ডেভিস

মুদ্রণঃ রিভারস্টোন গ্রুপ, এলএলসি

সম্পাদকঃ বারবারা এল টাউনসেন্ড

বাংলায় সংস্করণঃ

প্রথম মুদ্রণ, ২০১৬

মুদ্রণ ও সম্পাদকঃ : পলাশ ব্যানার্জী

গ্রাফিক্সঃ এ্যাঞ্জেলা পাণ্ডে মিঞ্জি

অনুবাদকঃ এ্যাঞ্জেলা পাণ্ডে মিঞ্জি, উইলিয়াম দাশ, নুপুর দাশ, অঞ্জু মণ্ডল, নেলসন নীতিশ সরকার ও লাকি গমেজ

বাংলায় সকল শাস্ত্রের উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে- সুপরিচিত, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত কেরী ভার্সন- পবিত্র বাইবেল থেকে।

সূচিপত্র

সূচনা	৫
সেশন ১ : বড় চিত্রটি দেখুন	৯
সেশন ২ : খ্রীষ্টের সঙ্গে আরো গভীরে প্রবেশ করুন	১৯
সেশন ৩ : আবেগের সাথে প্রার্থনা করুন	৩১
সেশন ৪ : নেতৃবৃন্দ গঠন করুন	৪১
সেশন ৫ : শিষ্য শিক্ষার্থীবৃন্দ	৫৫
সেশন ৬ : সংস্কৃতির ভেতরে প্রবেশ	৬৭
সেশন ৭ : বর্হিনাগালের সুযোগ তৈরী করুন	৭৭
সব বিষয়গুলি একসঙ্গে	৮৯
সর্বাধিক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী	১০১

যুব সমাধানের জন্য হস্ত বিস্তার

যুব সমাধানের জন্য হস্ত বিস্তার কার্যক্রম- কার্যকর এবং সংক্ষিপ্ত আকারে একটি তথ্য সম্ভার প্রদান করে যা প্রতিটি তরুণ প্রজন্মকে যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার একজন শ্রোতা হতে সাহায্য করবে মন্ডলীর :

* পালক * যুব পালক * মা-বাবা * শিশু পরিচালক * সেচ্ছাসেবকবৃন্দ * শিক্ষার্থীবৃন্দ

আমাদের দর্শন

পরবর্তী প্রজন্মের জন্য যীশু!

আমাদের লক্ষ্য

বিশ্বব্যাপী নেতা গঠন এবং সংখ্যাবৃদ্ধি করা

যারা পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করবে যীশুকে অনুসরণ করার জন্য

আমাদের কৌশল/পদ্ধতি

যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা একটি উদাহরণ স্থানান্তরের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে পরিচালনা দেয় যে:

- খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীর অন্তরঙ্গতা স্থাপন করুন
- ঈশ্বরের উপস্থিতি এবং তাঁর শক্তির জন্য আবেগের সঙ্গে প্রার্থনা করুন
- গভীরতম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিচর্যার জন্য নেতৃবৃন্দ গঠন করুন
- শিষ্য শিক্ষার্থীদের খ্রীষ্টে পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর করুন
- সম্পর্ক গঠনের মাধ্যমে সংস্কৃতির মাঝে প্রবেশ করুন
- বর্হিনাগালের সুযোগের পরিকল্পনা করুন যাতে খ্রীষ্টের জন্য শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাতে পারেন

আমাদের ব্যাপ্তি

বিশ্বব্যাপি ৩০টি দেশেরও বেশি দেশে বর্হিনাগাল কার্যক্রম তরুণ প্রজন্মের নেতৃবৃন্দকে প্রশিক্ষিত করে।

জাতিগতভাবে বর্হিনাগাল কার্যক্রম শহুরে, শহরতলিসুলভ এবং গ্রাম্য একটি মন্ডলি বা মান্ডলিক একটি নেটওয়ার্কের তরুণ প্রজন্মের নেতৃবৃন্দের জন্য প্রশিক্ষণ এবং তথ্য সম্ভার প্রদান করে।

Reach Out Youth Solutions সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, www.reach-out.org

সূচনা

নতুন প্রজন্মের প্রতি ঈশ্বরের হৃদয় রয়েছে!

এবং তিনি আপনাদের হৃদয়েও তাদের রেখেছেন!

আমরা জানি যে, তরুণ প্রজন্মকে যীশু খ্রীষ্টের জন্য কারো কাছে পৌঁছানো, সজ্জিত করা এবং সংগঠিত করা মণ্ডলীর জন্য অত্যন্ত উচ্চ অগ্রাধিকার বলে গণ্য হবে।

কিন্তু কিভাবে আমরা অনুসন্ধান করব যে যীশুর পরিচর্যা কাজকে আদর্শ হিসেবে প্রতিফলিত করা যায়?

যীশু-কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার মাধ্যমে!

কেননা কেবল যাহা স্থাপিত হইয়াছে, তাহা ব্যতীত অন্য ভিত্তিমূল কেহ স্থাপন করিতে পারে না, তিনি যীশু খ্রীষ্ট।

১ করিন্থীয় ৩:১১

পরে লোকেরা কতকগুলি শিশুকে তাঁহার নিকটে আনিল, যেন তিনি তাহাদিগকে স্পর্শ করেন; তাহাতে শিষ্যেরা উহাদিগকে ভর্ৎসনা করিলেন। কিন্তু যীশু তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন, শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এই মত লোকদেরই। আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, যে ব্যক্তি শিশুবৎ হইয়া ঈশ্বরের রাজ্য গ্রহণ না করে, সে কোন মতে তাহাতে প্রবেশ করিতে পাইবে না। পরে তিনি তাহাদিগকে কোলে করিলেন, ও তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

মার্ক ১০:১৩-১৬

যীশু - কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা

কিভাবে বৃদ্ধি পেতে হবে

কিভাবে সর্বোত্তম করা যায়

যখন আপনি যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা সম্পন্ন করবেন, বিশ্বাস করি যে তখন আপনার পরিচর্যা কাজ হবে সম্পূর্ণ অনন্য। আমাদের আকাঙ্খা এই নয় যে সব পরিচর্যা যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার মত একই রকম হবে। সত্যিকারে, আমাদের স্বপ্ন সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। আমরা আশা করি যে আপনার পরিচর্যা কাজে ঈশ্বরের এক বিশেষ স্পর্শ থাকবে যাতে তা হয়ে উঠবে এমন অনন্য যা আর কোথাও নেই। কেন? কারণ আপনার ও আপনার মণ্ডলীর মাধ্যমে এটি ঈশ্বরের অনন্য অভিব্যক্তি।

যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা আপনাকে দেবে একটি "বড় চিত্র" যার মাধ্যমে আপনি দেখতে পাবেন যে কিভাবে যীশু তাঁর পরিচর্যা কাজ করেছেন এবং কিভাবে আপনি তা প্রয়োগ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, এটি একটি কঙ্কাল স্বরূপ যাতে আপনি পেশী যুক্ত করবেন। এটি একটি বাড়ি যা আপনি সাজাবেন। এখানে একটি খুটা দেওয়া আছে যাতে আপনার সমস্ত পরিচর্যা পরিপাটি করে ঝুলিয়ে রাখতে পারবেন। আপনি আমাদের তথ্য সম্ভার যদি কখনো ব্যবহার না করে থাকেন বা এই পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত না হয়ে থাকেন তবে মনে করুন এটি একটি সূচনা। শুরু করার জন্য আপনি সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি পাবেন।

আর আপনি আমাদের তথ্য সম্ভার যদি কখনো ব্যবহার করে থাকেন অথবা আমাদের কোন প্রশিক্ষণে যোগ দানের সুযোগ পান, তবে এই বইটি আপনার পরিচর্যা কাজ বাস্তবায়নে ব্যবহার করুন। এটি আপনার পরিচর্যা কাজের অগ্রাধিকারগুলোকে পুনঃসংস্থাপন করতে সাহায্য করবে, কাজকে দৃঢ় করবে, এবং নিখুঁতভাবে অগ্রসর হতে সাহায্য করবে।

আপনি যদি গুরুত্ব সহকারে আরো যুব নেতৃত্ব গঠন করার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন, তবে এটি হবে আপনার জন্য একটি পরিবর্তনযোগ্য একটি প্রশিক্ষণের হাতিয়ার।

কিভাবে ব্যক্তিগতভাবে এই প্রশিক্ষণের মধ্যে প্রবেশ করবেন

১। আপনার সময়সূচি পরিকল্পক সঙ্গে নিন, ৮টি ব্লক করুন এবং প্রতিটি ব্লকের জন্য ১ ঘন্টা করে সময় রাখুন। আপনি সময়সূচি করতে পারেন- সপ্তাহে একবার, দিনে একবার, অথবা আপনি যদি ম্যারাথন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চান, তবে আপনি ২ বা ৩ দিনের মধ্যেই এই কোর্স করার চেষ্টা করতে পারেন। নিজেই বিশ্বস্তভাবে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করুন।

২। প্রতিটি সেশনের সঙ্গে যুক্ত হউন। আপনার নির্ধারিত সময়ে আপনার ফোন বন্ধ রাখুন। ব্যাঘাত সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো বর্জন করুন। তারপর প্রার্থনা সহকারে প্রতিটি সেশন পড়তে শুরু করুন- দর্শন থেকে কার্য পরিকল্পনা পর্যন্ত। ঈশ্বর আপনাকে কি বলতে চায় তা শুনুন। নোট রাখুন। আপনার চিন্তা ও প্রার্থনাগুলো লিপিবদ্ধ করুন। এই প্রক্রিয়ায় তাড়াহুড়ো করবেন না।

৩। www.reach-out.org থেকে বিনামূল্যে সিডি ডাউনলোড করুন এবং তা বার বার শুনুন।

৪। কার্য পরিকল্পনা ব্যবহার করে উপযুক্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। এই উপাদানটি আপনাকে লক্ষ্য ও বাস্তব উপলব্ধ বিষয়গুলি প্রদান করবে যার মাধ্যমে আপনার লক্ষ্য সমূহ পরিমাপ করে অগ্রসর হতে পারবেন।

৫। শিঘ্রই ১টি অথবা ২টি অগ্রাধিকারযুক্ত বিষয় কাজ করুন যা আপনি বিশ্বাস করেন এবং সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করেন।

কিভাবে অন্য নেতাদের এই প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করবেন

যেমনি ভাবে আপনি যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার সঙ্গে সংযুক্ত, আপনি দ্রুত আবিস্কার করতে পারবেন যে, আপনার পরিচর্যা কাজের জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তিই হবে একটি নেতৃত্ব দল গঠন করা। আপনি আপনার সেচ্ছাসেবীদের লক্ষ্য ও নির্দেশনা দেবার জন্য এই প্রশিক্ষণ সহজেই ব্যবহার করতে পারেন।

আপনি এই প্রশিক্ষণ একটি রিট্রিটে অথবা কোন কোন অনুসঙ্গহীন (একাকি-দাড়িয়ে) সেশনে ব্যবহার করতে পারেন, যাতে আপনার লক্ষ্য ব্যক্ত করতে পারেন এবং অন্য নেতৃবৃন্দকে উৎসাহিত করুন যেন তারা তরুণ প্রজন্মকে সঙ্গে নিয়ে তাদের পরিচর্যা কাজের জন্য নিজেদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। আপনার সেচ্ছাসেবী, পিতামাতা এবং শিক্ষার্থী নেতাদের কাছে তুলে ধরবার জন্য নিচে উল্লেখিত বিষয়গুলি অনুসরণ করুন।

১। এই বিষয়বস্তুর সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত হউন বা জানুন। আপনার নিজের জীবনের ঘটনা এবং উদাহরণ এই প্রশিক্ষণের সম্পূরক হিসেবে লিপিবদ্ধ করুন।

২। প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্থান নির্ধারণ করুন। যদি সম্ভব হয়, আপনার ঘরে অথবা আপনার দলের কোন সদস্যের ঘরে করার পরিকল্পনা করুন। ঘরের স্বাভাবিক পরিবেশে, অর্থাৎ থাকার ঘরে বা খাবার টেবিলে এই আলোচনাটি করলে একটি নিশ্চিন্ত/নিরুদ্বেগ পরিবেশ তৈরী হবে।

৩। প্রতিটি আলোচনা সভার জন্য সময় নির্ধারণ করুন। প্রতিটি সেশনের জন্য ১ থেকে দেড় ঘন্টা পরিকল্পনা করুন: ১৫ মিনিট প্রার্থনার, পুনরালোচনা অথবা ব্যক্তিগত মতামত বা চিন্তা সহভাগের জন্য, ৪৫ মিনিট উপস্থাপন ও আলোচনার জন্য, তারপরের ১৫ মিনিট শিক্ষার্থীদের জন্য প্রার্থনা করুন।

৪। উপকরণ প্রদান করুন। আপনার দলের জন্য যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার উপকরণের কপি কিনুন। পুস্তিকা ও অন্যান্য তথ্যাবলির জন্য অর্ডার করুন - www.reach-out.org

৫। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রস্তুত করুন। সেশন পরিচালনার জন্য সুষ্ঠভাবে পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

৬। যথা সময়ে শুরু করুন। আপনার নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

৭। প্রতিটি ধাপে আলোচনা করুন। সহজ ও সংক্ষেপে প্রশ্ন করুন। প্রত্যেকের মতামতের মূল্য দিন। শাস্ত্রের সংস্পর্শে থাকুন। সহজ এবং কঠিন উত্তরের জন্য প্রস্তুত থাকুন। প্রশ্ন করুন। নিশ্চিত থাকুন যে প্রত্যেকে অংশগ্রহণ করছে।

৮। আবেদনের উপর জোর দিন। সেশনের শেষে, যথেষ্ট সময় রাখুন আপনার দলের জন্য যাতে তারা তাদের চিন্তা প্রতিফলিত করতে পারে এবং কার্য পরিকল্পনা লিখতে পারে। তারপর তারা যা লিখেছে তা আলোচনা করার সুযোগ দিন। চলতি সপ্তাহে বাস্তবায়ন করার জন্য যে কোন একটি নির্ধারণ করতে বলুন। তাদের জবাবদিহিতার জন্য একজন সঙ্গী নির্ধারণ করুন, যাতে তারা সেশনগুলির মাঝে একজন অন্যজনকে উৎসাহিত করতে পারে।

আপনার পরবর্তী নেতৃদল গঠনের জন্য ৩টি বইয়ের একটি সেট (Building Leaders Series)-এর অর্ডার করুন: www.reach-out.org .

আপনার জন্য আমার প্রার্থনা

আমার প্রার্থনাকালে তোমাদের নাম উল্লেখপূর্ব্বক তাহা করি যেন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর প্রতাপের পিতা, আপনার তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানের ও প্রত্যাদেশের আত্মা তোমাদিগকে দেন; যাহাতে তোমাদের হৃদয়ের চক্ষু আলোকময় হয়, যেন তোমরা জানিতে পাও, তাঁহার আহ্বানের প্রত্যাশা কি, পবিত্রগণের মধ্যে তাঁহার দায়াধিকরের প্রতাপ-ধন কি, এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা, আমাদের প্রতি তাঁহার পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব কি।

ইফিষীয় ১: ১৬-১৯ পদ।

বড় চিত্রটি দেখুন

লক্ষ্য

দর্শন নির্ধারণ করুন
যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার জন্য

সেশন ১

বড় চিত্রটি দেখুন

সেশন ১

যীশু কেন্দ্রিক

সুসমাচারের দিকে দৃষ্টিপাত করলে, আমরা দেখতে পাই যে যীশু একটি গতিশীল পরিচর্যার আদর্শ অনুসরণ করেছেন। তিনি ব্যাখ্যা করলেন সেই সময়ে, বিশ্রামবারে রোগী সুস্থ করার পরে ফরীশীরা যখন তাঁকে অভিযোগ জানালো এবং যখন তিনি নিজেকে ঈশ্বরের সমান বলে পরিচয় দিয়েছিলেন।

> *অতএব যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেন না, কেবল পিতা যাহা করিতে দেখেন, তাহাই করেন; কেবল পিতাকে যাহা করিতে দেখেন, তাহাই করেন; কেননা তিনি যাহা যাহা করেন, পুত্রও সেই সকল তদ্রূপ করেন।*
>
> যোহন ৫:১৯ পদ

তাঁর পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাঝে, যীশু তাঁর পিতার নির্দেশাবলি পেয়েছেন এবং তিনি সেগুলি অনুসরণ করেছেন। সেই অনুসারেই তাঁর প্রতিটি দিন অতিবাহিত করেছেন যার কারণে তিনি শুধু প্রগতিশীলই ছিলেন না বরং তিনি ছিলেন অনন্য। আমাদের পরিচর্যা বিষয়ে একটি কথা বলতে পারি যে : ঈশ্বর চান আমরাও যেন তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর নির্ভর করে প্রগতিশীল এবং অনন্য হই। যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার ফলাফল অন্য সব পরিচর্যা কাজের মত নয়, কিন্তু কিছু প্রগতিশীল এবং অনন্য হিসেবে গড়ে তোলা, যারা খ্রীষ্টের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে থাকে। যা একটি হৃদয় থেকে আসে এবং যার মাধ্যমে প্রত্যাশা জাগে যে পিতা কি করছেন এবং সে কাজই করা।

যীশু পিতার দিকে তাকিয়েছিলেন। এবং আমরা যীশুর দিকে তাকাই। যখন আমরা তাকাই, আমরা কি দেখতে পাই? আমরা একটি আদর্শ দেখতে পাই, যা যীশু বারেবার করেছেন। আমরা খুঁজে পাই সেই নীতি যার মাধ্যমে যীশু পরিচর্যা কাজ করেছেন এবং নির্দেশনা দিয়েছেন এখন আমরা আমাদের পরিচর্যা কাজ করব। কখনো খুব দৃঢ় বা অবুঝের মত তাঁর পিতাকে বাক্সে ঢুকিয়ে রাখেন নি, তবুও যীশুর একটি কৌশল ছিল। এটা কেমন ছিল?

যীশু তাঁর পিতার অনুগত ছিলেন। গেৎশিমানী বাগানে তাঁর অত্যন্ত কষ্টকর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি তার আনুগত্যতা। যীশুর অভিজ্ঞতা আজ আমাদের জন্য বাধ্যতা/অনুগত্যতার চ্যালেঞ্জ জানায়।

যীশু - কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা

যীশু তাঁর শিষ্যদের বিনিয়োগ করেছেন। সাধারণ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখতে পাই, ১২ জন শিষ্যের মাঝে যীশু যে বিনিয়োগ করেছেন। তিন বছরের বেশি, তিনি তাদের নিবিড় ভাবে নেতৃত্ব প্রদানের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি তাদের নিজেদের ভেতর থেকে শূণ্য হতে এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হতে পরিচালিত করেছেন। তিনি পরিচর্যার অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য তাদের সঙ্গে নিয়ে চলেছেন এবং পরে তাদের নিজেদের সচেষ্ট হওয়ার জন্য সাহায্য করেছেন। এমনিভাবে, তিনি তাদের সুসমাচার প্রচার করতে, ভগ্ন হৃদয় সুস্থ করতে এবং বন্দিদিগকে মুক্তি দিতে পরিচালিত করেছেন। অবশেষে, তিনি পরিচর্যা কাজ চালিয়ে রাখার জন্য তাদের শক্তিশালী করে গড়ে তুলেছেন, যেমনিভাবে তারা দেখেছে যে যীশু কেমন আদর্শে পরিচর্যা করতেন। ফলে, তিনি একটি নেতৃদল গঠন করেছেন যারা পৃথিবীতে বৃহৎ পরিবর্তন এনেছে।

যীশুর শিষ্যরা তাদের জীবন বিনিয়োগ করেছেন অপরের জন্য। তদের জীবন বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রগতিশীল বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে যীশুর পরিচর্যা কাজের প্রাণ কেন্দ্র, প্রাথমিক মণ্ডলীতে। মানুষ মানুষের জন্য জীবন অর্পণ করেছেন ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য। এর মাধ্যমে মন্ডলী শক্তিশালী গতিতে সামনে অগ্রসর হচ্ছে যার মাধ্যমে তাদেরক চারিপাশের সকলে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং অবশেষে পৃথিবী পরিবর্তিত হচ্ছে। "যীশুর অনুসারীদের" ছোট দলে বিনিয়োগের মাধ্যমে তাদের শিষ্যকরণের মাধ্যমে "যীশুর পরিচর্যাকারী/যাজক" হিসেবে গঠন করা হচ্ছে সম্ভবনাময় অন্য সব পরিচর্যার চেয়ে উত্তম। এবং যদি যীশু যেমন করেছেন, তেমনি করা যায়, তবে শিষ্যকরণের মাধ্যমে শুধু সংযুক্ত সদস্য দলই পরিবর্তিত হবে না বরং একই সময়ে, গোটা পৃথিবীই পরিবর্তিত হবে।

খ্রীষ্টের সুসমাচারের মাধ্যমে তদের পৃথিবী পরিবর্তিত হয়ে প্রাথমিক মন্ডলীতে শিষ্যত্বের জন্য এক একটি পরিবর্তিত জীবন গঠিত হবে, কারণ তারা দেখবে যে এটা যীশুর কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি সমস্ত বেড়া ভেঙ্গে খোলা ময়দানের মত পরিবেশ তৈরি করলেন বেশ্যা, কুষ্ঠরোগী, দরিদ্র, অন্ধ, খঞ্জ ও লুলাদের পাশে দাড়িয়ে। আমাদেরও যীশুর মত, অপরকে শিষ্যত্বে পরিচালিত করতে হলে পরিপক্ক হতে হবে এবং পরিপক্কতার মাধ্যমে পরিচর্যা কাজ মন্ডলীর দেওয়ালের বাইরেও পৌঁছে যাবে।

যীশুর পরিচর্যায় জনতার ভিড় জমেছিল। শিক্ষা, সুস্থতা, প্রচার কার্য, ভূত ছাড়ানো, পাঁচ রুটি ও দুটি মাছ দিয়ে পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানো- এগুলো কোন বিশেষ বিষয় ছিল না যে তিনি কি করেছেন; যীশুই ছিল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু! এটি কোন শিষ্যত্বের বিষয় নয় বা শিষ্য গঠনের পদ্ধতির বিষয় নয়। এটি কোন আশ্চর্যজনক অলৌকিক কাজের বিষয় নয়, গভীর শিক্ষা বা অন্য কিছু নয়। এ ছিল যীশু! তিনি কে ছিলেন এবং তিনি কি করতে এসেছিলেন, সেটাই ছিল মূল বিষয়। আজ আমাদের মণ্ডলীতেও তেমনটিই প্রয়োজন- যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা। অন্য সব ধরণের পরিচর্যা আমাদের ছেড়ে যাবে ও অপূর্ণ হবে-- যদি যীশুর মত অনন্তকালের জন্য চিহ্ন রাখার প্রত্যাশা না করি, যা কখনো মুছে যাবে না, তাহলে আমরা যীশুকে আমাদের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে রাখব।

কঠিন প্রশ্নাবলি

বিশ্বস্তভাবে একবার দৃষ্টিপাত করি যে, আমরা কোথায় আছি, আমাদের অনেকেই মাঝে সহজে এ প্রশ্ন আসে নি। কিন্তু আমরা কোথায় আছি তা জানাই হল একমাত্র পথ যার মাধ্যমে আমরা জানতে পারব যে আমরা কোথায় থাকতে চাই। তাই নিজেকে এই কঠিন প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করুন এবং এর মাধমে আবিষ্কার করুন যে আপনি কতটা যীশু কেন্দ্রিক। ১-১০ এর এই মাপকাঠি অনুসারে উত্তর দিন: ১ হল সবচেয়ে নিম্মতর এবং ১০ হল সবচেয়ে উচ্চতর।

১। খ্রীষ্টের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় যাপনের জন্য তাঁকে কেন্দ্র করে মনোনিবেশ করতে আপনি সময়ের পরিমাণকে কতটা মূল্য দিবেন?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২। কোন মাত্রায় আপনি, আপনার সেচ্ছা সেবকদল, বাবা-মা এবং শিক্ষার্থীরা একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সময় এবং স্থানে একে অপরের জন্য প্রার্থনা করতে একত্রিত হন, সেই সব শিক্ষার্থীদের জন্য যাদের প্রার্থনার প্রয়োজন?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৩। আপনার প্রাপ্ত-বয়স্ক সেচ্ছাসেবকরা কতটা অঙ্গীকারাবদ্ধ, একে অপরের প্রতি এবং শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন পরিচর্যা কাজের প্রতি?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৪। এই নিবিড়, নিবেদিত ও চলমান শিষ্যত্ব দলের সঙ্গে আপনার পরিচর্যায় বিশ্বাসীর কত শতাংশ যুক্ত?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৫। আপনার স্বেচ্ছাসেবী এবং শিক্ষার্থীদের কত শতাংশ নিজেদের মনে করে যে, অন্যদের ক্যাম্পাসে যীশুর জন্য উৎসাহিত করতে তারা একজন সক্রিয় সদস্য?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৬। আপনার শেষ বর্হিনাগাল পরিচর্যার সময়ে সর্বমোট সংখ্যার কত শতাংশ শিক্ষার্থী অন্য-বিশ্বাসী ছিল?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

বিশ্বস্তভাবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলি আপনাকে আপনার পরিচর্যা কাজের দিকে আরো গুরুতরভাবে দৃষ্টিপাত করতে সাহায্য করবে। আশা করি, এই প্রশ্নাবলি আপনাকে পরিবর্তনের জন্য ক্ষুধার্ত করে তুলবে। প্রতিটি সেশনে অনুসরণ করার জন্য, আপনার সুযোগ থাকবে প্রতিটি নির্দিষ্ট সেশনের উপর আরো গভীরভাবে চিন্তা করতে আরো প্রশ্নাবলি দেওয়া আছে।

যুব পরিচর্যার নীতিমালা

যীশু-কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার জন্য
কিভাবে আমরা দর্শন নির্ধারণ করতে পারি?

দর্শন আবিষ্কার করুন

মথি ৯:৩৫-৩৮ পদ দেখুন। এই অংশে, আমরা যীশু-কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার দর্শন খুঁজে পাবার সংকেত পাই।

"আর যীশু সমস্ত নগরে ও গ্রামে ভ্রমণ করিতে লগিলেন; তিনি লোকদের সমাজগৃহে উপদেশ দিলেন ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি আরোগ্য করিলেন। ৩৬ কিন্তু বিস্তর লোক দেখিয়া তিনি তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, কেননা তাহারা ব্যাকুল ও ছিন্নভিন্ন ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপাল। ৩৭ তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্য্যকারী লোক অল্প; ৩৮ অতএব শষ্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন।"

মথি ৯:৩৫-৩৮ পদ

৩৫-৩৬ পদে আপনি কি সংকেত দেখতে পেয়েছেন যে, কিভাবে যীশু মানুষের উপর তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন?

যীশু যখন তার শিষ্যদের ৩৭-৩৮ পদে নির্দেশ দিয়েছেন, তখন তিনি কোন দর্শন সম্পর্কে সংকেত দিয়েছেন?

একটি দ্রুত পাঠ বা চারটি সুসমাচারের গভীর অনুসন্ধানের মাধ্যমে সাধারণ প্রয়োজনীয়তার দিকে আমাদের পরিচালিত করে, যা আমাদের দেখায় যে, যীশু তাঁর জীবনে কেমন করে জীবনযাপন করেছেন। মার্ক ১-৪ অধ্যায় পড়ুন, অথবা চারটি সুসমাচারের পুস্তক পড়ুন। সব পথই একই দিকে পরিচালিত করবে, খুব সহজ উপায়ে যীশু তাঁর জীবন যাপন ও পরিচর্যা কাজ করেছেন। এবং প্রতিটি পৃষ্ঠাই যীশু কেন্দ্রিক!

সেশন ১- বড় চিত্রটি দেখুন

তরুণ প্রজন্মের কাছে ব্যাখ্যা করুন

মথি ৯:৩৭ পদে যীশু কিভাবে তাঁর চারিপাশের "জনতা"কে ব্যাখ্যা করেছেন ?

বর্তমানের আলোকিত তরুণ সমাজের কাছে এই বাক্যের অর্থ কিভাবে উপস্থাপন করবেন?

ব্যাকুল/হয়রানির স্বীকার

ছিন্নভিন্ন/অসহায়

পালকবিহীন মেষপাল

গবেষণায় দেখা যায় যে, যীশু তাঁর এই বর্ণনার মাধ্যমে একেবারে সঠিকভাবেই বর্তমান তরুণ প্রজন্মের বিষয়ে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রতি ২৪ ঘন্টায় . . .

১৭,২৯৭ জন শিক্ষার্থী স্কুল থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত হয়
৭,৮৮৩ জন শিক্ষার্থী নির্যাতিত বা অবহেলিত হয়
৪,২৪৮ জন শিক্ষার্থী গ্রেফতার হয়
২,৮৬১ জন শিক্ষার্থী স্কুল থেকে ঝরে যায়
১৩২৯ জন শিশু অবিবাহিত মায়ের গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে
৩৬৭ জন শিক্ষার্থী নেশার কারণে গ্রেফতার হয়
৯ জন শিক্ষার্থী খুনের শিকার
১৮০ জন শিক্ষার্থী সহিংস অপরাধে গ্রেফতার হয়
৫ জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করে
১ জন শিক্ষার্থী এইচআইভি সংক্রমণে মৃত্যুবরণ করে

* প্রতি স্কুল দিনের উপর ভিত্তি করে (প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা করে ১৮০ দিন)´ চিলড্রেনস্ ডিভেন্স ফান্ড

-

যীশু - কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা

সংখ্যার সঙ্গে একটি নাম দিন

মথি ৯:৩৬ পদে যীশু তাঁর চারিপাশের লোকদের দেখে কেমন অনুভব করলেন, তা প্রকাশ করার জন্য তিনি কি শব্দ ব্যবহার করেছেন তা লক্ষ্য করুন।

যীশুর এই বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন একজন তরুণ/তরুণীর নাম লিখুন।

তার জীবনধারা, অভ্যাস, পছন্দ/শখ, মনোভাব এবং কার্যক্রম ব্যাখ্যা করুন।

আপনি কি এই শিক্ষার্থীর জন্য ঠিক একই মনোভাব পোষণ করেন যেমনটি যীশু তাঁর চারিপাশের লোকদের জন্য অনুভব করেছিলেন?

তরুণদের জন্য আপনার প্রার্থনা লিখুন।

যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার তথ্যাবলি থেকে তরুণ সমাজের কাছে পৌঁছবার জন্য আপনি যে বিষয়গুলি শিখেছেন তার প্রতিটি কাজে ব্যবহার করুন- সেই উল্লেখিত তরুণ/তরুণীর জন্য এবং তার মত আরো অন্যদের জন্য- যীশু খ্রীষ্টের জন্য।

দেখুন এর মাধ্যমে কেমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়

আরো গভীর ভাবে মথি ৯:৩৮ পদ দেখুন। যীশু সুস্পস্ট ভাবেই পদ্ধতি নির্ধারণ করে শিষ্যদের লক্ষ্য করে বলছেন যাতে তাদের জীবনে পরিবর্তন আনা যায়, যারা "ব্যাকুল ও ছিন্নভিন্ন ছিল, যেন পালকবিহীন মেষপাল"। তাঁর কৌশলের সরলতা লক্ষণীয়।

যীশু: "শষ্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর... যেন কার্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন... শস্যক্ষেত্রে।"			
কাজ	**প্রার্থনা করুন** যীশুকে খুঁজে পেতে	**সুসজ্জিত করুন** নেতৃত্ব বৃদ্ধি করতে	**সুসমাচার প্রচার করুন** মানুষের কাছে পৌঁছতে
কৌশল	খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশ করুন আবেগের সঙ্গে প্রার্থনা করুন	নেতৃত্ব গঠন করুন শিক্ষার্থীদের শিষ্য করুন	সংস্কৃতির ভেতরে প্রবেশ করুন বর্হিনাগালের সুযোগ তৈরী করুন

বড় চিত্রটি কল্পনা করুন

একবার আমরা যদি বড় চিত্রটি দেখি, তাহলে বাস্তবিকভাবে আমরা শুধু দেখব না যে কিভাবে একটি মণ্ডলীর পরিচর্যা দল গঠন করা যায়, বরং দেখব প্রতিটি স্কুলের প্রতিটি শিক্ষার্থীর জীবনধারা-পরিবর্তনের মাধ্যমে কিভাবে আমরা লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হতে পারে।

যীশু - কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা

বড় চিত্রটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করুন

মথি ৯:৩৫-৩৮ পদ অনুসারে যীশু কেন্দ্রিক এই কৌশল ৬টি প্রয়োজনীয় উপাদানের উপর ভিত্তি করে গঠিত হয়েছে যা যীশু ৪টি সুসমাচারে তা ধারাবাহিক ভাবে উপস্থাপন করেছেন। গভীরভাবে লক্ষ্য করুন, এই উপাদানগুলি আপনার জীবন ও আপনার পরিচর্যা কাজে আরো বদ্ধমূল হতে পারে।

খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশ করুন

কিভাবে যীশুতে আপনার সম্পর্ক আরো গভীরতর করবেন?

যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক যাপনের জন্য অনুধাবন করুন, এবং এই সম্পর্ক ধরে রাখবেন খ্রীষ্টের প্রতি বাধ্যতার মাধ্যমে, আর এমনি করেই আপনার মাঝেই তাঁর চরিত্র চারিদিকে প্রতিফলিত হবে। (মার্ক ১:৭-৮)

আবেগের সাথে প্রার্থনা করুন

আপনি কিভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে এবং আপনার পরিচর্যার শক্তিতে প্রার্থনা করেন? একটি নির্দিষ্ট প্রার্থনার কৌশল তৈরি করুন যাতে আপনার স্বেচ্ছাসেবীদল, বাবা-মা, এবং শিক্ষার্থীরা যুক্ত হতে পারে। (মথি ১৮:১৮-২০)

নেতৃত্ব গঠন করুন

কিভাবে আপনি দৃঢ়, গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী নেতৃত্ব গঠন করবেন আপনার পরিচর্যার জন্য? প্রাপ্ত বয়স্কদের সুসজ্জিত ও প্রশিক্ষিত করুন যারা হৃদয় দিয়ে ও দক্ষতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিষ্য করার জন্য তাদের কাছে পৌঁছতে পারবে। (মার্ক ১:১৬-২০)

শিষ্য শিক্ষার্থীদল

কিভাবে আপনি শিষ্য শিক্ষার্থীদের গঠন করবেন যার মাধ্যমে তারা তাদের বন্ধুদেরকেও আধ্যাত্মিক আবেগ প্রকাশ করবে ও আত্মিক দিক দিকে উৎসাহিত করবে? শিক্ষার্থীদের মাঝে চ্যালেঞ্জ দিন, যেন তারা ছোট ছোট দলে শিষ্যত্ব লাভের সম্পর্ক গঠনের মাধ্যমে যীশুর সঙ্গে তার সম্পর্কে পরিপক্কতা বৃদ্ধি করে যাতে। (মার্ক ৩:১৩-১৫)

সংস্কৃতির মাঝে প্রবেশ করুন

কিভাবে আপনি আপনার নেতৃবৃন্দ, বাবা-মা, এবং শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত এবং সংগঠিত করবেন সংস্কৃতির মাঝে প্রবেশ করার জন্য? যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের জগতে সময় অতিবাহিত করে, সেখানে যান এবং তাদের সুসজ্জিত করুন তাদের সংস্কৃতির বন্ধুদের কাছে পৌঁছাবার জন্য। (মার্ক ১: ৪০-৪২)।

বর্হিনাগালের সুযোগ সৃষ্টি করুন

কিভাবে আপনি শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছাতে বর্হিনাগালের সুযোগ সৃষ্টি করবেন যাতে তাদের বন্ধুদের কাছে পৌঁছতে পারেন? সাংস্কৃতিকভাবে সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা তৈরী করুন যাতে শিক্ষার্থীরা অন্য বিশ্বাসী বন্ধুদের যীশুকে খুঁজতে সাহায্য করতে পারে। (মার্ক ৪:১-২)

ব্যবহারিক পদক্ষেপ

যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার বড় চিত্রটি দেখুন অর্থ হল আপনি সামগ্রিক ধারণাকে আকড়ে ধরেছেন।

আপনার নিজের দর্শনের জন্য এই বড় চিত্রটি বাস্তব পদক্ষেপের জন্য গ্রহণ করুন।

- মুখস্ত করুন মথি ৯:৩৫-৩৮ পদ। বারে বার বলুন যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি এই বিষয়টি আপনার হৃদয়ে ও মনে ধারণ না করতে পারছেন।
- যে শিক্ষার্থীর নাম "ব্যাকুল ও ছিন্নভিন্ন ছিল, যেন পালকবিহীন মেষ" হিসেবে আপনি লিখেছেন তার একটি ছবি আপনার নোট খাতায় লাগিয়ে রাখুন যাতে আপনার নির্ধারিত শিক্ষাথীর্র বিষয়ে আপনি মনে রাখতে পারেন।
- পরবর্তি পৃষ্ঠায় ছকটি পূরণ করুন যাতে আপনি বর্তমান কার্যক্রম মূল্যায়ন করতে পারেন যে, কোন উপাদানটি যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যার উপাদান এবং কোনটি নয়। আপনার কার্যক্রমের তালিকা নিচে করতে শুরু করুন। তারপর, টিক দিন সংশ্লিষ্ট উপাদান কলামে অথবা "মানান সই নয়"কলামে।

সেশন ২-৭ এর প্রতিটি উপাদানই বিবেচিত হবে গভীরতর হিসেবে এবং আপনার পরিচর্যায় যীশুর দর্শন আরো সুস্পস্টভাবে দেখতে আপনাকে পরিচালিত/সহায়তা করবে।

বর্তমান কার্যক্রম সমূহ মূল্যায়ন

বর্তমান কার্যক্রম সমূহ মূল্যায়ন	প্রার্থনা করুন		সুসজ্জিত করুন		প্রচার করুন		মানান সই নয়
	খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশ	আবেগের সঙ্গে প্রার্থনা করুন	নেতৃত্ব গঠন করুন	শিক্ষার্থীদের শিষ্য করুন	সংস্কৃতির ভেতরে প্রবেশ করুন	বহির্নাগালের সুযোগ তৈরী করুন	

খ্রীষ্টের সঙ্গে আরো গভীরে প্রবেশ করুন

লক্ষ্য

যীশুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক
ধরে রাখার জন্য

সেশন ২

খ্রীষ্টের সঙ্গে আরো গভীরে প্রবেশ করুন

সেশন ২

যীশু কেন্দ্রিক

পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা আমাদের আহ্বান জানান গভীর সম্পর্কে প্রবেশের জন্য!

পিতা ঈশ্বর। "আদিতে ঈশ্বর...," একথা দিয়ে বাইবেল শুরু। সময়ের পূর্বেই ঈশ্বর ছিলেন! যখন সময় শুরু হয়েছিল, তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন– "আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী" (আদি ১:১)। সৃষ্টি লগ্ন থেকে, ঈশ্বর ছিলেন, এখনও আছেন, সৃষ্টির উপর ক্ষমতাবান ব্যক্তি। গীত রচক এভাবে বর্ণনা করেছেন: "সদাপ্রভু স্বর্গে আপন সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার রাজ্য কর্ত্তৃত্ব করে সমস্তের উপরে।" (গীত ১০৩:১৯) এই প্রসঙ্গে বাইবেল জুড়ে পুনাবৃত্তি করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, ইফিষীয় ৪:৬ পদে পৌল লিখেছেন যে, "সকলের ঈশ্বর ও পিতা এক, তিনি সকলের উপরে, সকলের নিকটে ও সকলের অন্তরে আছেন।" উপরন্তু, বাইবেল ইঙ্গিত করে যে, ঈশ্বর আগামীতেও থাকবেন এবং তাঁর রাজত্ব অব্যাহত থাকবে। প্রেরিত যোহন তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "পরে স্বর্গে ও পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচে ও সমুদ্রের উপরে যে সকল সৃষ্ট বস্তু, এবং এই সকলের মধ্যে যাহা কিছু আছে, সমস্তেরই এই বাণী শুনিলাম, 'যিনি সিংহাসনে বসিয়া আছেন, তাঁহার প্রতি ও মেষশাবকের প্রতি ধ্যবাদ ও সমাদর ও গৌরব ও কর্ত্তৃত্ব যুগপর্যায়ের যুগে যুগে বর্ত্তুক।' " ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি ও তাঁর সৃষ্ট জীবের উপর নিয়ম স্থির করেন ও রাজত্ব করেন।

পুত্র ঈশ্বর। পিতা ঈশ্বর তাঁর সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব তাঁর পুত্র যীশুকে দিয়েছেন। "তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে।" (মথি ২৮:১৮ পদ) প্রেরিত পৌল বার বার যীশুর পরম কর্তৃত্বের বিষয়ে বর্ণনা করেছেন। ইফিষীদের প্রতি তার পত্রে পৌল যীশুর কর্ত্তৃত্বমূলক ক্ষমতার কথা বর্ণনা করেছেন।

> *"ইহা তাঁহার শক্তির পরাক্রমের সেই কার্য্যসাধনের অনুযায়ী, যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি তাঁহাকে কৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন, সমস্ত আধিপত্য, কর্ত্তৃত্ব, পরাক্রম ও প্রভুত্বের উপরে, এবং যত নাম কেবল ইহযুগে নয়, কিন্তু পরযুগেও উল্লেখ করা যায়, তৎসমুদয়ের উপরে পদান্বিত করিলেন। আর তিনি সমস্তই তাঁহার চরণের নীচে বশীভূত করিলেন, এবং তাঁহাকেই সকলের উপরে উচ্চ মস্তক করিয়া মণ্ডলীকে দান করিলেন;"*
>
> ***ইফিষীয় ১: ১৯-২২।***

যীশু - কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা

যীশু কে তা ব্যাখ্যা করার জন্য ইব্রীয় পুস্তকের লেখক পুত্রকে বর্ণনা করেছেন - ইব্রীয় ১:২-৩ পদে:

- সর্ব্বাধিকারী দায়াদ- তাঁর পিতা যীশুকে নিযুক্ত করেছেন "সর্ব্বাধিকারী দায়াদ" হিসেবে
- স্রষ্টা- যীশু, ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে, "যুগকলাপের রচনাও করিয়াছেন"।
- প্রভা- যীশু আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন যে তিনি "প্রতাপের প্রভা"। যীশুই হল ঈশ্বরের আয়না: "তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক"।
- ধারণকর্ত্তা- প্রতি সেকেন্ড, মহাবিশ্বের পুরো প্রক্রিয়া যীশু একত্রে ধরে রাখেন "তাঁর আপন পরাক্রমের বাক্যে"
- ধৌতকারি- তিনি নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ক্রুশের উপর মৃত্যু বরণ করে, যীশু "পাপ ধৌত" করেছেন।

সন্দেহহীনভাবে, যীশুই প্রভু! এবং একদিন "যেন যীশু নামে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালনিবাসীদের "সমুদয় জানু পাতিত হয়, এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে" যে যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এই রূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন।" (ফিলিপীয় ২:১০-১১)

পবিত্র আত্মা ঈশ্বরঃ পুত্র, পরে পবিত্র আত্মা আমাদের মাঝে বাস করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন, যাতে আমরা বুঝতে পারি যে ঈশ্বর কে, যীশু আমাদের জন্য কি করেছেন, এবং কিভাবে আমরা আত্মার শক্তিতে জীবন যাপন করতে পারি। প্রেরিত পৌল আমাদের বলেছেন: "আর তোমরা পুত্র, এই কারণ ঈশ্বর আপন পুত্রের আত্মাকে আপনার নিকট হইতে আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করিলেন; ইনি "আব্বা, পিতা" বলিয়া ডাকেন। (গালাতীয় ৪:৬) এবং যেহেতু আমরা পুত্র, আমরা আর পাপের দাস নই। বরং "ঈশ্বরকর্ত্তৃক দায়াধিকারীও হইয়াছ" (গালাতীয় ৪:৭)।

যেহেতু পবিত্র আত্মা আমাদের মধ্যে বাস করে, তিনি আমাদের প্রচুর পরিমাণে **প্রেরণা** প্রদান করেন যেন আমরা তাঁকে অন্বেষণ করি, **শক্তি** দেন যেন তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করি, এবং অনন্তকালের জন্য **প্রতিজ্ঞা** করেছেন। যেহেতু সত্য যে, প্রেরিত পৌল আমাদের প্রত্যাদেশ জানিয়েছেন যে, "কিন্তু আমি বলি, তোমরা আত্মার বশে চল, তাহা হইলে মাংসের অভিলাষ পূর্ণ করিবে না। ...আমরা যদি আত্মার বশে জীবন ধারণ করি, তবে আইস আমরা আত্মার বশে চলি। " (গালাতীয় ৫: ১৬, ২৫)।

উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা এই মহাবিশ্ব রাজত্ব করেন; এবং সেই রাজত্বের মাঝে আমরাও অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু আমরা ঈশ্বরের পুত্র এবং কন্যা, তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক জড়িত, আমরা মনোনয়ন করেছি ঈশ্বরের রাজত্ব ও কর্তৃত্বের অধীনে বাস করতে- খ্রীষ্টের প্রভুত্ব করতে। আমাদের প্রতিটি মনোনয়নের মাধ্যমে আমরা প্রকাশ করি যে, "তুমিই ঈশ্বর এবং আমি কিছুই নয়!" আমাদের প্রত্যাশা- আমাদের চিন্তা, আবেগ, অনুভুতি, আচরণ এবং আমাদের সব কাজ খ্রীষ্টেতে অর্পণ করতে চাই।

সেশন ২- খ্রীষ্টের সঙ্গে আরো গভীরে প্রবেশ করুন

ঈশ্বরের অনুগ্রহে। আমাদের জীবনে যীশুর প্রভুত্ব অর্থ হল তিনি চান তাঁর আমাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত সম্পর্ক । এই সম্পর্কে আমাদের সঠিক স্থান খুঁজে পেতে এবং আমাদের ঘনিষ্ঠ ভাবে জীবন যাপন করার জন্য আমাদের অবশ্যই তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চলতে হবে। যখন আমরা আমাদের আশা, স্বপ্ন, বাসনা এবং আমাদের সিদ্ধান্ত প্রতিদিন তাঁর কাছে তুলে দেই, তখনই আমরা তাঁর সান্নিধ্যে থাকতে পারি, মুহূর্তের পর মুহূর্ত, এবং তাঁর সঙ্গে থাকার আনন্দ লাভ করতে পারি!

প্রেরিত পৌল একেবারে স্বচ্ছভাবে পরিস্কার ছবির মত বুঝিয়ে দিয়েছেন যে যীশুর প্রভুত্ব কেমন। পৌলের "মাংসে একটি কন্টক" ছিল। আমাদের সবারই তেমন একটি বিষয় আছে। যদিও এটি একটি শারীরিক দুর্বলতার কথা বোঝায়, একটি হতাশা পূর্ণ সম্পর্ক, প্রিয়জনকে হারানো, অথবা পাপযুক্ত অভ্যাস। আমরা শূণ্যস্থান পূরণ করতে পারি। ঈশ্বর পৌলের জন্য "কণ্টক" দিয়েছেন যেন সে প্রভুতে অবিরতভাবে ভগ্ন চুর্ণ হয়ে থাকতে পারে। এবং ঈশ্বর চান আমরাও যেন ভগ্ন চুর্ণ হবার অভিজ্ঞতা লাভ করি। কারণ কেবলমাত্র আমাদের এই ভগ্ন চুর্ণ অবস্থাতেই আমরা যীশুর প্রভুত্বের কাছে নিজেকে সমর্পিত করতে পারি। পৌল অনুরোধ করেছিল ঈশ্বরকে যেন তিনি তার কন্টক তুলে নেন। কিন্তু তিনি নিলেন না, বরং তিনি বললেন, "আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ঠ।" **২ করিন্থীয় ১২: ৯ পদ**

আমরা আমাদের নিজেদের শক্তিতে খ্রীষ্টিয় জীবন যাপন করতে পারি না। বরং আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের মাধ্যমে - তাঁর ক্রুশ ও পুনরুত্থানের দ্বারা তিনি তাঁর অলৌকিক শক্তি আমাদের মাঝে প্রদান করেন। আমাদের ভগ্ন-চুর্ণ অবস্থাতেই আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে জীবন-যাপন করতে শিখি। এই অনুগ্রহে, তিনি আমাদের তাঁর শক্তি প্রদান করেন। পরে পৌলের মত আমরা বলতে পারি,

"অতএব আমি বরং অতিশয় আনন্দের সহিত নানা দুর্ব্বলতায় শ্লাঘা করিব, যেন খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে। এই হেতু খ্রীষ্টের নিমিত্ত নানা দুর্ব্বলতা, অপমান, অনাটন, তাড়না, সঙ্কট ঘটিলে আমি প্রীত হই, কেননা যখন আমি দুর্ব্বল, তখনই বলবান। আমি নির্ব্বোধ হইলাম; তোমরাই আমার পক্ষে তাহা আবশ্যক করিয়াছ; কারণ আমার প্রশংসা করা তোমাদেরই উচিত ছিল; কেননা যদিও আমি কিছুই নই, তবু সেই প্রেরিত-চূড়ামণিদের হইতে কিছুতেই পিছনে পড়ি নাই। প্রেরিতের চিহ্ন সকল তোমাদের মধ্যে সম্পূর্ণ ধৈর্য্য সহকারে, নানা চিহ্নকার্য্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও পরাক্রম কার্য্য দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে।"

২ করিন্থীয় ১২: ৯-১২

আমাদের ভগ্ন চুর্ণ সময়েই, আমরা খ্রীষ্টের উপস্থিতি ও তাঁর শক্তি উপলব্ধি করতে পারি।

হে প্রভু, আমি তোমার ধার্মিকতা আস্বাদন করিয়াছি এবং ইহা খুবই সন্তুষ্টজনক এবং আমাদের আরো পিপাসিত করেছে। আমি তোমার অনুগ্রহের অভাবে ব্যথিত। আমি লজ্জিত আমার ইচ্ছার অভাবের জন্য। হে ঈশ্বর, ত্রিত্ব ঈশ্বর, আমি তোমাকে পেতে চাই, আমি অপেক্ষা করি, তোমাকে পাবার জন্য, আমি তৃষ্ণার্ত হতে চাই আরো বেশি তৃষিত হতে।

এ ওয়াই টোজার

অন্তরঙ্গতার জন্য আমন্ত্রণ। ঈশ্বর, যিনি মহাবিশ্বের শাসক ও রাজত্ব করেন, তিনি গভীর ভাবে আমাদের ভালবাসেন এবং আনন্দের সঙ্গে আমাদের উপর সন্তুষ্ট। এমনকি এখন তিনি মনে প্রাণে তিনি আমাদের অন্বেষণ করেন। খ্রীষ্টে, তিনি আমাদের পথ প্রশস্ত করেছেন যেন আমরা তাঁর অন্বেষণ করি। তাঁকে জানার জন্য এবং ভালোবাসার আমাদের যা কিছু প্রয়োজন তিনি সমস্ত যুগিয়েছেন। তিনি আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান জানাচ্ছেন যেন "তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে," মথি ২২:৩৭ পদ। প্রতিদিন তিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন যেন আমরা তাঁর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করি এবং যীশুর প্রভুত্বে, আবেগের সঙ্গে তাঁর অন্বেষণ করি। যেমনি ভাবে, প্রতিদিন আমরা তাঁর সঙ্গে আরো গভীরে প্রবেশের প্রত্যাশা নিয়ে এগিয়ে চলছি, আমরা আমরা যীশুকে আমাদের ব্যক্তিগত প্রভু হিসেবে জানতে পারব।

সমর্পণের প্রার্থনা

পিতা, আমি তোমার হাতে আমাকে সমর্পণ করি;
তোমার ইচ্ছা আমাতে পূর্ণ কর।
তুমি যা করবে তাতেই আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাব।
আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত,
আমি সব কিছু গ্রহণ করব।

তোমার হাতে আমার আত্মাকে সমর্পণ করি
আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম দিয়ে আমি তোমার কাছে সব তুলে ধরি
কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি, প্রভু।
আর তাই তোমাতে আত্ম-উৎসর্গ করা প্রয়োজন,
তোমার হাতে নিজেকে সমর্পণ করা,
অকৃপণ ও উদার ভাবে,
এবং অসীম আস্থার সঙ্গে
কারণ তুমি আমার পিতা।

আমেন!

চার্লস ডি ফাউকাল্ড

কঠিন প্রশ্নাবলি

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিন নিজেকে ১-১০ নম্বর যুক্ত মাপকাঠির মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে। আপনার উত্তরের ফলাফল অনুসারে বিশ্বস্তভাবে ও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বর্ণনা করে একটি ছোট্ট অনুচ্ছেদ লিখুন, যার মাধ্যমে আপনি যীশুর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিশ্চিত করতে পারবেন।

১। ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার আবেগ কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২। আপনার জন্য ঈশ্বরের আবেগ কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৩। আপনার সমস্ত বিষয় জানা সত্ত্বেয় – আপনাকে ঈশ্বর কতটা ভালোবাসেন বলে আপনি সত্যিকারে মনে করেন?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৪। আপনার মন, হৃদয়, জীবন এবং সম্পর্ক কতটা বিশুদ্ধ/খাঁটি?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৫। ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ থেকে আপনি কতটা পবিত্র?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৬। ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার অন্তরঙ্গতা কোন পর্যায়ে বলে আপনি মূল্যায়ন করেন?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

আমার জীবনে যীশুর প্রভুত্ব সম্পর্কে আমার সৎ, সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত:

যুব পরিচর্যার নীতিমালা

কিভাবে আমরা যীশুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের অনুধাবন করব যা আমাদের তাঁকে আরো গভীরভাবে ভালোবাসার দিকে পরিচালিত করবে?

লক্ষ্য: ভালোবাসা

১তীমথিয় ১:৫ পদ তিনবার পড়ুন। নোট নিন এবং নিচে কথাগুলো সংজ্ঞায়িত করুন। প্রতিবার পড়ার পরে একটি করে গভীর চিন্তা যুক্ত করুন। এই পদটিতে ব্যক্তিগত গভীর উপাদান রয়েছে যা যীশুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করতে পথ দেখায়।

"কিন্তু সেই আদেশের পরিণাম প্রেম, যাহা শুচি হৃদয়, সৎসংবেদ ও অকল্পিত বিশ্বাস হইতে উৎপন্ন; "

১তীমথিয় ১:৫ পদ

প্রেম উৎপন্ন হয় ...

শুচি হৃদয় থেকে

সৎ সংবেদ থেকে

অকল্পিত বিশ্বাস থেকে

যীশুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার দিকে

এই প্রশ্নের সঙ্গে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করুন এবং যীশুর সঙ্গে আপনার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের পথ প্রশস্ত করতে শাস্ত্রের উপর প্রতিফলিত করুন।

শুচি হৃদয়

১। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আমার অশুদ্ধ চিন্তাভাবনা আছে কি? (২তীমথিয় ২:২২)

২। আমার কুটিল, বচসাপূর্ণ ও তর্কবিতর্কপূর্ণ মনোভাব আছে কি? (ফিলিপীয় ২:১৪-১৫)

সৎ সংবেদ থেকে

৩। আমি কি আমার পিতামাতা ও পরিবারকে সম্মান করি? (ইফিষীয় ৬:১-৪)

৪। আমাকে তিক্ততা ও বিরক্তি কি অপরকে ক্ষমা করা থেকে বিরত রাখে? (মথি ৬:১৪-১৫)

৫। আমি কি অপরের প্রতি ভুল আচরণ করেছি? (মথি ৫:২৩-২৪)

অকল্পিত বিশ্বাস থেকে

৬। আমি কি মিথ্যা বলি, চুরি করি অথবা অপরকে ঠকাই? (কলসীয় ৩:৯)

৭। আমার জীবনে কি এমন কোন স্থান আছে যেখাতে যীশু প্রথমে নেই? (মথি ৬:৩৩)

ব্যবহারিক পদক্ষেপ সমূহ

আজ, প্রতিফলিত করার জন্য ১৫ মিনিট সময় নিন এবং প্রতিটি বিষয় লিখুন যার মাধ্যমে ঈশ্বর আপনার উপর সন্তুষ্ট হন।

আগের পৃষ্ঠাগুলি থেকে, যে বিষয়গুলি নিয়ে আপনার সংগ্রাম করতে হয়েছে, সে বিষয়গুলির উপর আপনার আনুগত্যতা বা বাধ্যতার পদক্ষেপগুলি কি, তা লিখুন। ঐ বিষয়ে আনুগত্যতা খ্রীষ্টের সঙ্গে আপনার সম্পর্ককে আরো গভীর হতে সাহায্য করবে।

একবার যখন আপনি একটি সমস্যার উপর কার্যক্রম শুরু করবেন, পরবর্তীতে আরেকটির জন্য চেষ্টা করুন, এবং ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করুন, আনুগত্যতার কোন পদক্ষেপ তিনি আপনার কাছে প্রত্যাশা করেন। বারে বার এই প্রক্রিয়া করুন, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি সমস্যার উপর এক একটি আনুগত্যতার পদক্ষেপ নিতে না পারেন।

"বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী" বিভাগ পড়ুন এবং ৫টি প্রশ্নের উত্তর "খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশ করুন" -এর উপর ভিত্তি করে দিন। আপনি আবিষ্কার করবেন যে কিভাবে ক্ষমা গ্রহণ করতে হয় এবং অপরকে ক্ষমা করতে হয়, কিভাবে ভুল আচরণ পরিবর্তন করতে হয়, কিভাবে জীবনের প্রভাবশালী সমস্যাগুলি মোকাবিলা করতে হয় এবং কিভাবে যীশুকে আরো ভালো ভাবে জানা যায়।

অবিরতভাবে প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপন করুন। সময়ের সাথে সাথে এই অভ্যাস আপনাকে যীশুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে।

আধ্যাত্মিকতা বোঝার জন্য স্বর্ণময় নিয়ম হল, কারো বুদ্ধিজীবী হতে হয় না বরং আনুগত্য হতে হয়। আনুগত্যতার কাজের কারণ হল হল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সত্যতা।

অসওয়াল্ড চেম্বারস্ ।

খ্রীষ্টের সঙ্গে আরো গভীরে প্রবেশ করার উপাদান

যীশুর মত কেউ নেই

বেরি ক্লেইর আপনাকে ঈশ্বরের পুত্রের দিকে গভীরভাবে উদ্দীপনা জাগাতে সাহায্য করবে। আপনি যীশুকে সত্যিকারে জানতে পারবেন যে, তিনি কে।

যীশুর মত কেউ নেই, বইটি আপনাকে পরম পথের যাত্রী হতে সাহায্য করবে। আপনি যীশুর উত্তম বন্ধু হবার আনন্দ উপলব্ধি করবেন।

যীশুর মত কেউ নেই বইটি, চলমন একটি ৪০ দিনের পথযাত্রা, যার মাধ্যমে আপনি যীশুর জীবন, মৃত্যু, পুনরুত্থান, স্বর্গারোহন এবং দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে জানতে পারবেন।

যীশু সম্পর্কে আপনি যা চিন্তা করেন তা হবে চ্যালেঞ্জ এবং আপনি হবেন পরিবর্তিত!

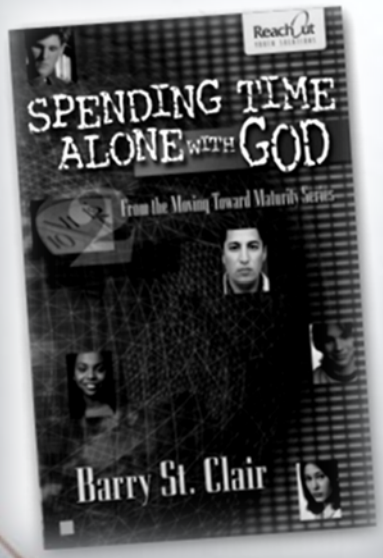

ঈশ্বরের সঙ্গে সময় কাটানো

কিভাবে আপনি যীশুর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আরো গভীরতর করবেন?

সময়! অন্য সব সম্পর্কের মত, সময় যাপনের মাধ্যমে যীশু সম্পর্কে আরো জানুন। যীশু চান আপনার কাছে থাকতে, যেমনি ভাবে আপনি তাঁর কাছে থাকতে চান। এই বই আপনাকে প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপন করতে সাহায্য করবে যেমনি করে আপনি:

- বাইবেল পাঠ করুন
- বাইবেলের পদ মুখস্ত করুন
- প্রার্থনায় আনন্দ উপভোগ করুন
- প্রশংসা উদ্‌যাপন করুন
- ধন্যবাদ জানান
- নিজের পাপ স্বীকার করুন
- অপরের জন্য প্রার্থনা করুন

এই তথ্য/বইগুলি সংগ্রহ করতে অর্ডার দিন: www.reach-out.org

হৃদয় বিষয়ক

ডেভ বাসবি'র জীবন ব্যাপি ঈশ্বরকে অনুসরণ করার জন্য এই বইয়ের প্রতিটি পাতায় এগিয়ে চলুন। ডেভ-এর মৃত্যুর ৪ বছর পূর্বে লেখা এই বই ৫০,০০০ কপিরও বেশি বিক্রি হয়। এখন তার স্ত্রী লায়ানার সংস্করণ কাজের মাধ্যমে, প্রতিটি অধ্যায়ে ডেভ'এর পূর্বের ব্যক্তিগত অপ্রকাশিত পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত বাক্য যুক্ত করা হয়। আরও পাঠের মাধ্যমে জানার জন্য প্রতিটি অধ্যায়ের প্রশ্ন ও আলোচনা ধারণা অনুসরণ করে সব বয়সের লোকের বাইবেল পাঠের জন্য আদর্শ হিসেবে তৈরী হয়েছে।

ডেভ বাসবি ছিলেন একজন রহস্যময় ব্যক্তি। তাঁর সিস্টিক ফাইব্রোসিস, পোলিও, ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং যকৃতের রোগের কারণে দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেয় তিনি আধ্যাত্মিক শক্তিতে পরিপূর্ণ ছিলেন এবং তিনি একজন জীবন্ত প্রমাণ ছিলেন ২ করিন্থীয় ১২:১০ পদের: "কারণ যখন আমি দুর্বল, তখনই আমি সবল।" যীশুই ছিল তার একমাত্র আশা, এ কথা শুধু গতানুগতিক বলার জন্য তা নয় বরং তিনি প্রতিদিন তার বর্তমান বাস্তবতার মাধ্যমে অনুভব করে যীশুকে বলতেন। আশ্চর্যান্বিত হবেন না, যদি আপনি "হৃদয় বিষয়ক"- বইটি পাঠের মাধ্যমে গভীরভাবে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে প্রভাবিত হন।

www.reach-out.org এই বইগুলো অর্ডার করুন।

অন্যান্য প্রস্তাবিত বই সমূহ:

- ব্রেনান ম্যানিং এর লেখা Abba's Child (আব্বা'র সন্তান)
- বিল থ্রাল, ব্রুস ম্যাকনিকল এবং জন লিঞ্চ এর লেখা Truefaced (সত্যের মুখোমুখি)
- পিটার স্ক্যাজেরো'র এর লেখা Emotionally Healthy Spirituality (আবেগপূর্ণ স্বাস্থ্যকর আধ্যাত্মিকতা)
- ব্রেন্ট কার্টির ও জন এলড্রেজ এর লেখা The Sacred Romance (পবিত্র প্রণয়)

বাস্তব পরিকল্পনা

বর্তমানে...খ্রীষ্টের সঙ্গে আরো গভীরে প্রবেশের জন্য আপনি কি করছেন?

আগামীতে...এই সেশন থেকে আপনার আবিস্কারগুলো লিপিবদ্ধ করুন, যার মাধ্যমে আপনি এক অনন্য বাস্তব পরিকল্পনা করতে পারেন।

কেন খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশ করা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

কি লক্ষ্য আপনি নির্ধারণ করবেন খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশ করতে?

কে আপনার দায় ভার গ্রহণ করবে খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশের জন্য?

কোথায় আপনি খ্রীষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশের জন্য?

কখন আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশের জন্য গোল হয়ে বসবেন?

আবেগের সঙ্গে প্রার্থনা করুন

লক্ষ্য

আবেগপূর্ণ প্রার্থনার পরিবেশ সৃষ্টি করতে

সেশন ৩

আবেগের সঙ্গে প্রার্থনা করুন

সেশন ৩

যীশু কেন্দ্রিক

আমার ছেলের একটি টি-শার্ট ছিল যার উপরে লেখা ছিল: "যীশুতে আমি শয়তানের ব্যক্তিগত আতঙ্কিত দুঃস্বপ্ন। আবেগের সঙ্গে প্রার্থনার অর্থ হল যীশুর কাছে আসা এবং তারপর দেখা যে তিনি শয়তানের অন্ধকার রাজ্যকে পিছনে ঠেলে দিয়ে যীশুর আলোকিত রাজ্যকে প্রতিস্থাপন করেন। যখন আমরা আবেগপূর্ণভাবে প্রার্থনা করতে অনুধাবন না করি, তখন শয়তান হয় আমাদের ব্যক্তিগত আতঙ্কিত দুঃস্বপ্ন। অনেক শিশুরাও সেই অন্ধকার রাজত্বে গ্রাস হবার ফাঁদের সম্মুখীন। আর ঈশ্বরের পরাক্রমের প্রকাশ করতে আবেগপূর্ণ প্রার্থনাই হল একমাত্র অস্ত্র, যার মাধ্যমে লোকদের কূপ থেকে টেনে তুলে তাদের পা পাথরের উপরে রাখতে, এবং তাদের অন্ধকার রাজ্য থেকে বের করে আলোর রাজ্যে টেনে নিতে। এভাবেই তারাই হয়ে উঠবে শয়তানের ব্যক্তিগত আতঙ্কিত দুঃস্বপ্ন!

ইব্রীয় পুস্তক লেখক একটি চিত্র অঙ্কিত করেছেন যা আমাদের দেখায় যে, কেন আবেগপূর্ণ প্রার্থনা প্রতিরক্ষার প্রথম সারিতে আমাদের জীবনে, আমাদের শিক্ষার্থীদের, এবং আমাদের চারিপাশের হাজারো কিশোর-কিশোরীদের জন্য যাদের যীশুকে প্রয়োজন।

> "এই জন্য, যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন, কারণ তাহাদের নিমিত্ত অনুরোধ করণার্থে তিনি সতত জীবিত আছেন।" **ইব্রীয় ৭:২৫।**

যীশু সমর্থ! সত্যিকারে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে না ধরা হল আবেগপূর্ণ প্রার্থনার অভাবের ফলাফল। ইব্রীয় পুস্তক লেখক ইতিমধ্যেই তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ইব্রীয় ১:২-৩ পদে ফিরে দেখি, আমরা আবিষ্কার করতে পারব যে যীশুই সমর্থ কারণ:

- তিনি "সর্বাধিকারী দায়াদ"। তাঁর পিতার কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট সম্পদের অধিকারী হয়েছেন যা বিল গেটস্-এর চেয়েও অনেক বেশি- প্রয়োজনেরও অতিরিক্ত।
- তিনিই একমাত্র "ইঁহারই দ্বারা যুগকলাপের রচনাও করিয়াছেন"। যেহেতু, ছায়াপথের একপাশ থেকে আরেক পাশে ঘুরতে ১০০,০০০ আলোকবর্ষ লাগে এবং এক আলোক বর্ষ হল ৫.৮৮ ট্রিলিয়ন মাইল এবং ছায়াপথ হল আকাশগঙ্গার অনেকগুলির মাঝে মাত্র একটি, অর্থাৎ যীশু বেশ একজন সক্ষম স্রষ্টা।
- তিনি "তাঁহার প্রতাপের প্রভা ও তত্ত্বের মুদ্রাঙ্ক"। যীশুর দিকে তাঁকানো অর্থাৎ ঈশ্বরের ছবির দিকে তাকানো। যিনি ঈশ্বর, তিনিই যীশু।

- তিনি "আপন পরাক্রমের বাক্যে ধারণকর্তা"। একমাত্র বাক্যের দ্বারা, লক্ষ লক্ষ জীবন্ত জীব- ভাইরাস থেকে শুরু করে হাতি পর্যন্ত – এবং মহাকাশের ট্রিলিয়ন সিস্টেম- ছায়াপথ থেকে শুরু করে বাস্তুতন্ত্র পর্যন্ত তাঁর আদেশে চলে।
- তিনি "পাপ ধৌত" করেন। তাঁর রক্ত ঝড়িয়ে, তিনি আমাদের জন্য শুদ্ধতার পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন– তাঁর সঙ্গে একটি সম্পর্ক স্থাপন করেছেন এবং আমাদের পাপ থেকে ক্ষমা করেছেন।
- তিনি "উর্দ্ধলোকে মহিমার দক্ষিণে উপবিষ্ট"। ক্রুশে বিদ্ধ হবার পরে তিনি পুনরুত্থিত হলেন। যীশু এখন ঈশ্বরের দক্ষিণে বসে আছেন এবং সমস্ত মহাবিশ্ব তিনি রাজত্ব করছেন এবং পরিচালনা করছেন।

যীশুর ক্ষমতা আমাদের স্তম্ভিত করে। কোন সন্দেহ নেই: তিনি আমাদের "সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন"। তিনি সেই ক্ষমতা কাজে প্রকাশ করেন তাদের জন্য "যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হয়" (ইব্রীয় ৭:২৫)।

প্রার্থনা হল যোগাযোগের মাধ্যম যা ঈশ্বর আমাদের জন্য দিয়েছেন যার মাধ্যমে আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি।

তিনি কাছে টেনে নিতে পারেন। কারণ "আমরা এক মহান মহাযাজককে পাইয়াছি, যিনি স্বর্গ সকল দিয়া গমন করিয়াছেন, তিনি যীশু, ঈশ্বরের পুত্র; অতএব আইস, আমরা ধর্ম প্রতিজ্ঞাকে দৃঢ়রূপে ধারণ করি। কেননা আমরা এমন মহাযাজককে পাই নাই, যিনি আমাদের দুর্বলতাঘটিত দুঃখে দুঃখিত হইতে পারেন না, কিন্তু তিনি সর্ববিষয়ে আমাদের ন্যায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, বিনা পাপে। অতএব আইস, আমরা সাহসপূর্বক অনুগ্রহ-সিংহাসনের নিকটে উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি, এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই।" ইব্রীয় ৪:১৪-১৬।

আর যেভাবে আমরা আবেগপূর্ণ প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে যাই, আমরা জানি যে, "তিনি সতত জীবিত আছেন" (ইব্রীয় ৭:২৫)। যেমনি করে আমরা যীশুর সঙ্গে যোগাযোগ করি, তিনিও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন পিতার দক্ষিণ পাশে বসে। প্রেরিত যোহন একটি আশ্চর্য্য চিত্র বর্ণনা করেন যে আমাদের প্রার্থনা ঈশ্বরের সদৃশ্য।

"তাহাতে পবিত্রগণের প্রার্থনার সহিত দূতের হস্ত হইতে ধূপের ধূম ঈশ্বরের সম্মুখে উঠিল। পরে ঐ দূত ধূপদানী লইয়া বেদির অগ্নিতে পূর্ণ করিয়া পৃথিবীতে নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে মেঘ-গর্জন, রব, বিদ্যুৎ ও ভূমিকম্প হইল।" **প্রকাশিত ৮:৪-৫।**

খাবারের আগে আশির্বাদের জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে বরং, ঈশ্বরকে আহ্বান করুন যেন তিনি এই আলোচনা সভায় আমাদের পরিকল্পনায় তাঁকে উপস্থাপন করার জন্য আশির্ব্বাদ করেন অথবা গতানুগতিক শুরু বা শেষ প্রার্থনা করুন, এতে ঈশ্বর আমাদের আমন্ত্রণ জানান "তাঁর কাছে আসার জন্য"। যখন আমরা তাঁর কাছে যাই, আমরা আবিষ্কার করি যে – তাঁর অনুগ্রহ সিংহাসনের কাছে– দিক-নির্দেশনা, অন্তর্দৃষ্টি, দৃষ্টিকোণ, শক্তি, উৎসাহ ও আস্থা বা অন্য যা কিছু আমাদের প্রয়োজন, সব কিছু পাই। এই সব আসে আবেগপূর্ণ প্রার্থনার মাধ্যমে!

কঠিন প্রশ্নাবলি

প্রশ্নগুলির উত্তর দিন, ১-১০ এর এই মাপকাঠি অনুসারে উত্তর দিয়ে নিজেকে মূল্যায়ন করুন: ১ হল সবচেয়ে নিম্নতর এবং ১০ হল সবচেয়ে উচ্চতর। আপনার উত্তরের ফলাফল অনুসারে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখুন, যে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে হবে আপনাকে আবেগের সঙ্গে প্রার্থনা করার জন্য তার বিশ্বস্তভাবে বর্ণনা দিয়ে।

১। আপনি কতটা প্রার্থনা করতে ভালোবাসেন?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২। কতমাত্রায় আপনি নিজেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে সময় যাপনের জন্য?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৩। কতবার আপনি আপনার অন্যান্য যুব নেতৃদের সঙ্গে দেখা করেন অন্য শিক্ষার্থীদের জন্য প্রার্থনা করতে?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৪। কতবার আপনি আপনার অন্যান্য যুব নেতৃদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন স্থানীয় স্কুল ক্যাম্পাসে গিয়ে অথবা সেই স্কুলগুলোর জন্য প্রার্থনা করতে?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৫। আপনার কত শতাংশ শিক্ষার্থী প্রতিদিন প্রার্থনায় সময় যাপন করে?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৬। আপনার কত শতাংশ শিক্ষার্থী নিয়মিত সাপ্তাহিত ক্ষুদ্র দলের প্রার্থনায় অংশগ্রহণ করে?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

আবেগপূর্ণ প্রার্থনা সম্পর্কে আমার বিশ্বস্ত ও নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত:

যুব পরিচর্যার নীতিমালা

কি করে আমরা আবেগপূর্ণ প্রার্থনা বৃদ্ধি করতে পারি এবং অপরের জন্যও আবেগপূর্ণ প্রার্থনার পরিবেশ তৈরী করতে পারি?

আপনি কি প্রার্থনা করতে ভালোবাসেন?

আপনি কি প্রার্থনা করতে ভালোবাসেন? নাকি, এটি শুধু একটি কাজ, একটি বাধ্যবাধকতা, যার মাধ্যমে আপনি আপনার প্রয়োজনগুলো ঈশ্বরকে জানান, অথবা এটা কি শুধু আপনার চাহিদা মেটাবার একটি উপায়?

> *প্রার্থনা করতে ভালোবাসুন। দিনের প্রায় সময়গুলোতেই প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করুন, এবং প্রার্থনার জন্য কষ্ট করুন। প্রার্থনা হৃদয়কে প্রসারিত করে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ঈশ্বরের উপহার ধারণ করতে সক্ষম হয়। অনুরোধ করুন এবং অন্বেষণ করুন, এবং আপনার হৃদয় যথেষ্ট প্রসারিত হবে তাঁকে গ্রহণ করতে এবং আপনার নিজের করে রাখতে।*
>
> ***মাদার তেরেজা***

যীশু প্রার্থনা করতে ভালোবাসতেন!

আমরা যদি যীশুর জীবন একটি নাটকের মত দেখি, তিনি হলেন একজন নায়ক, অন্যরা সব অর্পিত সহযোগী এবং প্রার্থনা হল দৃশ্যপট। চিন্তাশীলভাবে নিচের প্রতিটি পদ পড়ুন যাতে দেখতে পাবেন কিভাবে "প্রার্থনা নাটক" প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি প্রার্থনা শুরু করেন। (লূক ৩:২১-২২)

তিনি প্রার্থনায় রত/অব্যাহত থাকেন। (যোহন ৫:১৯)

- তিনি প্রতিদিন প্রার্থনা করতেন। (মার্ক ১:৩৫)
- তিনি বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং কোন ঘটনার আগে প্রার্থনা করতেন।

লূক ৬:১২-১৩ ... শিষ্যদের আহ্বান
লূক ৯:১৬ ... ৫০০০ লোককে খাবার দেন
মথি ১৫:৩৬... ৪,০০০ লোককে খাবার দেন
মথি ১৪:২২-২৩ ...জলের উপর দিয়ে হাটা
যোহন ১১:৪১-৪২ ... লাসারকে জীবন দেন
মথি ২৬:২৬-২৯ ... শেষ নৈশ ভোজ

তিনি তাঁর সমস্ত জীবন এবং পরিচর্যা কাজ প্রার্থনায় পরিচালনা করেছেন। (লূক ৫:১৬)

তিনি প্রার্থনার মাধ্যমে সমাপ্ত করেন। (লূক ২২:৩৯-৪৪, লূক ২৩:৪৬)

তিনি অবিরত প্রার্থনা করতেন। (ইব্রীয় ৭:২৫)

প্রভু যীশু এখনও প্রার্থনা করছেন। জীবনের ৩০ বছর, সেবার ৩০ বছর, মৃত্যুর এক অসাধারণ নাটক। প্রার্থনার ২,০০০ বছর। প্রার্থনার কি এক গুরুত্বারোপ।

এস ডি গর্ডন

যীশুর আবেগ ছিল তাঁর পিতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য। তিনি চান আমাদেরও যেন স্বর্গস্থ পিতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য ঠিক একই রকম ভালোবাসা থাকে।

আপনি কি ঈশ্বরের পরাক্রম বা শক্তি উপলব্ধি করেন?

আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় কোন শক্তি নেই

বিবেচনা করুন আপনার বাসনা অর্জন করার জন্য, কাজে ব্যবহার করার জন্য এবং "এটা ঘটতে" নিচের শব্দগুচ্ছের আলোকে: "প্রার্থনা শুধুমাত্র আমাদের সর্বোচ্চ সুযোগ এবং আমাদের সবচেয়ে লালিত আনন্দ নয়, বরং এটা আমাদের সবচেয়ে কার্যকর অস্ত্র, যার মাধ্যমে আমরা অর্জন করতে পারি। বাকি সব কিছু আমাদের ছেড়ে যাবে ভুলের গোবর গাদায় এবং স্ব-প্রচেষ্টার বিশৃঙ্খলার মধ্যে, যা কখনোই একটি অন্ধ গলি ছাড়া আর কিছুই নয়। সব কিছুই আমাদের ছেড়ে যাবে যেমন দুর্যোগপূর্ণ সমুদ্রপথে একটি শিরস্ত্রাণ ছাড়া ভঙ্গুর একটি গাছের বাকলের উপর, কম্পাস ছাড়া ও চালক ছাড়া যাত্রীর মত। আমরা যদি পরম ঈশ্বরের, যিনি সমস্ত শ্বাশত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালনা করেন, তাঁর নির্দেশ ছাড়া স্থাপন করি তবে আমাদের পরিশ্রম, আমাদের মেধা শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল হবে।" (এফ, জে, হুইজেল, "প্রার্থনা: আমাদের সর্বোচ্চ সুযোগ" নামক বই, সিদ্ধান্ত, জুন, ১৯৯৬)

ঈশ্বরের ক্ষুদ্রতম প্রচেষ্টায় ঈশ্বরের প্রচুর শক্তি

"শক্তি/প্রচেষ্টার অনুপাত" উপলব্ধি করা কঠিন নয়। ঈশ্বর যিরমিয়'র মাধ্যমে বলেছেন:

"তুমি আমাকে আহ্বান কর, আর আমি তোমাকে উত্তর দিব, এবং এমন মহৎ ও দুরূহ নানা বিষয় তোমাকে জানাইব, যাহা তুমি জান না।"

যিরমিয় ৩৩:৩ পদ

যখন আমরা **প্রার্থনা করি** ("আমাকে আহ্বান কর") ঈশ্বর আমাদের একটি **প্রতিশ্রুতি** দেন ("আমি তোমাকে উত্তর দিব") তিনি তাঁর **ক্ষমতা** প্রসারিত করবেন যেন ("এমন মহৎ ও দুরূহ নানা বিষয় তোমাকে জানাইব, যাহা তুমি জান না।")

চার্লস স্পার্গন, ১৯ শতাব্দীর একজন সুপরিচিত যাজক, তিনি প্রায়ই উপাসনার আগে তার গীর্জা ঘরের নিচের তলায় যেতে পছন্দ করতেন। তিনি লোকদের সেই নিচতলায় নিয়ে যেতে পছন্দ করেন। তিনি বলেন, "এখানে আমি আপনাদের দেখাতে চাই মণ্ডলীর শক্তিকেন্দ্র।" যখন স্পার্গন দরজা খুলে দেন, তখন সেখানে দেখা যায় সেই কক্ষটি ভরা অনেক স্ত্রী-পুরুষ নতজানু হয়ে মনেপ্রাণে আবেগের সঙ্গে প্রার্থনা করছেন।

আপনি কি কল্পনা করতে পারেন যে আপনার যুব পরিচর্যা দল সেই কক্ষে পরিপূর্ণ লোকদের মত?

কিভাবে আপনি প্রার্থনা অধ্যাবসায় করবেন আবেগের সঙ্গে?

প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে সময় যাপনের মাধ্যমে

প্রতিদিন ঈশ্বরের সঙ্গে সময় যাপনের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রেম এবং আমাদের সম্পর্কের অন্তরঙ্গতা আরো গভীর হবে। অব্রাহাম থেকে মোশি, পৌল এবং আমাদের প্রত্যেকের জন্য খ্রীষ্টিয় জীবনে ঈশ্বরের সঙ্গে একাকি সময় যাপন করা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর চান আমরা যেন তা করি!

বাইবেল পাঠ নাই। প্রাতঃরাশ নাই।

অপরের সঙ্গে প্রার্থনা

স্বর্গে ঈশ্বরের সমস্ত সম্পদ অবাধে উন্মুক্ত করে আমাদের জন্য দিয়েছেন এই পৃথিবীতে যেন আমরা তা গ্রহণ করি। আমাদের প্রার্থনা সিদ্ধান্ত নেয় যে. সেগুলি উন্মুক্ত হবে কি না। এটাই হল শক্তি!

> *"আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে; এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে। আবার আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুইজন যাহা কিছু যাচঞা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্তৃক তাহাদের জন্য তাহা করা যাইবে। কেননা যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্র হয, সেখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।"*
>
> ***মথি ১৮:১৮-২০***

সেশন ৩- আবেগের সঙ্গে প্রার্থনা করুন

"দুই কি তিনজন" প্রার্থনার মাধ্যমে প্রার্থনার শক্তি প্রকাশিত হয়

যীশু যেভাবে আমাদের উৎসাহিত করেছেন তেমনি করে কিভাবে আমরাও দুই কি তিনজন প্রার্থনায় একত্রিত হতে পারি? নিচের বাক্যটি যীশুর কথা হিসেবে বাস্তব সম্মত ভাবে চিন্তা করুন: "যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সেখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।"

সাক্ষাৎ করুন:

জন খ্রীষ্টিয়ানের সঙ্গে
বার প্রার্থনা করুন প্রতি সপ্তাহে
জন অ-খ্রীষ্টিয়ান বন্ধুদের জন্য

আমরা দুই কি তিনজন মিলিত হতে পারি– যেমন যীশু আমাদের উৎসাহিত করেছেন– প্রার্থনায় ত্রয়ী/৩ জন। বাস্তবিক পদক্ষেপে, আপনি আপনার প্রার্থনায় ত্রয়ী পদ্ধতি নির্ধারণ করুন।

প্রার্থনার মাধ্যমে যীশু শক্তি যোগাবেন
যেন আপনি অন্যদের মাঝে পরিবর্তন আনতে পারেন!

বাস্তবিক পদক্ষেপ সমূহ

- মুখস্ত করুন যোহন ৫:১৯ পদ
- প্রতিদিন অন্ততঃ ২০ মিনিট ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী প্রার্থনায় সময় যাপনের জন্য নিজের কাছেই নিজে অঙ্গীকার করুন যতক্ষণ পর্যন্ত না এটা আপনার অভ্যাসে পরিণত হয়। নির্দেশিকা হিসেবে পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর সিরিজ থেকে "ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময়" নোটবইটি ব্যবহার করুন।
- অন্য দুজন যুব নেতাদের আমন্ত্রণ জানান– এমনকি অন্য মণ্ডলী বা সম্প্রদায় থেকে– আপনার সঙ্গে প্রার্থনার ত্রয়ী হয়ে প্রার্থনাতে যোগ দান করার জন্য। নিচের চার্টটি অনুসরণ করে ৩ জনের নাম- আপনার নাম সহ; ৩ বার সাক্ষাতের সময়; এবং ৩ জন অ-খ্রীষ্টিয়ান বন্ধুদের নাম মনোনয়ন করুন, যাদের জন্য আপনি প্রার্থনা করবেন।

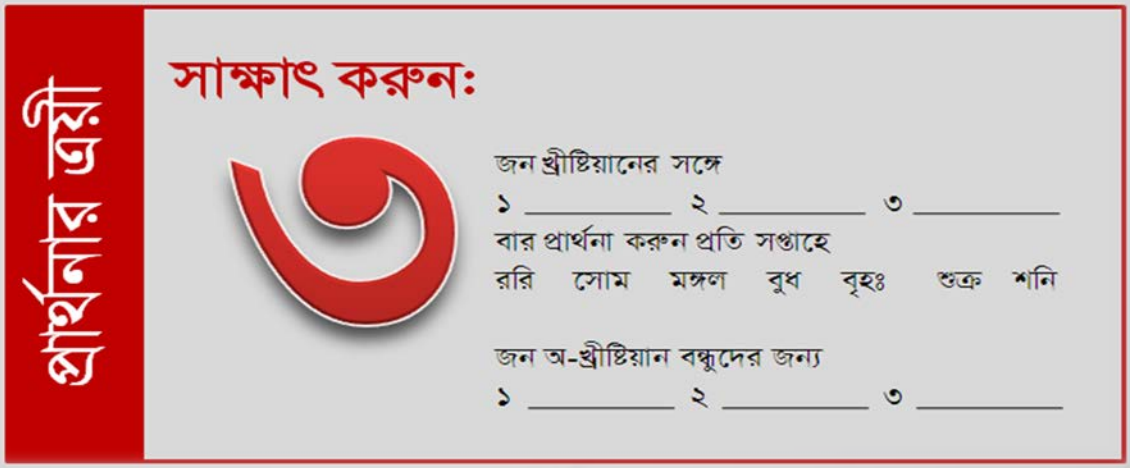

- আপনার শিক্ষার্থীদের সচল করুন যেন তারা ধৈর্য্যের সঙ্গে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিন যেন তারা ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপন করে। সহায়িকা হিসেবে 'ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপন' এবং 'ঈশ্বরের সঙ্গে সময় যাপন' নোটবই ব্যবহার করুন।
- আপনার শিক্ষার্থীদের সচল করুন যেন তারা ধৈর্য্যের সঙ্গে প্রার্থনা করতে সুসজ্জিত করুন যেন তারা ত্রয়ী (৩ জন একসঙ্গে) হয়ে প্রার্থনা করতে পারে। "প্রার্থনার একটি অসাধারণ পদ্ধতি" বইয়ে বিস্তারিত বর্ণিত ত্রয়ী প্রার্থনার কৌশলের রূপরেখা দেওয়া আছে, তা ব্যবহার করুন ।

আবেগের সঙ্গে প্রার্থনার সহায়িকা

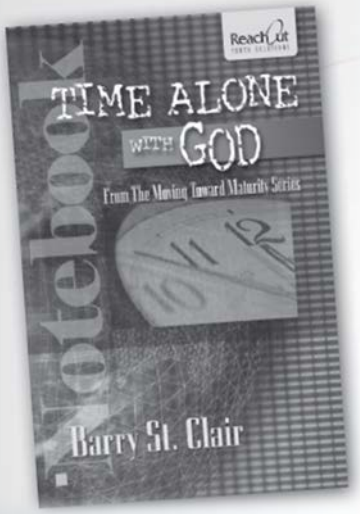

ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপন নোটবই

আপনি কি করেন যখন আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপন করেন? বলুন এবং শুনুন! আপনি ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলুন এবং তাকেও আপনার সঙ্গে কথা বলতে সুযোগ দিন। আপনি যদি সংগ্রাম করেন ঘুম থেকে জেগে ওঠার জন্য, একঘেয়েমির কারণে বিরক্ত, অথবা, জানতে চান আপনার কি করণীয়, তাহলে এই নোটবইটি আপনার জন্য। এই বইটি:

- আপনাকে সকালে ঘুম থেকে উঠতে এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।
- আপনাকে বাস্তবিক সহায়িকা হিসেবে তথ্য প্রদান করবে যা আপনাকে ঈশ্বরের সঙ্গে সময় যাপন করতে পরিচালিত করবে।
- এই বইয়ের প্রতি আপনার নিজস্ব অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে বাইবেল জীবন্ত রূপ ধারণ করবে।
- একটি সাধারণ প্রার্থনা পরিকল্পনার মাধ্যমে ঈশ্বরের স্পর্শ পেতে সাহায্য করবে।

প্রার্থনার একটি অসাধারণ পদ্ধতি

শিক্ষার্থীরা পুনরায় সংগঠিত হবে জীবন যাপনের জন্য, তাদের বন্ধুদের ভালোবাসতে, এবং তাদের গল্পগুলি প্রার্থনার মাধ্যমে বলতে। এই আঁট সপ্তাহ গুরুত্বারোপের মাধ্যমে তাদের জীবনযাপন পরিবর্তিত হবে, তাদের ক্যাম্পাসে পরিবর্তন আসবে, এবং আপনার শিক্ষার্থীদের পরিচর্যা পরিবর্তন হবে- প্রার্থনার মাধ্যমে। ৮০ পৃষ্ঠার শিক্ষার্থীদের পত্রিকা ডাউনলোড করার জন্য উন্মুক্ত। নেতৃবৃন্দের গাইড আটটি পরিপূর্ণ দলীয় সেশনের সঙ্গে পুনরুৎপাদন যোগ্য প্রচার-পত্র, পরামর্শ ও কার্যক্রম উপস্থাপন করে।

এই তথ্য সংগ্রহের জন্য অর্ডার করুন এই ওয়েব সাইটে-

www.reach-out.org .

কার্য পরিকল্পনা

বর্তমানে. . .আপনি আবেগপূর্ণ প্রার্থনার জন্য কি করছেন?

অগ্রসর হতে . . .সেশন থেকে আপনার আবিস্কারগুলো তালিকাভুক্ত করুন এবং একটি অনন্য কার্য পরিকল্পনা করুন।

কেন আপনার পরিচর্যায় আপনার এবং অন্যদের জন্য আবেগপূর্ণ প্রার্থনার প্রয়োজন?

কি লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন আবেগপূর্ণ প্রার্থনার জন্য আপনার পরিচর্যায় আপনি আপনার জন্য এবং অন্যদের জন্য?

কারা আপনার ত্রয়ী প্রার্থনায় যোগদান করবে, এবং আপনার পরিচর্যায় কে অন্য আরো ত্রয়ী প্রার্থনা দল গঠন করতে শুরু করবে?

কোথায় আপনার ত্রয়ী প্রার্থনার দল সাক্ষাৎ করবেন প্রার্থনার জন্য?

কখন আপনার ত্রয়ী প্রার্থনার দল সাক্ষাৎ করবেন?

নেতৃবৃন্দ গঠন করুন

লক্ষ্য

গভীর এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিচর্যার জন্য
মানসম্মত নেতৃত্ব গঠন করা

সেশন ৪

নেতৃবৃন্দ গঠন করুন

সেশন ৪

যীশু কেন্দ্রিক

নেতৃত্বের সহজপথ, যে ব্যক্তি পথ অতিক্রম করতে বাধাপ্রাপ্ত হয় তাকে ব্যবহার করা। যে ব্যক্তিকে দেখলে মনে হয় তার মধ্যে নেতৃত্ব দেবার গুণাবলি থাকতে পারে এবং তাকেই একটি নেতৃত্ব দানের অবস্থানে রাখে। এই পদ্ধতি আকস্মিক দুর্ঘটনা নিয়ে আসে! যীশুর নেতৃত্বের ধরণ থেকে কতটা ভিন্ন!

আমরা যখন লক্ষ্য করি, যীশু বারোজনকে শিষ্যরূপে বেছে নিয়েছিলেন, তখন তাদের অদ্ভুত এবং ইতর কিছু বলে মনে হয়েছিল যাদের কৃতকার্যতা লাভের সম্ভাবনা নেই। যীশু নিশ্চয়ই কিছু দেখেছিলেন গড়পড়তার লোক দেখেনি। অন্যভাবে, যারা একজন করগ্রাহীকে মনোনীত করেছে যে রোমের জন্য কাজ করেছিল। একজন উৎসাহী ব্যক্তি (শিমোন) যার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল কি রোমে ধ্বংস করা? কল্পনা করুন ঐ দুটি পারস্পারিক সম্পর্কদ্বারা বিবাদ সৃষ্টি হয়েছিল! অতপর, সন্দেহবাদী থোমার বিষয় কি বলবেন? অথবা দাম্ভিক, প্রচণ্ড পিতর সম্পর্কে কি বলবেন? তারপর ছিলেন, বিশ্বাসঘাতক যিহূদা। ঐতিহাসিক ঘটনা দেখায় যে, তাদের অধিকাংশই ছিল ঊনিশ বছর বয়সের তরুণ। আর কোন মণ্ডলী তাদের নেতৃত্বের মধ্যমনি রূপে গ্রহণ করবে? যীশু কি চিন্তা করছিলেন?

আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। কিন্তু একটি বিষয় পরিষ্কার। তিনি যখন এ নিয়ে তার ত্রি-বার্ষিক নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ শেষ সর্বোৎকৃষ্ট দল নিয়ে করেছিলেন। তারা "জগৎকে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল।" আমরা যীশুর কাছ থেকে কি শিখতে পারি যা আমাদের নেতৃত্ব গঠন করতে উৎসাহিত করবে, যারা একই কাজ করবে।

ভগ্ন টুকরোগুলো। যখন যীশু এই ১২ জন লোকের অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, যাদের তিনি ডাকতে চেয়েছিলেন, তিনি অহংকার, উদ্ধত, এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতা লক্ষ করেছিলেন। তথাপি, এই তিন বছরের শেষে, তারা ছিলেন বিচ্ছিন্ন মানুষ, তাদের জীবনের ভেঙ্গে যাওয়া স্বপ্ন এবং বিস্ময়কর বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন। "এখন এটি শেষ, পরে কি?" তারা তাদের জীবনের ভয়ে উপরের কুঠরীর মধ্যে লুকিয়ে ছিল– তারা সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজেদের যে কোন পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্য অসমর্থ ছিল। যীশু তাদের নিজেদের শেষ পর্যন্ত তাদের নেতৃত্ব দেখবার জন্য "'পরাক্রম দ্বারা নয়, বল দ্বারা নয়, কিন্তু আমার আত্মা দ্বারা', সদাপ্রভু বলেন" (সখরিয় ৪:৬)।

অবশেষে কেবল মাত্র যীশু বলেন, "তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে..." (প্রেরিত ১:৮)। ক্রুশ চুম্বন আলিঙ্গনের দ্বারা আমাদের মধ্যে শক্তি বৃদ্ধি পাবে। যীশু আমাদের ভেঙ্গে চুরমার করবেন এবং অতঃপর লোকদের মধ্যে আমাদের গঠন করবেন যারা তাঁকে প্রতিবিম্বিত করবেন। তাদের ক্রুশ আলিঙ্গন চুর্ণ হওনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদেরকে গঠন করবেন এবং ঈশ্বর তাদেরকে গঠন করবার অনুমোদন করবেন। একটি দলীয় নেতৃত্বের মধ্যে ভগ্নচূর্ণ এবং গঠন করার অনুমতি প্রদান করা হয়।

রাত্রি যাপন করা। যীশু তাঁর ১২জন শিষ্যকে হালকা ভাবে তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নেননি। লূক আমাদের বলেন, "সেই সময়ে তিনি একদা প্রর্থনা করণার্থে পর্বতে গেলেন, আর সমস্ত রাত্রি প্রার্থনা করিলেন" (লূক ৬:১২)। এটি ছিল পরদিন ১২ জনকে মনোনয়ন করবার কেবল মাত্র আগের দিনে। কেউ বলেছেন, "আপনি কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবার আগে ছাটাই করার উপযুক্ত সময়।" এই বর্ণনা প্রসঙ্গের মধ্যে এই উদ্ধৃতিটি রেখে, "ভুল নেতৃবর্গকে এড়িয়ে চলার উত্তম উপায় হল, প্রথম স্থানেই তাদের গ্রহণ না করা।" নেতৃবর্গ ভাল হবে কি মন্দ হবে তার সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র ঈশ্বরের কাছে আনায়ন করাই উত্তম; এবং উৎসর্গীকৃত প্রার্থনার মাধ্যমে তিনিই মনোনয়ন করবেন। সরাসরি অনুপাতে ঈশ্বরকে অন্বেষণ করার মাধ্যমে নেতৃবর্গদল সফল হবে, যেন তারা সঠিক লোক পায় এবং পরে নিয়মিত অধ্যাবসায় অব্যাহত রাখবে তাদের দ্বারা কি করবেন তা জানার জন্য।

দর্শন। যীশু ১২ জনকে মনোনীত করলেন। কিন্তু একটি পরোক্ষ অর্থে, তারা তাঁকেই মনোনয়ন করেছিল। তিান তাদের বলেছিলেন, "আমার পশ্চাদগামী হও, আমি তোমাদের মনুষ্যধারী করব" (মথি ৪:১৯)। লক্ষ্য করুন যে, তিনি তা ব্যক্তিগতভাবে করেছিলেন, এবং দুই দুইজন করে করেছিলেন। সমগ্র দলটি একসঙ্গে করেন নি। তিনি তাদের সম্মুখাসম্মুখী করেন নি। এই ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত ভাবে তাদেরকে তাঁর সম্পর্কে একটি মনোনয়ন করতে হয়েছিল। তাদের কাছে তাঁর চ্যালেঞ্জটি ছিল তাদের জন্য দর্শন। সর্ব প্রথম এবং সর্বোপরি, তিনি চেয়েছিলেন, যেন তাঁর শিষ্যগণ "তাঁর পশ্চাদগামী হয়।" তা তাঁর আত্মিক নেতৃত্বের হৃদয়কে সংক্ষেপ করেন। এটি শুধুমাত্র লোকদের পদে পরিপূর্ণ করা নয়, যেন আমরা তাদেরকে যুব পরিচর্যা ব্যবহার করতে পারি, বরং এটি উৎসাহ দান, গেঁথে তোলা, এবং লোকদের খ্রীষ্টের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে প্রতি পালন করা। ছাত্রদেরকে উপযুক্ত ভাবে গেঁথে তোলার প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো প্রদান করবে। দ্বিতীয়তঃ, যীশু তাঁর শিষ্যদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, তারা "মনুষ্যধারী" হবে। তিনি তাদেরকে "প্রাণী ও জলজ উদ্ভিদ সংরক্ষণার্থে কৃত্রিম পুরস্করিণী বিশেষ" রক্ষাকারী হতে আহ্বান করেন নি। যীশু তাঁর শিষ্যদের সম্মুখাসম্মুখী নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ করেন নি যার মাধ্যমে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি কল্পে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করতে পারে, যেন জগৎ পরিবর্তন করতে পারে! দর্শনটি ছিল সহজ ও পরিস্কার। আমরা আমাদের নেতৃত্ব দলটিকে একই রূপ দর্শনের চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন।

সম্পর্কের নিয়ম। যীশু সম্পর্কের মূল্য জানতেন। সর্বোপরি, তিনি যুগ যুগ ব্যাপী তাঁর পিতা এবং আত্মার সঙ্গে পূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন। (ঐটিই নিখুঁত ক্ষুদ্র দল!) সুতরাং তিনি বারোজন ব্যক্তিকে তাঁর সঙ্গে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য আহ্বান করেছিরেন, যে অভিজ্ঞতা তিনি পিতা এবং আত্মার সঙ্গে অর্জন করেছিলেন। পরবর্তী তিন বছরের উপরে, তাঁর মৌলিক কেন্দ্র বিন্দু এই লোকদের উপরে ছিল। তাঁর কি অন্য সম্পর্ক ছিল? নিশ্চয়ই। তিনি কি বড় দলের নিকটে কথা বলেছিলেন? আমরা জানি, তিনি বলেছিলেন। কিন্তু প্রতিদিনের শেষে, তাঁর প্রাথমিক চিন্তা, পিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের পর, বারো জনের সঙ্গে ছিল।

সেশন ৪- নেতৃবৃন্দ গঠন করুন

তরুণ নেতৃবৃন্দ ছোটদের ভালোবাসে। আর তাদের কাছে বর্ণনা করায় আমাদের দক্ষতা তাদের সঙ্গে আমাদের কাজ করার কারণ। কিন্তু কতগুলি বৈশিষ্টমূলক সম্পর্ক আমাদের থাকতে পারে? নিশ্চয়ই বারোটির অধিক নয়। যদি আমরা যীশুর পরিচর্যার দিকে লক্ষ্য করি এবং তাঁর আদর্শের পরে রাখতে চাই এবং যদি আমরা বিশ্বাস করি যে, তরুণেরা সম্পর্কের মাধ্যমে পরিবর্তীত হয়, তাহলে যীশুর মত আমাদেরও একটি দল প্রস্তুত করতে হবে। সেখান থেকে, আমরা বয়স্ক নেতৃবর্গের মাধ্যমে আমাদের পরিচর্যা কাজ বৃদ্ধি করতে হবে, যা আমাদের সুসজ্জিত এবং শক্তিমন্ত করবে।

সুসমতার কাজ। যীশু লোকদের মনোনয়ন করেছিলেন, এই কারণ নয় তারা একই প্রকার ছিল, কিন্তু তারা ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের ব্যক্তিত্বের ভিন্নতা স্ফুলিঙ্গ হয়ে উড়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু যীশু এটি এভাবেই হতে চেয়েছিলেন। তিনি তাদের মনোনীতও করেছিলেন তাদের ভিন্ন আত্মিক বরের জন্য। যীশু তাদের ব্যক্তিত্ব এবং উপহার অনুমোদন করেছিরেন দলের মধ্যে স্বাস্থ্যগত উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য। তিনি এ-ও জানতেন যে, লোকদের আত্মিক বরের সঠিক মিশ্রণ ছিল নতুন সমতা দেবার জন্য, নতুন মন্ত্রণা, যা তার স্বর্গারোহনের পর ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ, পিতর ছিলেন একজন প্রেরিত। ("এই পাথরের উপরে আমি আপন মণ্ডলী গাঁথিব"), এবং ফিলিপীয় ছিলেন একজন প্রচারক। কোন যুব প্রচারকের সমস্ত বর নাই। কেবলমাত্র যখন ঐ সব উপহার পুনঃপ্রকাশিত হয়, তখন আমাদের নেতৃত্ব সমতা খুঁজে পাবে। ঐ সমতা নিয়ে যীশুর পরিচর্যা কাজে আত্মিক শক্তি আসবে।

সময় বিনিয়োগ। একবার যীশু তার শিষ্যদের মনোনয়ন করেছিলেন, তিনি তাদের সঙ্গে আরো বেশি সময় ব্যায় করতে আরম্ভ করলেন। যদি আমরা একটি তিন বছর সময়ের কর্মসূচির চিত্রলেখা প্রস্তুত করি, যা যীশু তার শিষ্যদের নিয়ে ব্যয় করেছিলেন বনাম তিনি জনগণের সঙ্গে ব্যয় করেছিলেন, শিষ্যদের গতিপথ নীচে চলে যায়। তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় জনগণের সঙ্গে ব্যয় করেছেন। তাঁর পার্থিব পরিচর্যা কাজের শেষের দিকে তিনি প্রায় তার সব সময়টুকু তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে ব্যয় করেন। বড়-দলের ঘটনাবলি এবং কার্য্যাবলি অধিকাংশ যুব পরিচর্যাকারীদের পরিচালনা করে। নেতৃবৃন্দকে উন্নত করুন যেমন যীশু তাঁর শিষ্যদের করেছিলেন, তাহলেই পরিবর্তন আসবে। আমাদের আরো সময় ব্যায় করতে হবে, নেতৃবৃন্দকে গঠন করতে হবে যারা ছাত্রদের মধ্যে কাজে লাগাতে পারবে। এই একমাত্র উপায়, যার মাধ্যমে পরিচর্যা কাজ প্রস্থে বৃদ্ধি পাবে।

বৃদ্ধিতে ক্রমোন্নতি। যখন যীশু তাঁর শিষ্যদের পরিচালনা করেছিলেন, তখন তার মনে মহান আদেশ ছিল।

> "স্বর্গে ও মর্ত্তে সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দত্ত হইয়াছে। অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতার ও পুত্রের পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর; আমি তোমাদিগকে শিক্ষা দেও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আমি।"
>
> **মথি ২৮:১৮-২০**

এটি মথির লেখা। সব চারি সুসমাচার এটি তালিকাভুক্ত করে যেমন প্রেরিতদের পুস্তক। আপনি এটি অন্যান্য সুসমাচারেও পারেন। মাক ১৬: ১৫-১৬, লূক ২৪: ৪৭-৪৯, যোহান ২০: ২১-২২, এবং প্রেরিত ১:৮। যীশুর ক্ষমতায়, যেভাবে তারা গিয়েছিল, যীশুর শিষ্যরাও তেমনি শিষ্য তৈরী করবে। সেই শিষ্যরা আবার অন্যদের শিষ্য করবে। মণ্ডলী গঠন না হওয়া পর্যন্ত এরূপ চলবে যে পর্যন্ত "সর্ব জাতি শিষ্য না হয়।"

সব অর্থ প্রযুক্তি-বিদ্যা, পত্র-পত্রিকা, এবং টিভি সম্ভব্যে টিভি প্রচারক, ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের সকলকে এখনই কাজ শেষ করতে হবে। কিন্তু পরিষ্কার রূপে বলা যায়, আমরা তা করি নাই। কেন নয়? কারণ আমরা যীশুর আদেশ অনুসারে শিষ্য তৈরী করতে পারি নাই। আমরা শিষ্য বৃদ্ধি না করে আমরা মন্ডলীর সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করছি। নিচের চার্টটি নাটকীয় ভাবে দুইটি দুরভিসম্যের মধ্যে ব্যবধান দেখতে আমাদের সাহায্য করবে।

বৎসর	সদস্যগণ সদস্যগণ যুক্ত	শিষ্যগণ শিষ্যগণ বৃদ্ধি
১ম	১	১
২য়	২	২
৩য়	৪	৬
৪র্থ	৮	১৮
৫ম	১৬	৫৪
৬ষ্ঠ	৩২	১৬২
৭ম	৬৪	১৪৫৮
২১তম	১,০৪৮,৫৭৬	৭,০১৬,৬১৫,৫২৩

"সভ্যগণ" কলামে, লক্ষ্য করুন যে, যদি প্রতি বছরে ১ জন সভ্য যোগ করা যায়, তাহলে ২১ বছরে ১,০৪৮,৫৬৭ নতুন সংখ্যা যুক্ত হবে।

অন্য কথায়, "শিষ্যদের" কলমে আমাদের দেখায় যদি পরবর্তি বছরে একজন শিষ্য যুক্ত হয়; তা হলে পরবর্তী বছরে আরো দু'জন; অতঃপর পরবর্তী বছরে আরো দু'জন; অতঃপর প্রতিজন শিষ্য আরো ৬ জন, পরবর্তী বছরে আরো দু'জন, এভাবে চলতে থাকবে। এই বৃদ্ধি পদ্ধতির দ্বারা শিষ্যদের সংখ্যা ৭ বিলিয়ন পৌঁছে যাবে ২১ বছরে, গোটা বিশ্বের রোক সংখ্যা দাঁড়াবে ৬.৮ বিলিয়নে– যীশুর একজন অনুসরণকারী দ্বারা সকলে আরম্ভ করেছিল!

কি হবে যদি আপনি চারজন থেকে বারো জন শিষ্যে বৃদ্ধি করে থাকেন, তবে আপনার নেতৃত্ব দলের মাধ্যমে কি ঘটবে?

যীশু জানতেন যে, মহান আদেশ পূর্ণ করার সর্বোত্তম উপায় ("ঈশ্বরকে প্রেম কর") এবং মহান ক্ষমতা প্রদান ("সর্ব জাতিকে শিষ্য কর") নেতা রূপে গড়ে তোলা এবং আশ্চর্য্যরূপে, তিনি আমাদের একই রূপ করার সুযোগ দান করেন।

কঠিন প্রশ্নাবলিঃ

এই প্রশ্নগুলোর উত্তর, ১-১০ এর মাপকাঠিতে মূল্যায়ন করুন। আপনার উত্তর পত্রে, আপনার ব্যক্তিগত পরিচর্যা এবং নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখুন।

১। আপনি আপনার সেচ্ছাসেবকদের, বাবা- মায়ের এবং ছাত্রদের সাথে কোন ধরনের প্রভাব বিস্তার করবেন ?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২। আপনার সেচ্ছাসেবকরা কোন ধরনের প্রশিক্ষিত হতে ইচ্ছুক ?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৩। আপনি আপনার সেচ্ছাসেবকদের কোন ধরনের প্রশিক্ষণ দিতে হতে ইচ্ছুক ?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৪। সামগ্রিকবাবে কি ধরনের পরিমাপ আপনার সেচ্ছাসেবকদের আধ্যাত্মিক তীব্রতা ভোগদখল না?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৫। আপনার সেচ্ছাসেবকদের একে অন্যের সাথে গভীর সম্পকের আছে কেমন ?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৬। আপনার সেচ্ছাসেবকরা শিশুদের সাথে মিশতে কতটা আনন্দ পায়?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

আমার ব্যক্তিগত এবং পরিচর্যা নেতৃত্বে প্রয়োজন:

যুব পরিচর্যার নীতিমালা

কিভাবে আপনি আপনার পরিচর্যা কাজের জন্য
গভীর ও দীর্ঘমেয়াদী নেতৃবৃন্দ গঠন করবেন?

দলীয় নেতৃত্বের উদ্দেশ্য কি?

যোহন ১৭:২০-২৬ পদে, যীশু তাঁর শিষ্যদের জন্য তাঁর পিতার কাছে এই নিবেদন করেন। নিম্নের তিনটি বাক্যাংশ সাথে ঐ বাক্যাংশ ব্যবহার মেলে যা যীশু ব্যবহার করেছেন :

- খ্রীষ্টের প্রতিশ্রুতি

- একে অন্যকে অঙ্গীকার

- বিশ্ব কাজের অঙ্গীকার

উপরের বাক্যাংশে যীশু কি বললেন, আপনি কিভাবে আপনার উদ্দেশ্য নেতৃত্ব দলে ব্যবহার করবেন?

নেতৃত্বের প্রভাব !

একজন নেতা :

- ভালো করে জানে কোথায় যাবে
- যারা অনুসরণ করেছেন

নেতৃত্ব দলের অগ্রগতি

যীশুর পরিচর্যার সমগ্র তিন বছরের সময় দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, যীশুর কার্যক্রম চারটি ধাপের মাধ্যমে তাঁর শিষ্যরা উন্নতি লাভ করে, প্রায়ই শিষ্যদের বিজরিত ও ধাপের পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তবুও সব ধরনের কার্যক্রমই ছিল এক আশ্চর্যজক এবং সাধারণ উপাদান। এই সেকশনের প্রত্যেকটি অধ্যায় পড়ুন অনুসন্ধান করুন এবং পরবর্তি অংশ দেখুন যদি আপনি পারেন তাহলে আলোচনা করুন।

যীশুর নেতৃত্ব বিকাশের চারটি স্তর:

১। আমি ইহা করি। (লূক ৩১-৩৭ পদে এবং ৩৮-৪৪)

২। আমি ইহা করি এবং তারা আমার সঙ্গে আছে। (লূক ৫:১-১১)

৩। তারা ইহা করে এবং আমি তাদের সঙ্গে আছি। (লূক ১০:১-১৭)

৪। তারা ইহা করে এবং আমি পিছনে থেকে উৎসাহিত করি। (লূক ২৪: ৪৪-৪৯ এবং প্রেরিত পুস্তক)

‘‘ইহা”র শক্তি

পূর্ববতী পৃষ্ঠায়, “ইহা’’ শব্দটি লক্ষ্য করুন এবং “ইহা’’ অনুসন্ধান করুন এবং পরিচয় নির্ণয় করুন যেমনি ভাবে আমরা যীশুর ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করছি, রক্ত-মাংসে যীশু, যীশুই শিষ্যগঠনকারী এবং যীশুই হলেন আত্মা দানকারী, নিম্নের অনুচ্ছেদে তা বর্ণিত রয়েছে।

“ইহা” কি ? এ বিষয়ে তুমি কি চিন্তা কর তা গোল কর “ইহা” যখন তুমি খুঁজে পাও “ইহা”।

মসীহ্ “ইহা” করতে আসবেন (যিশাইয় ৬১:১-৩)

প্রভু সদাপ্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন,
কেননা নম্রগণের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে
সদাপ্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন;
তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন,
যেন আমি ভগ্নান্তঃকরণ লোকদের ক্ষত বাঁধিয়া দিই;
যেন বন্দি লোকদের কাছে মুক্তি,
ও কারাবদ্ধ লোকদের কাছে কারামোচন প্রচার করি;
যেন সদাপ্রভু প্রসন্নতার বৎসর ও
আমাদের ঈশ্বরের প্রতিশোধের দিন ঘোষনা করি;
যেন সমস্ত শোকার্তকে সান্ত্বনা করি;
যেন সিয়োনের শোকার্ত লোকদিগকে বর দিই,
যেন তাহাদিগকে ভস্মের পরিবর্তে শিরোভূষণ,
শোকের পরিবর্তে আনন্দতৈল ,
অবসন্ন আত্মার পরিবর্তে প্রশংসারূপ পরিচ্ছদ দান করি;
তাই তাহারা ধার্মিকতা-বৃক্ষ ও
সদাপ্রভুর রোপিত তাঁহার ভূষণার্থক উদ্যান বলিয়া আখ্যতি হইবে।

যীশু মসীহ্ রূপে এসেছেন এবং তিনি “ইহা” করেছেন (লূক ৪:১৮-১৯)

“প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন,
কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন,
দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য;
তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন,
বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য,
অন্ধদের কাছে চক্ষুদান প্রচার করিবার জন্য,
উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য।”

সেশন ৪- নেতৃবৃন্দ গঠন করুন

শিষ্যরা "ইহা" করেছেন (মার্ক ৬:১২-১৩)

পরে তাঁহারা প্রস্থান করিয়া এই কথা প্রচার করিলেন যে, লোকেরা মন ফিরাউক। আর তাঁহারা অনেকে ভুত ছাড়াইলেন, ও অনেকে পীড়িত লোককে তৈল মাখাইয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন।

এখন আমরা "ইহা" করব (যোহন ১৪:১২)

সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এই সকল হইতেও বড় বড় কার্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি;

"ইহা" কি?

যীশু বলছেন, তোমরা "করবে যা আমি করেছি" যীশু কি করেছেন?

"ইহা"ই যীশু পরিচর্যার কাজ যা :

- সুসমাচার প্রচার করে
- অসুস্থ ও ভগ্ন আত্মাকে সুস্থ করে
- মন্দ আত্মা বা ভূতের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে

যীশুকে জানার পরে, যুব নেতাদের একটি সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে
যাতে ক্ষুধিত, ব্যথিত, হতাশাযুক্ত শিক্ষার্থীদের কাছে যীশুর পরিচর্যা পৌঁছে দিতে পারে।

ব্যবহারিক পদক্ষেপ

কল্পনা করুন একটি নেতৃত্ব দলের যীশুর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, একত্রে প্রার্থনা করছে, তাদের জীবন ছাত্রদের জন¨ উৎসর্গ করছে। তারপরে এক ধাপ এগিয়ে যান। কল্পনা করুন যে নেতৃত্বের দল প্রস্তুত হচ্ছে "ইহা" করতে। তারা সুসমাচার প্রচার করেছে, ভগ্ন আত্মাকে সুস্থ করছে, বন্দীদের মুক্তি দিচ্ছে । কি দারুন! আর এই দর্শন বাস্তবে পরিণত হতে পারে যদি কি না আপনি বাস্তবায়ন পদক্ষেপ হিসাবে ব্যবহার করেন।

১.প্রার্থনা

আপনার নেতৃত্বের দল প্রর্থনায় সময় ব্যয় করুক ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিক।

২.পরিচালনা

অনেক কাজ করার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ করা যেতে পারে কিন্ত নেতৃত্বের দল পরিচালনা করা এক নয়। শুরুতে, প্রাথমিক যুব নেতা অবশ্যই দলের মধ্যে পরিচালনা দেবে। একবার নেতাদের সজ্জিত করেছে, এখন তারা শুধু সজ্জিত থাকবে না বরং তারা দলের মধ্যে কাজ করে দেখাবে। কিন্তু এছাড়াও নেতৃত্বের জন্য ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি করবে।

৩. নির্বাচন

আপনি আপনার নেতৃত্বের দল অনেক লোকের মধ্যে থেকে নির্বাচন করতে পারেন। বর্তমান যুব সমাজ, কিশোর/কিশোরীদের পিতামাতা, কলেজ ছাত্র এবং অন্যান্য যারা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের সঙ্গে কাজ করতে চান তাদেরকে নির্বাচন করুন। দলের মধ্যে সবাইকে ব্যক্তিগত সুযোগ দান করুন কাজ করার জন্য।

৪. সমর্পণ করা

যখন আপনি ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ দিবেন, তখন যুব নেতৃত্বের দলে আপনি আপনার লক্ষ্য লিখিতভাবে প্রকাশ করুন। তাদের অতি সত্বর জানা প্রয়োজন যে পরিচর্যা কাজ শুরুর থেকে আপনি কি আশা করেন। (দেখুন পৃ. ৪, A personal Walk with Jesus Christ)

৫. প্রস্তুত করা

আপনার যুব নেতৃত্বের দল গঠনের সময় বিল্ডিং লিডারশিপস সিরিজ এর A Personal Walk with Jesus Christ বইটি মাধ্যমে শুরু করবেন। প্রতিটি ব্যক্তির জন্য একটি করে বই দিন। প্রতিটি সভার পূর্বে আপনি সবগুলো সেশন পড়ুন। এরপর প্রার্থনাপূর্বক আপনার সভা শুরু করুন এবং "Discussion Guide" বিল্ডিং লিডারশিপস সিরিজ এর প্রতিটি বই এর অন্তর্ভুক্ত অধ্যায় পড়ে আপনার সভা প্রস্তুত করুন। আপনার ব্যক্তিগত প্রস্তুতি এক অনন্য পরিবর্তন নিয়ে আসবে!

৬। সাক্ষাৎ করুন:

অধিকাংশ উপকৃত লোকের সঙ্গে দেখা করার কিছু সময় খুঁজে বের করুন। যদি সম্ভব হয়, কারো বাড়িতে যান এবং সাক্ষাৎ করুন। ধারাবাহিকভাবে ১/২ ঘন্টার সময় ব্যয় করুন এবং পরিচিত হন। ১৫ মিনিট প্রার্থনায়, ৪৫ মিনিট আলোচনায় সভায় ব্যয় করুন এবং ১৫ মিনিট যুব নেতৃত্বের বিষয় আলোচনা করুন।

৭। উৎসর্গ করুন:

সেই সব লোকদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করুন, যারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ যীশুকে অন্বেষণ করছে- তাদের সাহায্য করুন, যে উপহার তিনি তাদের দিয়েছেন, এবং কিভাবে সেই সব উপহার তাদের ছাত্র-জীবনে ব্যবহার করবে তা বর্ণনা করুন।

৮। মূল্যায়ন করুন:

প্রতিটি আলোচনা সভার শেষে মূল্যায়ন করুন আপনি কি করেছেন এবং আরো কিভাবে উন্নত করতে পারেন। সমস্যার সমাধান করুন এবং সমন্বয় করুন।

নেতৃত্ব গঠনের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি -সেচছাসেবকদের জন্য

নেতৃত্ব গঠন সিরিজ

সেচছাসেবকদের জন্য **নেতৃত্ব গঠন সিরিজ** এর সুসজ্জিত একটি বাইবেল দিন যেন তাদের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগে। এতে তারা প্রেরণা পাবে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য খুঁজে পাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে সেই সাথে অ-বিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের কাছে যীশুকে প্রকাশ করতে পারবে। এই ৩ সেট বইয়ের প্রতিটি বইয়ে ১২টি সেশন করে করা হয়েছে এবং সহজেই এটা গির্জার ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে ।

যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিগত চলা

(১ নং বই) নেতৃবৃন্দুদের পরিচালনা করে যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বাড়াতে ।

জীবন এবং পরিচর্যা কাজের একটি লক্ষ্য

(২ নং বই) তাদের জীবন ও পরিচর্যার জন্য নেতৃবৃন্দুদের বিস্তৃতি ।

ছাত্রদের পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি

(৩ নং বই) আপনার নেতাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা সহ কার্যকরভাবে ছাত্রদের প্রভাবিত করবে।

নেতৃত্ব গঠন সিরিজ এর (৩ নং বই) যীশুর সঙ্গে ব্যক্তি চলা এই বইটি অন্তরভুক্ত (১ নং বই), তাদের জীবন ও পরিচর্যার জন্য নেতৃবৃন্দুদের বিস্তৃতি (২ নং বই), এবং ছাত্রদের পরিচালনার জন্য সরঞ্জামাদি অপরিহার্য (৩ নং বই) ।

অডিও সেটের ৬টি বার্তা দেয়া হয়েছে, সেন্ট ক্লেয়ার, ডেভ বাজবি এবং লুই গিগলিয় মাধ্যমে যা বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যায় ।

অর্ডার করুন এই ঠিকানায় **www.reach-out.org**

নেতৃত্ব গঠনের তথ্যাবলি -পিতামাতার জন্য

পিতামাতাই জ্বালানীস্বরূপ

এই বইটি ব্যবহার হয় # ১ বিশ্বের যুব নেতৃবৃন্দের--- পিতামাতাগণ!

পিতামাতাগণ অনুসন্ধান করবে যে কিভাবে তার ছোট সন্তানদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত থাকবে। তারা যদি এই বইয়ের মাধ্যমে চলে, তারা প্রেমময় ঈশ্বর সম্পর্কে আরো বেশি করে জানতে পারবে এবং তাদের সন্তানদের একই ভাবে চলার জন্য পরিচালনা দেবে। পিতামাতাগণ উপলব্ধি করতে পারবে যে, কিভাবে তাদের সন্তানদের ও সন্তানদের বন্ধুদের আধ্যাত্মিকভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয়।

পিতামাতার জ্বালানী উপাদান

পিতামাতারাই জ্বালানী উপাদান হিসাবে মন্ডলির একটি সাধারণ, ব্যবহারিক, এবং বাইবেলকে অস্ত্র হিসাবে নিতে পারে। পিতামাতার জ্বালানী উপাদানের মধ্যেমে এই সম্পদ সহজে নেতৃত্ব দিতে পারে ও পরিচালনা কারতে পারে। এইটি পাঠ্যক্রমে চমৎকারভাবে তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

•এই বইটির পরিপ্রেক্ষিতে একটি সচ্ছ/পরিস্কার ধারণা দিয়েছে এবং পিতামাতার পথপ্রদর্শক যেন তারা তাদের সন্তানদের ঈশ্বরের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারে।

•এই সাময়িক পত্রিকাটি থেকে পিতামাতারা কি আবিষ্কার করতে পারে এবং তারা কাজে কিভাবে পরিণত করতে পারে।

•সরাসরি অডিও, সিডির উপস্থাপনা থেকে অনুপ্রাণিত করা যেতে পারে ।

ডিভিডি,সংজ্জযিত করেছে উচ্চতর ৬টি মিথষ্ক্রিয় (Interactive), ৫৫ মিনিটের অধিবেশনে বিভিন্ন ধরনের পিতামাতা তাদের অভিজ্ঞতা, সংগ্রাম ও সাফল্যের কথা প্রকাশ করেছে ।
শুরু ও একটি ছোট দলকে পরিচালনা করতে একটি নেতৃত্ব প্রদানের থাকবে।

পিতামাতাদের দল

পিতামাতাদের তিনটি সম্পদ প্রয়োজন যা জ্বালানী হিসাবে পরিবারে সর্বাধিক কার্যকারী প্রভাব প্রদান করে। যেমন : বই, সিডি, সাময়িক পত্রিকা.

অর্ডার করুন এই ঠিকানায় www.reach-out.org

কার্য পরিচালনার পরিকল্পনা

বর্তমানে ... আপনি নেতাদের গঠন করতে কি করছেন ?

সম্মুখে অগ্রসর ... এই অধিবেশন থেকে আপনি আবিষ্কার করে নেন এবং আপনার একটি কার্য পরিচালনার পরিকল্পনা করুন ।

কেন নেতাদের গঠন করা গুরুত্বপূর্ণ ?

কি ধরণের উদ্দেশ্য স্থাপন করবেন আপনি নেতাদের তৈরী করতে?

কাদের আপনি নেতা হিসাবে গঠন করবেন?

কোথায় আপনি মিলিত হবেন আপনার নেতৃত্ব দলের সঙ্গে ?

কখন আপনি আপনার নেতৃত্ব দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শুরু করবেন এবং নিয়মিত করবেন?

শিষ্য শিক্ষার্থীবৃন্দ

লক্ষ্য

শিষ্য শিক্ষার্থী করার জন্য
যারা জীবন পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা অর্জন করবে
এবং অপরের জীবন পরিবর্তনকারী হবে

সেশন ৫

শিষ্য শিক্ষার্থীগণ

সেশন ৫

যীশু কেন্দ্রিক

সমগ্র ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয় যে, ঈশ্বর তার অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ কাজ বৃহৎ কোন গোষ্ঠি দ্বারা নয় বরং ক্ষুদ্রতম লোকদের দ্বারা সম্পন্ন করেছেন। যীশু অল্প কয়েক বছরে ক্ষুদ্র একটি শিষ্যদলের যে বিনিয়োগ করেছিল তা পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে দিয়েছিল (প্রেরিত ১৭:৬)। নির্দিষ্টরূপে যীশুর সংস্পর্শতা তার শিষ্যদের জীবনে একটি নিদিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছিল কিভাবে শির্ক্ষাথীদের শিষ্যত্বের মাধ্যমে আমারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ গুলি সম্পন্ন করতে পারি।

মনোনয়নঃ শিষ্যত্ব শুরু হয়েছিল, যীশুর শিষ্য মনোনয়ের মাধ্যমে। লূক ৬:১২-১৯ পদে আমরা দেখতে পারি যে যীশু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার মাধমে সারা রাত যাপন করেছিলেন। এবং পরের দিন তিনি তার শিষ্যদের ডাকলেন (৬:১৩ পদ)। তিনি তাদের তার কাছে আসার একটি সুযোগ চ্যালেঞ্জ দিলেন, যেন তারা তাকে অনুসরণ করতে পারে এবং তার একান্ত সঙ্গী হতে পারে। তিনি তাদের প্রেরিত বলে ডাকলেন। (৬:১৩) এবং তিনি তাদের পরিস্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন যে তারাই হবে তার বার্তাবাহক। তিনি মাত্র বার জনকে মনোনয়ন করেছিলেন, তারা কতই তা সতন্ত্র ও বিভিন্ন পেশায় ছিল। যীশু তার সমস্ত প্রচার কার্য এই বার জন অতি সাধারণের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন এই বিশ্বাসে, যে তারা তাকে অনুসরণ করবে এবং নিজের প্রস্তুত করবে যেন এই পৃথিবীতে পরিবর্তন আনতে পারেন। একদল শির্ক্ষাথীদের মনোনয়ন করা, যারা অপরিপক্ক ও প্রশিক্ষণহীন তারা শুধু নিজেরাই পরিবর্তীত হবে না কিন্তু তারা এই পৃথিবীর পরিবর্তনে মুর্খ্য ভূমিকা রাখবে।

সহযোগীঃ যীশু তার মনোনীত শিষ্যদের সংস্পর্শে থেকে তাদের প্রতিনিয়ত শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রশিক্ষণ কোন বিশেষ মিটিং বা ক্লাসের মাধ্যমে আসে না বরং যীশু তার শিষ্যদের সাথে থেকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। (মার্ক ৩:১৪)। এই পাঠ্যক্রম ক্রমাগতভাবে যীশুর উপস্থিতি অন্তরঙ্গভাবে গঠন করে এবং তাঁর সঙ্গে যুক্ত করে। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছেন "আমার নিকট আইস" এবং "আমার কাছ থেকে শিক্ষা কর" (মথি ১১: ২৮-৩০)। এবং তারা করেছিল। কি আশ্চর্য কাজ তারা দেখেছিল– জল দ্রাক্ষারসে পরিণত হলো; ৫,০০০ হাজার লোককে খাওয়ান; উত্তাল ঝড়কে শান্ত করেন। যীশর সঙ্গে থেকে তারা বিশ্বাস কার্যরূপে দেখেছিল। তাঁর সঙ্গে মেলামেশার মাধ্যমে, তারা শিখেছিল ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে। এমনিভাবে আপনার সাথে মিশে, আপনার মনোনিত শিষ্যদল শিখবে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে যেভাবে তারা আপনার কার্যরূপ বিশ্বাস দেখেছে।

পবিত্রকরন/সুচিকরণঃ অনেক লোকই যীশুকে অনুসরণ করতো। লূক বলেছেন, তারা যীশুর সঙ্গে ভ্রমন করতো (লূক ১৪:২৫)। তারা তাঁর অলৌকিক কাজ দেখতে ভালবাসতো, যীশুর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পর্যাবেক্ষণ, ও তার কৃতকার্যতা দেখে তারা আনন্দ পেত। কিন্তু যীশু খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে তার মনোনীত শিষ্যদের পবিত্রকরন করেছিলেন।

যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা

লূক ১৪:২৫-৩৪ পদে আমরা দেখতে পাই যে, যীশু সাধারণ দর্শকের থেকে তার বিশ্বাসী শিষ্যদের আলাদা করেছিলেন। যীশু তার শিষ্যদের চ্যালেঞ্জ করেছিলেন যেন তারা সমস্ত সম্পর্কের উপরে তাঁকে (যীশুকে) রাখে, (লূক ১৪:২৫) স্বার্থপর ইচ্ছার চেয়ে তাকে বেশি মূল্যায়ন করে (লূক ১৪:২৭) এবং ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ ও দুঃখ কষ্টের মাধ্যমে তাকে অনুসরণ করে (লূক ১৪:২৭)। এরপর তিনি একটি গল্প বললেন যা তাদের বুঝতে শিখিয়েছিল। তিনি বললেন "তোমাদের মধ্যে যদি কেহ কিছু ত্যাগ না করে তবে সে আমার শিষ্য হতে পারবে না।" (১৪:৩৩) অনেকে তাকে ছেড়ে চলে গেল, বারো জন শুধু থাকলো। এই ধরণের পৃথকীকরণ যীশুর শিষ্যদের এই সুন্দর পৃথিবীতে এক বিশেষ লবণ হতে সাহায্য করেছিল। শিক্ষার্থীদের শিষ্যত্বকরণ হলো- তাদেরকে এমনভাবে পরিচালনা দিতে হবে যাতে তারা সব কিছুর উপরে (স্কুলের কাজ, ইচ্ছা, এবং জীবন) যীশুর সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে। তাহলে আমাদের শিক্ষার্থীরা তাদের সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে গড়ে তুলতে পারবে, লোকদের সাথে তাদের কথাবার্তার মাধমে এবং শিক্ষার্থীদের সেই বিশেষ লবণের স্বাদ অন্যরা গ্রহণ করবে।

প্রকাশ জ্ঞাপন করা:- যীশুর শিষ্যদের চলাফেরার মাধমে তিনি নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন। তিনি কোন কাল্পনিক শিক্ষা দেন নি। পক্ষান্তরে শিষ্যরা যীশুকে প্রার্থনা করতে দেখে এতই উৎসাহিত হয়েছিল যে, তারা তাকে বলেছেল প্রভু আমাদের প্রার্থনা করতে শিখান (লূক ১১:১০৪। যীশুর শিষ্যরা তার কাছ থেকে অবিরত শিখছিল। তারা যীশুর কাছ থেকে চরিত্র, (মনোভাব) অন্তঃদৃষ্ঠি, বোঝার শক্তি, দৃষ্টিভঙ্গি, এবং সত্য শিখেছিল। তাদের জীবন দ্বারা নয় কিন্তু তার জীবনে তারা তা খুঁজে পেয়েছিল (যোহন ১:৪,৬;৩৫)। ছাত্র শিষ্যত্বকরণ আমাদের এমন এক বাস্তবতার সুবাস দিবে যা আমাদের জীবনের ভালো, মন্দ, ও কুশ্রী এবং ইত্যাদি সব কিছুই। যীশু শিষ্যদের সঙ্গে মেলামেশা করার মাধমে তার শিষ্যত্ব অব্যাহত রেখেছিলেন। শুধু সম্মেলনে যোগ দিয়ে বা শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে প্রশিক্ষণ হয় না। যীশু শিষ্যদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন শিষ্যদের সঙ্গে থেকে (মার্ক ৩:১৪)। শিক্ষাদান/পাঠক্রম একান্ত ভাবে চালিয়েছিলেন। যীশু তার শিষ্যদের বললেন, "আমার কাছে এসো" এবং আমার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ কর (মথি ১১:২৮-৩০) এবং তারা করেছিল। তারা যা দেখল তা তাদেরকে বিস্মিত করল। পানি আঙ্গুলের রসে পরিণত, ৫,০০০ লোককে খাওয়ানো, উত্তাল ঝড় থামান, তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে শিখলো। আপনি একদল শিক্ষার্থী গঠন করুন যারা আপনার বিশ্বাসের কার্য্য দেখে তারা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে শিখবে।

প্রেম- এমন এক বাস্তব সুবাস যা আমাদের ভালো মন্দ সব কিছু মিলে যা শিক্ষার্থীরা দেখে। শিক্ষার্থীরা আমাদের জীবনে খ্রীষ্টের প্রকাশ দেখতে পাবে। তার শিষ্যদের সঙ্গে যীশুর প্রেমময় সম্পর্ক মুছে ফেলা হচ্ছে, সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পরা। যীশু তার শিষ্যদের ভালবাসতেন। তিনি শুধু এই কথা মুখেই বলেন নাই কিন্তু তিনি সবসময় অস্বাভাবিক উপায়ে এটি দেখিয়েছেন। যখন যোহন যীশুর সঙ্গে তার জীবনের সবচাইতে বড় সংকটের কতা স্মরণ করেন, তখন তিনি কি মনে করেছিলেন। যীশু কিভাবে তার সর্বোচ্চ ভালবাসা দেখিয়েছেন যোহন ১৩:১। যীশুর শিষ্য হওয়ার চিহ্ন হচ্ছে ভালবাসা। যীশুর জন্য ভালবাসা এবং একে অন্যের জন্য ভালবাসা। যীশু কিভাবে তার ভালবাসা প্রকাশ করেছেন যোহন ১৩। তিনি সর্বনিম্ন কাজ পা ধোয়ার মাধমে তার শিষ্যদের সেবা করেছেন। এটি ছিল একটি ভালবাসার কাজ। আপনি যে ছাত্রদের শিষ্য বানাচ্ছেন তারা কিভাবে যীশুকে জানে? আপনি যে ভালবাসা তাদের দেখান। তারা কিভাবে জানবে যে সে ভালবাসা সত্যি? আপনি কিভাবে তাদের সেবা করেন?

সহভাগকরণ: যীশু নিশ্চিত ভাবে জানতেন তার নিজেকে যে সকল কাজ করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, তিনি তার কাজগুলো শিষ্যদের ভাগ করে দিয়েছেন (মথি ১০)। সহভাগের মাধ্যমে যীশু তার শিষ্যদের প্রস্তুত করেছিলেন যেন তারা তার মৃত্যুর পর তার কাজ চালিয়ে যেতে পারে। তিনি তাদের ছেড়ে যাচ্ছিলেন, তারা থেকে যাচ্ছিল। তিনি তাদের সেই সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিয়েছিলেন যা তাদের প্রয়োজন ছিল। তিনি তাদের সম্মুখে ঐ সমস্ত জিনিসগুলো দেখিয়েছিলেন। এরপর তিনি তার কাজ তাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন এবং তাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তারা তার কার্য্যের মাধ্যমে দেখেছিল (মথি ১০:১)। তিনি তাদের নির্দিষ্ট নির্দেশনা দিয়েছিলেন (মথি ১০:১৯-২০)।

তিনি তাদের বলেছিলেন তোমরা ভীত হইওনা (মথি ১০:২৬)। এবং তিনি তাদের এই ধারণা দিয়েছিলেন যে স্বর্গই তাদের লক্ষ্য (মথি ১০:৩২-৩৯)। এবং যীশু বলেছিলেন কিছু লোক সাড়া দেবে (মথি ১০:৪০-৪২)। শিষ্যত্বকরণ প্রক্রিয়ার একটি সময় আমরা বুঝতে পারব যে এটিই হচ্ছে। আপনি করার সময়। এই মুহূর্তে আমরা বুদ্ধিপূর্বক শিষ্যদের জন্য যীশুর উপদেশ।

মধ্যস্থতাকরন: যীশু প্রায়ই শিষ্যদের জন্য মধ্যস্থতা করেন। কিন্তু কখনো তিনি যোহন ১৭ অধ্যায় এর মত এত স্নেহবান হন নাই। ক্রুশীয় যাতনা ও শিষ্যদের ইতঃস্ততার/অজ্ঞতার মধ্যে শিষ্যদের জন্য যীশুর প্রার্থনা ছিল একটি রক্ষাকবজ যা কিনা দুর্যোগপূর্ন সময়ে ঈশ্বরের যত্নের নিদর্শনা।

কিন্তু তার প্রার্থনার তাদের ভবিষ্যৎ। শান্তির কামনা করেছেন। রক্ষা কর। তিনি তার পিতাকে বলেছেন সুরক্ষা কর" যোহন ১৯:১১-১২), তাদের শান্তিতে রাখ যোহন ১৭:১৩), তাদের পবিত্র কর যোহন ১৭:১৯) সুরক্ষা, আনন্দ, পবিত্রকরণ এই সমস্ত কথার মাধ্যমে, যীশর কতই না একটি মহৎ প্রার্থনা ছাত্রদের জন্য করেছেন, যেহেতু আমরা শিষ্যত্বকরণ করছি, তাই আমাদের তাদের জন্য বেশী করে প্রার্থনা করা উচিৎ।

মূল্যায়ন: যীশুর একটি মুখ্য ভূমিকা ছিল তার শিষ্যদের মূল্যায়ন করা। যীশু যে মূল্যায়ন করতেন তা ছিল শিষ্যদিগকে পরিচালনা করার জন্য সময় উপযেগী এবং সৎ মুল্যায়ন। তিনি তাদের অন্তর খুঁজে পেতে সাহায্য করতেন, যেমন মূর্খ কথাবার্তা (লূক ১৭:১০-১৯), অসত্য মতামত যোহন (১৭:৩৬-৩৮) এবং বিপদে চালিত লক্ষ্য মার্ক (১৭:৩৫-৪৫) তিনি প্রশ্নের উত্তর দিতেন (মথি ১৮:২১-৩৫), (মথি ১৯:২৩-২৯ এবং অন্যান্য বিষয় সমূহ)। শির্ক্ষাথীদের শিষ্যত্ব করার সময় আপনি এবং দলের অন্যেরা, এক প্রেমময় ও ভূমিকা স্থাপন করুন যেন তা তাদের জন্য প্রধান সুফলন বহে আনতে পারে, আমরা সবাই ভারসাম্যহীন ও ভীতিহীন হয়ে পড়ি। আমাদের অন্ধত্ব আমাদের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যা আমরা অনুভব করি না। শিক্ষাহীন নিরীক্ষাকরণ তাদের খ্রীষ্টের মত বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করে ।

বংশবৃদ্ধিকরণ: যীশু জানতেন শিষ্যত্বকরণ কখনোই শেষ হবে না। ইহা ছিল বংশবৃদ্ধি শেষ উপায় । যীশু তার প্রচার কার্যের প্রথমে শিষ্যদিগকে উৎসাহিত করেছিলেন যেন তারা মনুষ্যধারী হয়। (মার্ক ১: ১৭) পরবর্তী সময় তিনি তাদেরকে শিষ্য তৈরী করার নিদের্শনা দিয়েছিলেন (মথি ১৮:১৮-২০) আর যীশু শিষ্যদের সাথে করেছিলেন সেইভাবে আদি মন্ডলীর পরিচালিত হত। তাদের আধ্যাত্মিক বংশ বৃদ্ধিই এই পৃথিবীকে পাল্টে দিয়েছিল। যীশু যেভাবে শিক্ষার্থীদের শিষ্যত্বকরণ করেছিলে তা খুব শীঘ্রই জ্যেষ্ঠদের কনিষ্ঠের শিষ্য করার জন্য পরিচালিত করেছিল ।

এরপর আপনার প্রচারকার্য সীমাহীন, ও সর্বোচ্চ সম্ভাবনার জন্য বৃদ্ধি পাবে। যীশু তার শিষ্যদের সঙ্গে যা করেছিলেন তা ছিল সত্য ও বাস্তবমূখী। যখন আমরা আমাদের শির্ক্ষাথীদের শিষ্য করি, যীশু যেভাবে করেছিলেন,তখন আমরা তাদেরকে অগভীর ও অপরিপক্ক সভ্য সদস্য থেকে জীবন বাস্তবিক পক্ষে যীশুর জন্য এই পৃথিবীতে প্রভাব ফেলবে ।

কঠিন প্রশ্নাবলি :

আপনি ১-১০ নম্বরযুক্ত মাপকাঠির উত্তরে ভিত্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখুন যা শিক্ষার্থীদের শিষ্যত্বকরণের জন্য মূল্যবান ভূমিকা রাখবে। সঠিক হিসাবের প্রত্যেকটি প্রশ্ন পুনঃ বিবেচনা করেন।

১। শতকরা কতজন শিক্ষার্থী সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগ দেয়?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২। শতকরা কতজন শিক্ষার্থী ইয়ুথ মিনিস্ট্রি থেকে চলে গেছে, যারা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ে?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৩। শতকরা কতজন শিক্ষার্থী ধৈয্যপূর্বক খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখছে?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৪। শতকরা কতজন শিক্ষার্থী নিবিড় ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ শিষ্যত্বের দলে আছে?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৫। শতকরা কত শতাংশ শিক্ষার্থী কনিষ্ঠ শিক্ষার্থীদের শিষ্যকরণের কাজে যুক্ত?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৬। শতকরা কতজন স্নাতক ডিগ্রীধারী জেষ্ঠ্য শিক্ষার্থী যীশুর অন্বেষণের জন্য সর্বান্তকরণে জীবনযাপনের চেষ্টা করে? (জেষ্ঠ্য শিক্ষার্থীদের তালিকা করুন এবং সর্বান্ত:করণীয়জনদের আলাদা করুন।)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

আমার অবস্থায় এবং এর মূল্য অনুসারে শিক্ষার্থীদের শিষ্যকরণের প্রয়োজনীয়তা:

যুব প্রচার কার্যে নীতিমালা

আপনি কিভাবে শিক্ষার্থীদের শিষ্য তৈরি করেন

যারা নিজেরা পরিবর্তিত এবং অন্যের জীবনের পরিবর্তন সাধন করেন।

যখন শিক্ষার্থীরা আপনার পরিচর্যা থেকে চলে যায়, তখন তাদের জীবনে অতীত জীবন থেকে কি কোন ভিন্নতা দেখা যায়? এবং শেষ ফলাফল কি?

শিষ্যত্বের নীতিমালা:

২ তীমথিয় ১:২ পদ ৬ বার পড়ুন। প্রত্যেকবার পড়ার সময় শির্ক্ষাথীদের শিষ্যত্বকরণের একটি নীতিমালা খুঁজে বের করুন।

> "অতএব, হে আমার বৎস, তুমি খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত অনুগ্রহে বলবান হও। আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ সে সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য অন্য লোককে ও শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে।"
>
> **২ তীমথিয় ২:১-২ পদ**

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

আপনি প্রত্যেকটি নীতিমালা সম্পর্কে কি চিন্তা করেন এবং আপনার যাজকত্ব বিষয়ে একটি বাক্যে ব্যাখা করুন।

১। গ্রহন করা

তুমি আমার পুত্র, যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহে শক্তিশালী হও।

২। সম্পর্ক

... তুমি ... আমি ... (পৌল এবং তিমথী)।

৩। প্রতিফলন

... গচ্ছিত রাখা।

৪। বাস্তবতা

... অনেক সাক্ষীর উপস্থিতিতে...

৫। নিয়োগ করা

... নির্ভরযোগ্য লোক...

৬। পুনর্গঠন

... তুমি... আমি... নির্ভরযোগ্য লোক...অন্যরা

শিষ্যত্বের সংজ্ঞা:

শিক্ষার্থীদের ছোট দলে বিভক্তকরন, সম্পর্কের অভিজ্ঞতার সাথে নিয়ম শৃঙ্খলা দায়িত্বশীল, এবং উৎসাহের ফলাফল আশা বৃদ্ধি করণ, কার্যে পরিনত এবং যাজকত্ব।

ব্যবহারিক পদক্ষেপ

তিন থেকে বারোজনের একটি ছোটদের দলের চিত্র কল্পনা করুন যারা পরিপক্কতার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চায় যীশুকে সঙ্গে নিয়ে। আপনি ঐ দলের জন্য কি পদক্ষেপ নেবেন?

১. প্রার্থনা করা

প্রার্থনা করুন কাকে আপনি শিষ্য করবেন এবং কিভাবে তাদের শিষ্যত্ব করবেন। অন্যান্য যোগ্যতাসম্পন্ন শিষ্য দলের নেতাদের জন্য প্রার্থনা করুন। যেসব শিক্ষার্থীরা সাড়া দিচ্ছে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করুন প্রেরণা, বৃদ্ধি, কর্ম এবং পরিচর্যা কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের জীবনে।

২.স্বপ্ন

কি ঘটবে কল্পনা করুন যদি আপনার শিষ্যত্ব ছাত্রদের জীবন পরিবর্তন অনুভব হয় এবং তারা পরিবর্তন হয়েছে? কিভাবে আপনার চার্চ এবং তাদের ক্যাম্পাসে প্রভাবিত হবে?

৩. নির্বাচন

সেইসব ছাত্রদের সঙ্গে পৃথকভাবে কথা বলুন যাদের ঈশ্বর আপনার মাধ্যমে শিষ্যত্ব করেছেন। লক্ষ দিন। তাদের সামনা-সামনি একটি চ্যালেঞ্জ দিন। তাদের জন্য সময় নির্ধারণ করুন যখন আপনি একটি "ব্যক্তিগত অঙ্গীকার" উপরে যাবেন যীশুতে অনুসরণের মাধ্যমে পৃষ্ঠা ১১।

৪. সমর্পণ

একটি বিশেষ সভায় ব্যাখ্যা করুন "ব্যক্তিগত অঙ্গীকার" (যীশুকে অনুসরণের মধ্যে পৃ. ১১) যারা সাড়া প্রদান করেছে। তাদের সময়ের মূল্যের সাথে প্রতিযোগিতা এবং অগ্রাধিকারের পরিবর্তন প্রয়োজন রয়েছে। ব্যাখ্যা করে তাদেরকে উৎসাহিত করুন এই অভিজ্ঞতা কিভাবে খ্রীষ্ট যীশুর সাথে চলতে সাহায্য করবে, ব্যক্তিগত বৃদ্ধিতে, নেতৃত্বের দক্ষতাতে এবং স্কুলেও প্রভাব পরবে।

৫.প্রস্তুত করা

প্রতিটি সাপ্তাহিক অধিবেশন সম্পূর্ণ করুন আপনার নিজস্ব বইয়ের মাধ্যমে। লিডারর্স গাইড এর "পরিপক্কতার দিকে পথ প্রদর্শন" সিরিজ আপনাকে প্রশ্নোরের উত্তর দেবে কি করে দল পরিচালনা করতে হবে। নেতাদের কৌশলের মাধ্যমে দেখুন এবং একটি প্রধান প্রশ্ন খুঁজে বের করুন যেটি ছাত্র/ ছাত্রীদের জিজ্ঞাসা করলে বিষয় বস্তুর উপরে প্রাণবন্ত আলোচনা করতে পারবেন। দলের সভার জন্য একটি ৩×৫ কার্ডের উপরে প্রশ্নগুলি লিখুন। দলের মধ্যে আপনার লিডারস্ গাইড নেওয়া যাবে না।

৬। পরিচালনা করা

আপনি একজন পরিচালক। বাকি দলের জন্য গতি নির্ধারণ করুন। আপনি ঈশ্বরের কাছে যাচঞা করুন একজন নেতা গঠনের জন্য যে খ্রীষ্টকে প্রতিফলিত করে এইসব ছাত্রদের মধ্যে। যদি তারা ভুল করে, তাদের সাহায্য করুন, উৎসাহিত করুন, ডাকুন, তাদের সঙ্গে মিলিত হন, এবং সর্ব বিষয়ের উপরে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। আপনার নেতৃত্ব সম্পুর্ণভাবে প্রভাবিত করবে তাদের বাকী জীবনে।

৭। বিনিয়োগ

দলীয় সভার চেয়ে ছাত্রদের নিয়মশৃঙ্খলা শেখানো বড় বিষয়। ইহা একটি সম্পর্কের বিনিয়োগ। এই দলকে পরিচালনার মাধ্যমে, আপনি একজন বন্ধু এবং একজন পরামর্শদাতা হয়ে উঠবেন। দলীয় সভার বাইরেও আপনি শিক্ষার্থীদের সময় দিন।

৮। মূল্যয়ন

প্রতিটি দলের বৈঠক শেষে, মূল্যয়ন করুন আপনি কি করেছেন এবং কিভাবে আপনি আরো ভালো করবেন। সমস্যার সমাধান করুন এবং সমন্বয়ে আসুন। লিডারস গাইডের তথ্যাদি ব্যবহার করলে আপনাকে মূল্যয়ন জন্য সাহায্য করবে ।

এই সব শিষ্যত্ব দলকে বৃদ্ধি করতে, আপনার নিজের দলকে পরিচালনা করুন, তারপর আপনার শিষ্যত্ব দলকে দুই ভাগে ভাগ করে, এবং প্রতিটি দলকে চ্যালেঞ্জ দিন তাদের নিজেদের দলে একই পদ্ধতি অনুসরণ করার । সময়ের সাথে সাথে প্রতিটি ছাত্রের সুযোগ থাকবে শিষ্যত্ব করা ।

সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মভার পূর্ণ করার একটি মহৎ উপায়
একটি ঘটনা দিয়ে নয় কিন্তু এটি একটি প্রক্রিয়া
যেটা হলো নিয়ম শৃঙ্খলা প্রক্রিয়া ।

শিষ্য শিক্ষার্থীর সরঞ্জামসমূহ

পরিপক্কতার দিকে চলন্ত সিরিজ

১ মিলিয়নের বেশি কপি বিক্রি হয়েছে, (Discipleship Series) এর এই ৮টি বই ছাত্রদের খ্রীষ্টের সঙ্গে পরিপক্কতায় সামনের দিকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে ।

শুরু হচ্ছে সাহায্যের নতুন বিশ্বাসীদের সফলভাবে যীশুকে সঙ্গে নিয়ে চলা।

যীশুকে অনুসরণে সঙ্গে জীবন পরিবর্তকারী সম্পর্কের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি তৈরি করে যীশুকে সঙ্গে নিয়ে যীশুর শিষ্য হওয়া ।

ঈশ্বরের সঙ্গে একাকিত্ব সময় কাটানো যীশুর সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক দ্বারা গভীরভাবে শিক্ষা দেয় কিভাবে তাঁর সাথে সময় কাটাতে হয়।

প্রভু যীশুতে বাধ্য থাকা ছাত্রদের চ্যালেঞ্জ এবং তাদের প্রতিদিনের সমস্যা মুখোমুখি তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করতে দিন কারণ তিনিই পালনকর্তা ।

আপনার বিশ্বাস এমন ভাবে দিন যাতে ছাত্র/ছাত্রীরা বন্য দুঃসাহসিক প্রানির মত ভয়কে অতিক্রম করতে পারে এবং ঝুঁকি গ্রহণ করে নির্ভয়ে যীশুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।

আপনার বিশ্বাসকে প্রভাবিত করতেছে ছাত্র/ছাত্রীদের দেখাতে হবে যে তারাও প্রভাবশালী নেতা হতে পারেন তাদের চারপাশের মানুষের চাহিদা পূরণের মাধ্যমে।

ঈশ্বরের সঙ্গে একাকি সময় কাটানোর বইটি ছাত্র/ছাত্রীদের ব্যবহারিক সরঞ্জাম দিতে হয় যাতে তারা ঈশ্বরের সঙ্গে একাকি সময় কাটাতে পারে ।

নেতৃত্বের গাইড দলের নেতাকে একটি প্রাণবন্ত নেতৃত্ব দিতে সাহায্য করে এবং জীবন পরিবর্তনকারী শিষ্যত্ব দল। এই বই গুলিতে নেতৃত্বের পরিপক্কতার সব উপাদনের সিরিজ রয়েছে। পরিপক্কতার সিরিজ (৮-বইয়ের সেট) সম্পূর্ণ হয়, ধাপে ধাপে শিষ্যত্বের সিরিজগুলি রূপান্তরিত হয়ে পরিপক্কতা ও পরিচর্যার কার্যক্রমে ছাত্র/ছাত্রীদের কাছে চলে আসে ।

অডিও সেট ব্যারি সেন্ট ক্লেয়ার ,ডেভ বাজবি ৬ টি অডিও বার্তা বিনামূল্যে ডাইনলোডযোগ্য করেন, এবং জিম বার্নস এর প্রতিটি ডিজাইন আপনাকে অনুপ্রাণিত করে শিষ্য হবার জন্য।

যীশুর মত কেউ নেই

ব্যারি সেন্ট ক্লেয়ার একটি উৎসাহী সাক্ষাতের মাধ্যমে আপনাকে ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে নিতে চান। আপনি সত্যিকারে জানতে পারবেন যীশু খ্রীষ্টকে।

যীশুর মত কেউ নেই, আপনার একটি চুড়ান্ত "পথ যাত্রা" আপনি আনন্দ উপভোগ করবেন যখন যীশু বন্ধুর সাথে থাকবেন ।

যীশুর মত কেউ নেই পত্রিকায়, একটি ৪০ দিনের যাত্রা জন্য অব্যাহত থেকে আপনি যীশুর জীবন-বৃত্তান্ত, মৃত্যু, পুনরুত্থান, আরোহণ এবং দ্বিতীয় আগমনের বিষয় জানতে পারবেন ।

আপনি যীশুকে কি মনে করেন তিনি কি চ্যালেঞ্জ করবেন এবং আপনি যেই হন না কেন পরিবর্তিত হবেন!

জীবনে যা ঘটে

আপনার কিশোরকে প্রস্তুত হতে সাহায্য করুন

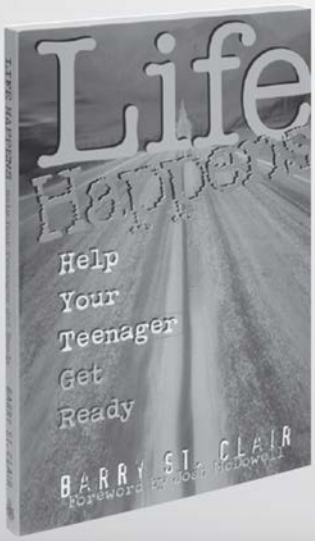

কলেজ। পেশা। জীবনব্যাপী বন্ধু। বিবাহিত সঙ্গী। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে, আপনার কিশোর নিতে পারে তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। জীবনে যা ঘটে, ব্যারি সেন্ট ক্লেয়ার একটি রোডম্যাপ প্রদান করে আপনাকে পরিচালনা দিচ্ছে যে ঐসব বেঁছে নিতে আপনার সন্তানকে সাহায্য করুন। তারা তাদের পরিচয় এবং ভবিষ্যৎ খুঁজে বের করবে-- তাদের বাকী জীবনের নিজস্ব রাস্তা ভ্রমণ করার জন্য। রোডম্যাপ খোঁজার নির্দেশ দিচ্ছে আপনার কিশোর এর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য, আধ্যাত্মিক উপহার, দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা, প্রেরণা, জীবনের উদ্দেশ্য, মূল্যবোধ, লক্ষ্য, সময়ের ব্যবহার এবং সিদ্ধান্ত নিতে। এই বইটি আপনাকে দিচ্ছে একজন নেতা হিসাবে আপনি কি দরকার বিনামূল্যে "destiny deciders" ডাউনলোড করে আপনার সন্তানকে দিন যা তাদের জীবনের রাস্তা চলতে দরকার হয়।

এই তথ্যাদির জন্য অর্ডার করুন- www.reach-out.org

কর্ম পরিকল্পনা

বর্তমানে ... আপনি কি ছাত্র শিষ্য করছেন?

সম্মুখে অগ্রসর ... এই অধিবেশন থেকে আপনি আবিষ্কার করে নেন এবং আপনার একটি কার্য পরিচালনার অন্যান্য পরিকল্পনা করুন ।

কেন এটা আপনার ছাত্র শিষ্যদের, সেচ্ছাসেবকদের, পিতামাতাদের,জন্য গুরুত্বপূর্ণ ?

কি লক্ষ্য স্থাপন করবেন শিষ্য ছাত্রদের জন্য ?

কে আপনার শিষ্য ছাত্র এবং কে নেতা কে অন্যান্য ছাত্রদের শিষ্য করবে ?

কোথায় আপনি মিলিত হবেন আপনার শিষ্যত্ব দলের সঙ্গে ?

কখন আপনি আপনার শিষ্যত্ব দল শুরু করবেন এবং সবসময় চালিয়ে যাবেন ?

সংস্কৃতির ভেতরে প্রবেশ

একটি লক্ষ্য

সংস্কৃতির সমাবেশের মাধ্যমে নেতৃবৃন্দকে, পিতামাতাকে এবং ছাত্রছাত্রীকে যীশুর কাছে আনা।

সেশন ৬

সংস্কৃতির ভেতরে প্রবেশ

সেশন - ৬

যীশু কেন্দ্রিক

যীশু তার শিষ্যদের জন্য সব সময় গতি নির্ধারণ করেন। কোথাও আমরা দেখতে পাই তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচক এবং "পাপীদের" সঙ্গে সম্পর্কে অনুগমন করেন। যীশু তার নিজের সম্পর্কে বলেন, "কারণ যাহা হারাইয়া গিয়াছিল, তাহার অন্বেষণ ও পরিত্রাণ করিতে মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন"।

(লুক ১৯ : ১০)

আমরা দেখি কিভাবে, নেতাবৃন্দ আমাদের ছাত্রদের জন্য গতি নির্ধারণ করেন যাতে অবিশ্বাসীদের সঙ্গে সম্পর্কে অনুগমন করে, একটি বর্শা প্রদর্শন করান। শিষ্যদের সাথে যীশুই ছিলে বর্শার অগ্রভাগ এবং শিষ্যরাই ছিল তাঁহার আবর্তনশীল চালকদন্ড। আবর্তনশীল চালকদন্ড অনুসরণ করে অগ্রভাগকে। "এসো আমাকে অনুসরণ কর," যীশু বলেন, "আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী করিব" (মথি ৪:১৯)। আমাদের পরিচর্যার মধ্যে, ঈশ্বর আমাদেরকে বলছেন যীশুকে অনুসরণ করতে,অবিশ্বাসী যবক/যুবতীর জন্য, এবং আমাদের ছাত্র/ছাত্রীদের একইভাবে প্রস্তুত কর এই পরিচর্যা কাজের জন্য। তাহারা আমাদের উদাহারণকে অনুসরণ করবে যেমনিভাবে বর্শার দন্ড অনুসরণ করে অগ্রভাগকে।

আমরা মার্ক ১-১০ অধ্যায়ের মধ্যে ১৭টি উদাহরণ থেকে খুঁজে পাই যীশু তীক্ষ্নবুদ্ধি দিয়ে গতি নির্ধারণ করে সংস্কৃতির মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের ভেতরে প্রবেশ করেন ।

- ১:১৪ আর যোগন কারাগারে সমর্পিত হইলেন পর যীশু গালীলে, আসিয়া ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন,
- ১: ২১ পরে তাঁহারা কফরনাহুমে প্রবেশ করিলেন, আর তৎক্ষণাৎ তিনি বিশ্রামবারে সমাজ গৃহে গিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন ।
- ১ : ৩৮ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, চল, আমরা অন্য অন্য স্থানে, আমি সে সকল গ্রামে যাই, আমি সে সকল স্থানেও প্রচার করিব, কেননা সেই জন্যই বাহির হইয়াছি।
- ২ :১-২ ... আর তিনি তাহাদের কাছে বাক্য প্রচার করিতে লাগিলেন।
- ২ : ১৩ পরে তিনি আবার বাহির হইয়া সমুদ্র তীরে গমন করিলেন, এবং সমস্ত লোক তাঁহার নিকটে আসিল, আর তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন।
- ৩ : ১ আর তিনি আবার সমাজ গৃহে প্রবেশ করিলেন ; সেখানে একটি লোক ছিল , তাহার একখানি হাত শুকাইয়া গিয়াছিল।
- ৪ : ৩৫ সেই দিন সন্ধাহইলে তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন , চল , আমরা ওপরে যাই।

সেশন ৬- সংস্কৃতির ভেতরে প্রবেশ

- ৬ : ৬ আর তিনি তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত অশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন। পরে তিনি চারিদিকে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া উপদেশ দিলেন।
- ৬ : ৫৬ আর গ্রামে , কি নগরে, কি পল্লীতে, ...পীড়িতদিগকে বাজারে বসাইত ; এবং তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন উহারা তাঁহার বস্ত্রের থোপমাত্র স্পর্শ করিল, সকলেই সুস্থ হইল ।
- ৭: ২৪ পরে তিনি উঠিয়া সে স্থান হইতে সোর ও সীদোন অঞ্চলে গমন করিলেন। ...যেন কেহ জানিতে না পারে; কিন্তু গুপ্ত থাকিতে পারিলেন না।
- ৭ : ৩১ পরে তিনি সোর অঞ্চল হইতে বাহির হইলেন এবং সীদোন হইয়া দিকাপলি অঞ্চলের মধ্যদিয়া গালীল সাগরের নিকটে আসিলেন।
- ৮ : ২২ পরে তাঁহারা বৈৎসৈদাতে আসিলেন; আর লোকেরা একজন অন্ধ তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন তিনি তাহাকে স্পর্শ করেন ।
- ৮ : ২৭ পরে যীশু ও তাঁহার শিষ্যগণ প্রস্থান করিয়া কৈসরিয়া ফিলিপীয় অঞ্চলের গ্রামে গ্রামে গেলেন ।
- ১০ : ১ সেই স্থান হইতে ইঠিয়া তিনি যিহুদিয়ার অঞ্চলে ও যর্দ্দনের পরপারে আসিলেন ; তাহাতে তাঁহার নিকটে আবার লোক সমাগত হইতে লাগিল, এবং তিনি নিজ রীতি অনুসারে আবার তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন।
- ১০ : ১৭ পরে তিনি বাহির হইয়া পথে যাইতেছেন, এমন সময়ে একজন দৌড়িয়া আসিয়া তাঁর সম্মুখে জানু পাতিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে সদগুরু, অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবার জন্য আমি কি করিব ?
- ১০:৩২ একদা তাঁহারা পথে ছিলেন, যিরুশালেমে যাইতেছিলেন, এবং যীশু তাঁহাদের অগ্রে অগ্রে চলিতেছিলেন ...
- ১০ : ৪৬ পরে তাঁহারা যিরীগোতে আসিলেন। আর তিনি যখন আপন শিষ্যগণের ও বিস্তর লোকের সহিত যিরীহো হইতে বাহির হইয়া যাইতেছেন, তখন তীময়ের পুত্র বরতীময় নামে একজন অন্ধ ভিক্ষুক পথের পার্শ্বে বসিয়াছিল ।

যীশুর পরিচর্যা আমাদের শক্তিশালী করে তোলে এবং ব্যবহারিক সূক্ষ্মদৃষ্টি রেখেছিলেন। যা কিছু তিনি করেছিলেন সংস্কৃতির ভেতরে প্রবেশের মাধ্যমে কিন্তু তিনিও আসা করেন আমরা যেন এককিভাবে করি। আমাদের জন্য তিনি নিদিষ্ট করে তাঁর ইচ্ছা পরিস্কার ভাবে প্রকাশ করেছেন এবং বার বার এই কর্মভার আমাদের উপর করা হয়েছে যে এই চারটি সুসমাচার আমরা প্রকাশ করি এবং প্রেরিতদের মধ্যে (মথি ২৮:১৮-২০, মার্ক ১৬:১৫, লূক ২৪:৪৬-৪৭, যোহন ২০:২০)। মথি ২৮:১৯, তিনি আমাদের দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দিয়েছেন। যুব নেতাদের জন্য, যীশু বলেন, যেহেতু তোমরা যাইতেছ, যাও যেখানে ছাত্র/ছাত্রী ... ” ছাত্র/ছাত্রী জন্য, তিনি বলেন, যেহেতু তুমি স্কুলে যাইতেছ যাহাই যাই হউক না কেন, তাদের কাছে পৌঁছে দাও”।

খ্রীষ্টের বানী নির্ভুলভাবে স্পষ্ট:
“সুসমাচার সঙ্গে লয়ে যাও!”

কঠিন প্রশ্নাবলিঃ

এই প্রশ্নগুলির উত্তর দানের মধ্য দিয়ে, নিজেকে পরিমাপ করুন ১-১০ এর এই মাপকাঠি অনুসারে। আপনার উত্তরের ফলাফল অনুসারে, বিশ্বস্তভাবে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ লিখুন যে যেখানে আপনি আছেন সেখানে যুব নেতাদের সংস্কৃতির ভেতরে প্রবেশ করা প্রয়োজন।

১। আজ যদি আপনি কোন একটি ক্যাম্পাস দিয়ে পায়চারী করেন, আপনি কতটা স্বস্তি বোধ করবেন সেখানে ?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২। আপনি কিভাবে সময়ের পরিমাপ করবেন যে কত সময় সেখানে ব্যয় করেছন ?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৩। আপনি স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের নাম অনুসারে জানেন, তাদের মধ্যে কত শতাংশ অবিশ্বাসী ?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৪। আপনার সেচ্ছাসেবক কত শতাংশ ক্যাম্পাসে যায় ?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৫। আপনার ছাত্রদের ট্রেনিং দিয়েছেন যীশুতে চলা এবং তাঁর নাম প্রচার করা স্কুলে বসে তা আপনি কিভাবে পরিমাপ করবেন ?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৬। আপনার কত শতাংশ শিক্ষার্থী আধ্যাত্মিকভাবে প্রভাবিত হয়েছে তাদের ক্যাম্পাসে ?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

সত্যিকার অর্থে আমি যেখানে বাস করি সেখানে যুব সংস্কৃতির ব্যবহার প্রয়োজন রয়েছে ।

যুব পরিচর্যার নীতিমালাগুলো

আমরা কি করে সংস্কৃতির সমাবেশের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকদের, পিতামাতাকে এবং শিক্ষার্থীদের যীশুর কাছে আনতে পারি?

এটা শুধুমাত্র অর্থবহ হয় যেখানে শিক্ষার্থী রয়েছে। আমেরিকার ৮৮% শিক্ষার্থীরাই যীশুকে জানেনা, কিন্তু মণ্ডলীর কিছু লোক এবিষয়ে কিছু কাজ করে। যখন ঈশ্বরের ও মানুষের প্রতি যীশুর সহানুভূতিপূর্ণ প্রেম আমাদের প্রতি বর্ষণের মাধ্যমে রূপান্তরিত করবে তাদের জন্য তখন আমাদের একমাত্র প্রেরণাদায়ক বিষয় হবে "আসন ছেড়ে পথে নামা"।

আমেরিকাতে শতকরা ৮৮ শতাংশ শিক্ষার্থী যীশুকে জানেনা, কিন্তু অল্প সংখ্যক লোক যীশুর সর্ম্পকে জানে মন্ডলীর মাধ্যে দিয়ে। শুধুমাত্র অনুপ্রাণিত করবে আমাদের "সিংহাসন থেকে রাস্তায়" পাবেন যখন যীশু সকরুণ প্রেমীদের রূপান্তরিত করেন ভেতর থেকে ঈশ্বর প্রেমী এবং অনন্য লোকরা।

আমরা যীশুতে কি দেখতে পাই যা আমাদের বাধ্য করে যেতে ?

ঈশ্বর প্রেমই আমাদের অনুপ্রাণিত করে (মার্ক ৬: ৩৪)

যীশু তাঁর লোকদের জন্য সমবেদনা ছিল। মার্ক ৬: ৩৪, আমরা দেখতে পাই যে, "তাঁহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, কেননা তাঁহারা পালক- বিহীন মেষপালের ন্যায় ছিল"। যীশুর "সমবেদনা" আকর্ষণ করে আমাদের। একই ভাবে, ঈশ্বর বৃদ্ধি করতে চান, আমাদের "সমবেদনা ভাগফল" শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করার জন্য যাদের যীশুকে প্রয়োজন রয়েছে । তিনি আমাদের ডাকছেন তাদের তত্ববধান করতে যাদের জগত গ্রহ্য না করে।

যীশু আমাদের ডাকছেন সুবিধাজনক স্থানের বাইরে (যোহন ২০: ২১)

যীশু তাঁর পিতার বাড়ির আরামদায়ক স্থান থেকে বেড়িয়েছেন। কল্পনা করুন স্বর্গস্থ পিতার ডান পাশে বসে সিদ্ধান্ত নিলেন মাতৃগর্ভে আসার, মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করার, খড়ের গাঁদায় শিশু বেশে শোবার জন্য, মানুষ বেশে কষ্ট ভোগ করার, জুতার আঘাত পাবার এবং তিক্তরস পান করার। তিনি এই যাতনা ভোগ করার জন্যই তাঁর পিতার পাশের আরামদায়ক স্থান ছেড়ে আসলেন! তিনি কঠিন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং তিনি চান আমরাও যেন তাঁকে অনুসরণ করি এবং একই ভাবে কাজ করি।

সমবেদনা যোগাই যা জগত গ্রাহ্য করে না।

সেশন ৬- সংস্কৃতির ভেতরে প্রবেশ

আমরা অবশ্যাই যাব সন্তানেরা কোথায় (যোহন ১: ১৪)

যীশু আমাদের মধ্যে "তাঁর তাবু অধিষ্ঠিত" করছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে থাকতে এসেছিল, তাই আমরা যেন তাঁর সঙ্গে সময় কাটাতে পারি। কারণ আমরা তাকে জানি, আর এখন আমরা যাই, কোথায় শিশুরা ঘুরা ফিরা করছে / (বাস করছে); তারাও যেন যীশুকে জানতে পারে।

কিশোর- কিশোরীদের অবিশ্বাস্য ব্যথা (লূক ৫: ১২-১৬)

যীশু দেখছিল কি ব্যথা। তিনি কুষ্ঠর ব্যথা দেখেছেন। এবং তিনি তার থেকে লজ্জিত হয়নি বরং তিনি তাকে স্পর্শ করেছেন। ইতিহাসের অন্য প্রজন্মের চেয়ে বর্তমান প্রজন্মের আরো বেশি ব্যাথা আছে। তারাও কুষ্ঠ রোগির মত উদ্বিগ্ন ,দুঃশ্চিন্তা গ্রস্ত যাদের সুস্থতার প্রয়োজন রয়েছে। আহতদের চিকিতসার প্রয়োজন রয়েছে (যিশাইয় ৫৩: ৪-৬)। তিনিই তাদের একমাত্র আশা ভরসা। আমরা, যীশুর মত, শিক্ষার্থীদের ব্যাথা নিরাময়ের স্পর্শ দিতে পারি।

সন্তানদের জানা প্রয়োজন যে কেউ তাদের যত্ন নেন (লূক ১৫: ১-২)

যীশু পাপীদের সঙ্গে বন্ধু হয়েছিলেন। তিনি এটাও জানতেন যে, এই থেকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠার স্বভাব বর্হিভুত হবে। কিন্তু কখন তাকে ফেজ মনে হয়নি। কেন? তার অগ্রাধিকার ছিল। তিনি পাপীদের বেশি চাইতেন যেন তারা জানে যে তিনি তদের যত্ন নিয়ে থাকেন যারা বেশি করে গির্জা করে এমন লোক যারা তার মত। যদি শিশুরা জানতো যে কেউ তাদের যত্ন নেন। যখন আমরা কোন শিক্ষার্থীর যত্ন নিয়ে থাকি, ধর্মীয় ধরণের লোক রেগে যায়। তারা চায় না "এই মত লোকদের" গির্জায়। যীশুর মত হতে আমাদের প্রিয়ভাবের হতে হবে, বিশেষতঃ যারা ধর্মীয় লোক। ইহার মূল্য হল, যীশুর জীবন !

শিক্ষার্থীদের যীশুকে প্রয়োজন (যোহন ১৭: ৩)

শিক্ষার্থীরা জীবন চায়। কিন্তু তারা জানেনা কোথায় পাবে। আমরা জানি কোথায় খুঁজে পাওয়া যায়। ইহা যীশুতেই খুঁজে পাওয়া যায় আর কোথায়ও না। "আর ইহাই অনন্ত জীবন: যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাহাকে, যীশু খ্রীষ্ঠকে জানিতে পায়"। আগের চেয়ে আরো খোলা, আমাদের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবন খুঁজে পেতে পারেন ।

শিক্ষার্থীরা যীশুতে জীবন খুঁজে পেতে পারে- তোমার মাধ্যমে!

ইতিমধ্যে যীশু সেখানে (মথি ২৮:৭, ১০)

যীশু মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন, এবং যেমনিভাবে স্বর্গের দূত বলেছে,"[তিনি] তোমাদের অগ্রে গালীলে যাইতেছেন" (মথি ২৮:৭). পুনরুত্থিত খ্রীষ্ট আমাদেরকে ছাত্র সমাজের কাছে একা করে পাঠাননি। তিনি ইতিমধ্যে "অগ্রে গিয়াছেন" এবং সেখানে সাক্ষাৎ করছেন। যীশু ইতিমধ্যে সন্তানদের সঙ্গে কাজ শুরু করে দিয়েছেন। তিনি অপেক্ষা করে আছেন যেন আমরা তাঁর সঙ্গে সেখানে যোগ দান করি।

নতুন নিয়মে উল্লেখ করা আছে দুই ধরণের সময়ের কথা - যেমন chronos Ges kairos. Chronos হচ্ছে প্রতিদিনের সময় কাটান। যেটি হয়ে থাকে প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রে। কিন্তু kairos হচ্ছে বিশেষ তাৎপর্য্য পূর্ণ একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। যীশু তিন বছর একটি তাৎপর্য্যপূর্ণ সময়ে বসবাস করছিলেন: কিন্তু কাল সম্পূর্ণ হইলে ঈশ্বর আপনার নিকট হইতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করিলেন... (গালাতীয় ৪:৪)। এখন তাঁর পবিত্র আত্মায় আমরাও, আমিও, একটি ঐতিহাসিক মুহূর্তে বসবাস করছি। সেই সব শিক্ষার্থীদের কাছে আমাদের পৌঁছান উচিত যাদের যীশুকে একান্ত প্রয়োজন এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত তারা আমাদেরকে জানবে তারা কখন যীশুকে খুঁজে না পাবে। এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে ঈশ্বর আমাদেরকে পরিচালনা দেবন, যেন আমরা যীশুর নামে ছাত্র সমাজের কাছে পৌঁছাতে পারি। এখনই আমাদের সময় ।

সম্ভবতঃ মন্ডলীতে আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো
চার দেয়ালের বাইরে গিয়ে নতুন প্রজন্মের
কাছে গিয়ে যীশুকে অনুসরণ করতে বলা।

এই অনুচ্ছেদের মূল বক্তব্য দিয়েছেন আমার বন্ধু রিচার্ডরস, কেন ঈশ্বর চান আমরা এই প্রজন্মের শিক্ষার্থী কাছে যাই। এখন সাউথ ওয়েস্টার্ন শিক্ষালয় এফটি. ওয়ার্থ, টেক্সাসে রিচার্ড যবু পরিচর্যা শিক্ষা দিয়ে খাকেন।

ব্যবহারিক পদক্ষেপ

আপনার কাছাকাছি কোন একটি মাধ্যমিক স্কুলের বা উচ্চ বিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বাইরে ফুটপাথে যান। স্কুলে পৌঁছান যখন ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে আসছে অথবা স্কুল ছেড়ে যাচ্ছে। তাদেরকে লক্ষ্য করুন এবং নোট নিতে থাকুন। তারপরে নিজেকে প্রশ্নগুলি করুন। ব্যক্তিগভাবে কত জন লোক যীশু খ্রীষ্টকে জানে? যীশু বিহীন শিক্ষার্থীদের জন্য আপনার একটি বড় বোঝা বা দায়িত্ব তা দেখার জন্য এই অনুশীলনী আপনার চোখ খুলে দেবে। এখন, এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বর্ধিত বোঝা, আপনার স্থানীয় ক্যাম্পাসে এই পদক্ষেপ গ্রহণে বিবেচনা করুন ।

১। অনুগ্রহের জন্য প্রার্থনা করুন (প্রেরিত ২: ৪৭)

আপনার প্রার্থনার ত্রয়ী কৌশলের মাধ্যমে আপনার প্রর্থনা অব্যাহত রাখুন, সংযুক্ত করুন আপনার প্রার্থনার ত্রয়ী কৌশল আপনার সেচ্ছাসেবকদের, পিতামাতাদের এবং শিক্ষার্থীদের প্রার্থনায়। প্রার্থনার বিস্ময়কর উপায়- তথ্য সহায়িকা হিসেবে ব্যবহার করুন যা আপনাকে নির্দেশনা দিবে।

২। স্কুলকে জানার জন্য --একটি সেতু তৈরি করুন (প্রেরিত ১৭: ১৬)

স্কুলকে জানতে অন্তত একটি ব্যবহারিক পরামর্শ অনুসরণ করুন:

- স্কুলের বাষিক সংবাদপত্র নিন এবং ইহা পড়ুন ।
- আপনার নিজের সন্তানের সাক্ষাৎকার নিন, তাদের স্কুল সম্পর্কে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন।
- ছাত্র ঘটনায় যান, ঘুরা ফিরা করুন এবং নোট করুন।
- "স্কুল জরিপের" মাধ্যমে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করুন ।

৩। স্কুল প্রিন্সিপলের সাথে কথা বলার জন্য সেতু পার হউন । (ইফিষীয় ৬:৭)

সেতু পার হবার পূর্বে স্কুল প্রিন্সিপলের সাথে কথা বলার জন্য আপনাকে অবশ্যই প্রাথমিক ভাবে সিদ্ধান্ত নিন। আপনি ক্যাম্পাসে একটি আইনি অধিকারের জন্য দাঁড়াবেন, অথবা আপনি নিজেকে সমর্পণ করবেন স্কুল জরিপে জন্য ? একমাত্র উপায় হলো স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের দ্বারা স্কুলে সেবা দেওয়া। একবার যীশুর মত সেবা দেবার জন্য সিদ্ধান্ত, তাহলে আপনার পথ পরিস্কার হবে প্রিন্সিপলের সাথে সম্পর্ক গঠন করতে ।

সম্পর্ক গড়ে তুলতে এই পদক্ষেপগুলো অনুসরণ করুন :

- সাধারণভাবে দেখা করুন। একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য আপনার কিছু শিক্ষার্থীদের পিতামাতাকে সাথে নিন ।
- প্রিন্সিপলের সাথে দেখা করার পরে "ধন্যবাদ" জানিয়ে একটি চিঠি লিখুন।
- আনুষ্ঠানিকভাবে প্রিন্সিপলের কার্যালয়ে তার সাথে দেখা করার জন্য একটি সময় ধার্য্য করুন ।
- আবার, আরেকটি ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখুন।
- নিয়মিত কথা বলার মাধ্যমে সম্পর্ক গড়ে তুলুন ।

৪। স্কুলে সেবার জন্য সম্পর্কের সেতু উন্মুক্ত রাখুন। (কলসীয় ৩: ২৩-২৪)

- স্কুলে জায়গা খুঁজুন যেখানে ঈশ্বর আপনার সেবা চান:
- আপনার পছন্দনীয় এলাকা খুঁজুন অথবা এলাকার প্রয়োজন চিহ্নিত করুন ।
- তাদের প্রয়োজন জানতে শিক্ষকদের অথবা শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন ।
- আপনি যদি নিশ্চিত না হন, সময় ব্যয় করুন সাহায্য করার জন্য, চেষ্টা চালিয়ে যান স্কুলের বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রমে ।

৫। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। (যোহন ৪:১-৪২)

অধ্যায়ন করুন যীশুর আদর্শ যোহন ৪ অধ্যায় আবিষ্কার করুন কিভাবে যীশু সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন অন্যদের সঙ্গে তিনি যাদের জানেন না এবং যারা তাঁকে জানে না ।

- প্রশ্ন করুন এবং শুনুন। আপনি কারো সাথে কথা বলতে পারেন অনন্তঃ ১৫ মিনিটের জন্য এই প্রশ্নগুলো: কে, কাকে , কোথায়, কখন, কেন এবং কিভাবে?
- চাহিদাগুলো তুলে ধরুন; তারপর চাহিদা অনুসারে উৎসাহ প্রদান এবং সাহায্য করুন ।

৬। সচল সেচ্ছাসেবকগণ এবং পিতামাতাগণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। (কলসীয় ৪: ৭-১৫)

শুধু যীশুর মত, পৌল তাঁর শিষ্যদের উৎসাহিত করেছেন। কলসীয় ৪: ৭-১৫ পদে, তিনি কারো কারো নাম উল্লেখ করেছেন এবং তারা বিভিন্ন ভূমিকা পালন করছে। আপনি আপনার সেচ্ছাসেবকদের এবং পিতামাতাদের সহায়িকা হিসাবে বিনিয়োগ করছেন, আপনি তাদের সাহায্য করতে পারেন পরিচর্যার কাজ খুঁজতে স্কুলে এক অনন্য ভূমিকা পালন করতে। তাদের পরিচর্যার কাজ করার কিছু উপদানের উপর নির্ভর করবে যেমন তাদের সময়সূচি, তাদের পুরস্কার এবং আহ্বান, এবং তাদের দক্ষতা ।

- আপনার নেতৃত্বের দলকে কাজে নিযুক্ত করুন এবং ব্যবহার করুন তাদের সীমিত সময়, ছোট শিশুদের সঙ্গে কথা বলার জন্য তাদের আপনার সঙ্গে নিন ।
- স্কুলের প্রয়োজনে আপনার নেতৃত্বের দলের মানুষের উপর নির্দিষ্ট দক্ষতা খুঁজুন ।
- প্রত্যেক সপ্তাহে কয়েক ঘন্টার জন্য আপনার নেতাদের এক দল শিক্ষার্থী উপর নিযুক্ত করুন।
- পিতামাতাদেরকে সাহায্য করুন বাসায় আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের খাওয়ানোর মাধ্যমে তাদের সন্তানের বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলার জন্য।
- কলেজ ছাত্রদের/একজন ছাত্রকে নিয়োগ করুন যার অনেক সময় আছে আপনার সঙ্গে ব্যয় করার জন্য।
- প্রতিটি ক্যাম্পাসে আপনার সেচ্ছাসেবকদের প্রার্থনার দল গঠন করুন ।
- ক্যাম্পাসে অন্য খ্রীস্টান পরিচর্যার দলের সঙ্গে কমিউনিটি গঠন করুন ।

৭। সচল শিক্ষার্থীরা (প্রেরিত ৫: ৪১-৪২)

আবার, নিজেকে দেখুন একজন বর্শার অগ্রভাগ হিসাবে এবং আপনার শিক্ষার্থীদের দেখুন খাদ হিসাবে। আপনার ভূমিকা হলো আপনার নেতাদের এবং শিক্ষার্থীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং তারপর তাদের চ্যালেঞ্জ দিন যাতে তারা সজ্জিতভাবে খ্রীস্টকে তাদের বন্ধুদের কাছে তুলে ধরতে পারে।

সংস্কৃতির ভেতরে প্রবেশের উৎস

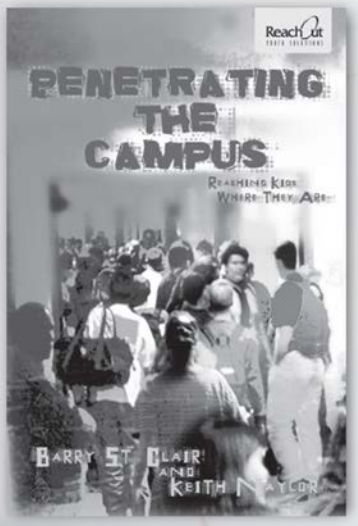

ক্যাম্পাসে প্রবেশ করা

স্কুলে– শিক্ষার্থীরা যেখানে আছে আজ সেখানেই পৌঁছানো গুরুতরভাবে প্রয়োজন! শিক্ষার্থী হিসাবে সামাজিক, মানসিক,এবং আধ্যাত্মিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় তাদের কৈশরে এবং তাদের স্কুল জীবনে অথবা হাইস্কুলে, "সেখানে" যুব নেতারা পারেন তাদের জীবনকে প্রভাবিত করতে। ক্যাম্পাসে তীক্ষ্ণ ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন যুবনেতা, পিতামাতা, এবং সেচ্ছাসেবক প্রদান করা এবং এটা আপনাকে সাহায্য করবে আপনার ব্যবহারিক পরিকল্পানাকে ছাত্রদের কাছে পৌঁছাতে।

এটা কিশোর কিশোরীদের ঈশ্বরের সঙ্গে গভীরভাবে প্রেমের সম্পর্কের যোগাযোগ করিয়ে বাস্তবিক জীবনের উপদেশ দেয় ।

এই বইটি গির্জা এবং পাবলিক স্কুলের মধ্যে সেতুবন্ধনে সাহায্য করবে -- সম্ভবত আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে আমেরিকায় ।

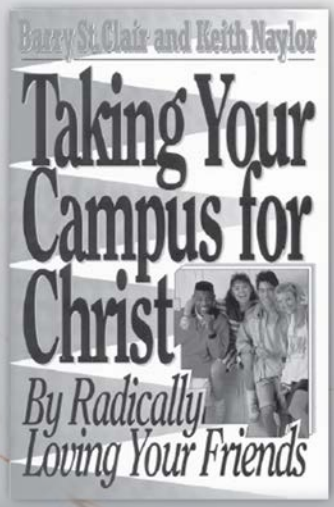

খ্রীষ্টের জন্য তোমার ক্যাম্পাস গ্রহণ

এটা যে একটি ভিত্তিগত ধারনা! এটা ঘটতে পারে । কিন্তু এটা ভিত্তিগত ভালোবাসা দিয়ে কিছু মৌলবাদী মানুষ নিতে পারে। ভিত্তিগত ভালোবাসা। যা কি অ-বিশ্বাসি শিক্ষার্থীর প্রয়োজন। এই বইয়ে, আপনার শিক্ষার্থী খুঁজে পাবে যে, কিভাবে পেতে হয় এবং কিভাবে অন্যকে দিতে হয় । ঈশ্বর তাদের কাঁধে মৃদুভাবে আঘাত করতে চান,তাদের মুখে তাঁর চেহারা পেতে, এবং তাদের চ্যালেঞ্জ নিতে বন্ধুদের ভালোবাসাতে যীশুর শক্তির মাধ্যমে। শিক্ষার্থীরাই পারে পার্থক্য তৈরি করতে তাদের স্কুলে!

খ্রীষ্টের জন্য ক্যাম্পাস গৃহণ এই বইটি আপনার ছাত্র সমাবেশে ব্যবহারিক কৌশল,সচল এবং সজ্জিত করে স্কুলে ।

এই তথ্যাবলি অর্ডার করুন- www.reach-out.org

কর্ম পরিকল্পনা

বর্তমানে... আপনি সংস্কৃতিতে প্রবেশের জন্য কি করছেন ?

সামনে অগ্রসর... এই সেশনের আবিষ্কার সাথে আপনি আপনার অনন্য কর্মের পরিকল্পনা করুন।

কেন এটা আপনার এবং নেতাদের সংস্কৃতিতে প্রবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ?

কি ধরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন সংস্কৃতিতে প্রবেশের জন্য আপনি?

কে আপনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য শ্রোতা ?

কোথায় আপনি সংস্কৃতিতে প্রবেশ করবেন ?

কখন আপনি সংস্কৃতিতে প্রবেশ করবেন?

বর্হিনাগালের সুযোগ তৈরী করুন

লক্ষ্য

যীশুকে উপস্থাপন করতে হবে

সাংস্কৃতিক-প্রাসঙ্গিক প্রচারের সুযোগের মাধ্যমে

যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের অ-বিশ্বাসী বন্ধুদের নিয়ে আসবে।

সেশন ৭

বর্হিনাগালের সুযোগ তৈরী করুন

সেশন ৭

যীশু কেন্দ্রিক

যীশু জানত কিভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হয়। যোহন লিখেছেন,

> *শেষ দিন, পর্বের প্রধান দিন, যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক। যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে।* ***যোহন ৭: ৩৭, ৩৮***

মহান গুরু আমাদের দেখিয়েছেন যে কিভাবে...

যীশুকে উপস্থাপন করতে হয়

সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রচারের মাধ্যমে

যেখানে লোকেরা তাদের অ-বিশ্বাসী বন্ধুদের নিয়ে আসবে।

আসুন, আমরা আরো গভীরভাবে দেখি যে, যীশু কিভাবে করতেন।

যীশুকে উপস্থাপন করা। ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য কুটিরোৎসব ছিল একটি আনষ্ঠানিক অনুস্মারক যে তারা মরুভূমিতে ঘুরে বেরিয়েছে যেখানে জল ছিল খুবই মূল্যবান এবং খুঁজে পাওয়া দুস্কর। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময়ে, একজন যাজক একটি কলসি নিলেন, হেঁটে নিচে সিলম পুকুরে গেলেন, এবং কলসিতে জল নিলেন। তিনি জল নিয়ে অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি বিশেষ একটি প্রবেশ পথ-জল কপাট- দিয়ে ফিরে আসলেন তখন লোকেরা পাঠ করলেন যিশাইয় ১২:৩ "এই জন্য তোমরা আহ্লাদ সহকারে পরিত্রাণের উনুই সকল হইতে জল তুলিবে।" তিনি জল নিয়ে মন্দিরে আসলেন এবং সেই বেদীতে ঢাললেন ও ঈশ্বরের কাছে নৈবদ্য স্বরূপ উৎসর্গ করলেন।

সম্ভবত সেই মুহূর্তে, যীশুর বাক্য বেজে উঠল, " যদি কেউ পিপাসিত হয়, তাহলে আমার কাছে আসিয়া পান করুক।" কেউই বার্তাটি লক্ষ্য করিতে পারেনি। সেই অনুষ্ঠানে যীশু নিজেকে জীবন জলের প্রতীক বলে ঘোষণা দিয়েছেন। এই গরম এবং ধুলিমাখা দিনে, যীশু সবাইকে তার কাছে আসতে আমন্ত্রন জানিয়েছেন এবং তাদের চাহিদা পূরণ ও পান করতে আহ্বান জানিয়েছেন। তারপর তিনি এই প্রতিজ্ঞা করলেন যে কেউ তাঁহাতে বিশ্বাস করে তাহার মধ্য থেকে জীবন জলের নদী প্রবাহিত হইবে।

যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা

যুব নেতা/নেত্রীদের নিকট আহ্বান, যীশুকে এমনভাবে উপস্থাপন করুন, যেভাবে যীশু নিজেকে উপস্থাপন করেছিলেন। সাহসী এবং আকর্ষণীয়ভাবে শিক্ষার্থীদের মাঝে উপস্থাপন করতে হবে যাতে তারা বুঝতে পারে যীশু কে এবং তারপর তাঁর সাথে পান করতে চাইবে! সৃষ্টিশীল প্রচারের মাধ্যমে যীশুকে এমনভাবে তুলে ধরতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা জীবন জলের জন্য পিপাসীত হয়।

সাংস্কৃতিক প্রাসঙ্গিক প্রচারের সুযোগের মাধ্যমে। লেবি জানত কিভাবে প্রাসঙ্গিকতার সাথে যীশুকে উপস্থাপন করা যায়। যীশুর সঙ্গে তার শুধু সাক্ষাত হয়েছিল (লূক ৫:২৭-২৮)। এটা একটা সূত্র মাত্র। বিশ্বের হারিয়ে যাওয়া শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করার প্রধান পথ হচ্ছে তারাই যারা সম্প্রতি সেই দুনিয়া থেকেই এসেছে। যখন, লেবির মতো, একজন শিক্ষার্থী "সব পরিত্যাগ করিয়া যীশুকে অনুসরন করেন," তার একটি দৃঢ় ইচ্ছা থাকবে যেন তার বন্ধুরা তার মতো করে চলে বা একই জিনিস করে।

লেবি চেয়েছিলেন যেন তার বন্ধুরাও যীশুকে জানতে পারে। সাধু লূক বর্ণনা দিয়েছেন, "পরে লেবি আপন বাটীতে তাঁহার নিমিত্ত বড় এক ভোজ প্রস্তুতি করিলেন, এবং অনেক করগ্রাহী ও অন্য অন্য লোক তাঁহাদের সঙ্গে ভোজনে বসিয়াছিল। (লূক ৫:২৯)। লেবি একটি ভোজের আয়োজন করে লোকদের আমন্ত্রন দিয়েছিলেন। যীশুকে জানার মাধ্যমে তিনি যে নতুন জীবন পেয়েছেন এটা জানানোর জন্যই তিনি লোকদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

লক্ষ্য করুন যে, লেবি একটি পরিবেশ তৈরি করলেন যেখানে সে স্বস্তি অনুভব করল তার বন্ধুদের পাশে যীশুকে পেয়ে এবং তার বন্ধুরা ভাল অনুভব করল যীশুকে তাদের কাছে পেয়ে। যুব পরিচর্যার অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বড় মুশকিল ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করা। খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষার্থীদের আগ্রহী হতে হবে, তাদের অবিশ্বাসী বন্ধুদের খ্রীষ্টের অভিজ্ঞতা লাভ করানোর জন্য। এবং অবিশ্বাসী শিক্ষার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ থাকতে হবে যীশুকে জানার বিষয়ে।

কাদের কাছে নিয়ে আসবে তাদের অবিশ্বাসী বন্ধুদের। শিষ্যরা দৃষ্টি হারিয়েছিলেন যে কিভাবে অবিশ্বাসীদের যীশুর নিকট আনতে হয়। মার্ক ১০:১৩, তারা যীশুকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন সেই শৃঙ্খলাহীন শিশুদের কাছ থেকে। লোকেরা তাদের শিশুদের যীশুর নিকট আনলেন যেন তিনি শিশুদের স্পর্শ করেন, কিন্তু তাহাতে শিষ্যেরা ভর্ৎসনা করিলেন। মাঝে মাঝে মন্ডলীর লোকেরা ভর্ৎসনাকারী হয়। তারা এমন বাধা সৃষ্টি করেন যাতে করে অনেকেই পুনরায় অবিশ্বাসী হয়ে পড়েন। মনোভাব এতটাই নিচু হয়, যে কারণে হারিয়ে যাওয়া শিশুটি অন্য কিছু চিন্তা করতে বাধ্য হয়ে এবং সে অবাঞ্ছিত অনুভব করে ।

লক্ষ্য করুন যীশু কিভাবে এরকম অবস্থার পরিবর্তন করেছেন।

> *কিন্তু যীশু তাহা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন, আর তাঁহাদিগকে কহিলেন,"শিশুদিগকে আমার নিকটে আসিতে দেও, বারণ করিও না; কেননা ঈশ্বরের রাজ্য এই মত লোকদেরই..." পরে তিনি তাহাদিগকে কোলে লইলেন, ও তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্বাদ করিলেন।"*
>
> ***মার্ক ১০:১৪-১৬***

সেশন ৭ - বর্হিনাগালের সুযোগ তৈরী করুন

শিষ্যদের মতো, আমরাও অনেক সহজে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করি তাদের কৃষ্টি, জাতীয়তা, বয়স, সঙ্গীত, মনোভাব, পোষাক ও অভ্যাস দেখে। আমরা যদি সেই কুসংস্কার নিয়ে বর্হিনাগালের সুযোগ তৈরি করি, হতে পারে জেনে বা না জেনে, আমরা অনেককেই বার্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেই। তারপর আমরা আশ্চার্যান্বিত হই যে, কেন অবিশ্বাসীরা আসে না, বা আসলেও কেন তারা কোন সাড়া দেয় না। যীশুর প্রতিনিধি হিসাবে, তার জীবন্ত আত্মা দ্বারা পরিচালিত হয়ে আমাদের একটা পথ প্রস্তুত করতে হবে যাতে এই প্রচার পরিচর্যার কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের অবিশ্বাসী বন্ধুদের নিয়ে আসতে পারে যীশুর কাছে।

লক্ষ্য করেছি আমাদের সমাজে কিছু শিশুরা আছে যারা কোন মন্ডলীতে যোগ দেয় না তারা সমাজে অবহেলিত এবং তাদের জীবন যাত্রার মানও অনেক ঝুকিপূর্ণ। অন্যদিকে আমাদের যুবদলের শিশুরা একটি নিরাপত্তা নিয়ে সমাজে বড় হয়।

এখন সময় খ্রীষ্টকে প্রচারের জন্য, তাঁকে তুলে ধরার জন্য তরুণদের এগিয়ে আসার এবং জীবনে ঝুকি গ্রহন করার। তাদের অনেকেই আছে যারা অপেক্ষা করছে মন্ডলী তাদের জন্য কিছু করবে, মন্ডলী তাদের গুরত্ব দেবে, যীশুর জন্য ঝুকি নিতে সাহায্য করবে।

পল বর্থউইক

কঠিন প্রশ্নাবলি

প্রশ্নগুলোর উত্তর দিবেন এবং ১-১০ স্কেলে নিজেকে বিচার করবেন। আপনার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে একটি অনুচ্ছেদ লিখবেন, কিভাবে আপনি আপনার অবস্থানে থেকে সাংস্কৃতিক-প্রাসঙ্গিক বর্হিনাগালের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেন, তা বর্ণনা করবেন।

১। আপনার এলাকার প্রত্যেকটি ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীদের কাছে বার্তা পৌঁছানো, এটা যে আপনার দায়িত্ব আপনি এটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেন?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

২। কিভাবে আপনি ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষার্থীদের খ্রীষ্টের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করেন এবং তাতে আপনার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করুন?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৩। আপনার শিক্ষার্থীর কত শতাংশ মনোভাব আছে এই প্রচার পরিচর্যা কাজে?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৪। পৌত্তলিক বন্ধুদের কাছে কিভাবে প্রচার পরিচর্যার কাজ করবেন ও তার সুযোগ সৃষ্টি করবেন?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৫। মোট কত শতাংশ অবিশ্বাসী শিক্ষার্থী রয়েছে যারা আপনার প্রচার পরিচর্যায় অংশগ্রহণ করে?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

৬। বর্তমানে আপনার কত শতাংশ সক্রিয় শিক্ষার্থী রয়েছে, যারা যীশুকে জানতে এসেছে গত বছরে?

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০

আমার এই অবস্থায় সাংস্কৃতিক ও প্রাসঙ্গিক বর্হিনাগালের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন:

যুব পরিচর্যার নীতিমালা

আমরা কিভাবে যীশুকে উপস্থাপন করবো

সাংস্কৃতিক-প্রাসঙ্গিক প্রচারের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে

যেখানে লোকেরা তাদের অবিশ্বাসী বন্ধুদের নিয় আসবে?

যদি আমরা শিশুদেরকে আমন্ত্রণ জানাই তাদের জীবনকে পরিবর্তন করতে যীশুর সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে তাহলে আমরা দেখবো যে, প্রায়ই আমরা যীশুকে পরিস্কারভাবে উপস্থাপন করি না, যে কারণে সাংস্কৃতিক-প্রাসঙ্গিক প্রসারে আমাদের বাচ্চাদের উপর কোন প্রভাব ফেলে না এবং কোন প্রেরণা যোগায় না তাদের অবিশ্বাসী বন্ধুদের নিয়ে আসার জন্য। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে আমরা আমাদের বর্তমান পদ্ধতির পরিবর্ত করতে পারি। এটা করতে, "৪-২-৫" এই পদ্ধতিগুলো নিতে হবে।

৪টি বৈশিষ্ট্যসমূহ

যখন আমরা সুসমাচার দেখি যে যীশু কিভাবে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। ৪টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়।

১। যীশু ছিলেন আর্কষণ সৃষ্টিকারী (মার্ক ১:৪০-৪৫)

যদিও সেই কুষ্ঠরোগী আরোগ্য লাভ করেছিল এবং একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে ছিল, কিন্তু যীশুই ছিলেন নায়ক-অনেক লোকেরা বিভিন্ন জায়গা থেকে যীশুকে দেখতে এসেছিল।

২। জনতার উদ্দীপনায় পরিপূর্ণ ছিল (মার্ক ৪:১)

তাহাতে তাঁহার নিকটে এত অধিক লোক একত্র হইল যে, তিনি নৌকায় উঠিয়া বসিলেন, এবং সমাগত লোক সকল সমুদ্রের তীরে স্থলে থাকিল।

৩। বিশ্বাসীর তাদের বন্ধুদের নিয়ে আসল যীশুর সাথে দেখা করানোর জন্য (লূক ৫:২৭-২৯)

লেবি একজন তুচ্ছ কর আদায়কারী ছিলেন, যে যীশুকে চিনেছিলেন। সে এতই আনন্দিত ছিলেন যে, তার বন্ধুদে যীশুর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে, লেবি তার সমস্ত বন্ধুদের ভোজে আমন্ত্রণ দিয়েছিলেন।

৪। জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল চিরতরে (মথি ২০:২৯-৩৪)

যখন দুইজন অন্ধ লোক চেঁচাইয়া ছিলেন দয়া পাওয়ার জন্য, তখন যীশু করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন। আর তখনই তাহারা দেখিতে পাইল ও তাঁহার পশ্চাৎ চলিল- চিরতরে পরিবর্তিত হয়েছিলেন।

২টি দৃষ্টিকোণ

শিক্ষার্থীদের জীবনে প্রচারের সর্বোচ্চ প্রভাব ফেলতে, দূরদৃষ্টি নিতে হবে। দৃষ্টিকোণ হবে এমন, যে কল্পনা করতে হবে একজোড়া বাইনোকুলার লেন্স ব্যবহার হচ্ছে। বাইনোকুলার যেমনি দূরের জিনিসকে খুব কাছে দেখতে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি একটি প্রচার পরিচর্যা কাজের মাধ্যমে আমরা খুব সহজে মানুষকে খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে আসতে পারি তা তারা খ্রীষ্ট থেকে যতদূরেও থাকুক না কেন। আমাদের অবশ্যই বাইনোকুলার দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে যেমনিভাবে বাইনোকুলারে দুটি গুরুত্বপুর্ণ লেন্স ব্যবহার হয় দেখার জন্য। বাস্তবিকপক্ষে দুটি লেন্সের মত দৃষ্টি দিতে হবে:

লেন্স ১: যীশুই কেন্দ্রবিন্দু

শিক্ষার্থীদের সাহায্য করুন যেন তারা প্রতিনিয়ত যীশুতে অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে প্রচারের মাধ্যমে। অনেক সময় আমাদের মূল বিষয় থেকে হারিয়ে যাই, যখন আমরা শুধু চিন্তা করি এটা একটা ঘটনা এবং শিক্ষার্থীল সংখ্যার উপর গুরত্ব দেই। সাফল্য সংখ্যা দ্বারা নয় কিন্তু কতজন শিক্ষার্থী যীশুর সম্মুকে আসল, যীশুকে তাদের অন্তরে জায়াগা দিল, এবং খ্রীষ্টকে অনুসরণ করল এটা দিয়ে পরিমাপ করা যায়।

লেন্স ২: উদ্দেশ্য জানা

প্রচারের সাধারণ উদ্দেশ্যটা পরিস্কার রাখুন- সাংস্কৃতিক-প্রাসঙ্গিক প্রসার সৃষ্টির মাধ্যমে যীশুকে উপস্থাপন করবেন যেখানে লোকেরা তাদের অবিশ্বাসী বন্ধুদের নিয়ে আসবে। তারপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুন প্রত্যেকটি প্রচারের নিদিষ্ট উদ্দেশ্য কি এড়িয়ে গেছেন কিনা, আমি-কেন-এসেছি-আমার-কি-করনীয়-আতিথেয়তা ছিল কিনা, মতামত কি।

৫টি বিকল্প পদ্ধতি

যখন আপনি কোন প্রচারের জন্য প্রস্তুতি নেন, পারিপার্শ্বিক দিক চিন্তা করুন, আবহমান লক্ষ্য করুন যেটি আপনারা জীবনে বিপুল সময় পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারেন। একটি প্রচারের সময় খরচ এড়ানোর জন্য আপনি পূর্ব থেকেই আপনার সমস্ত বিষয়গুলির খোঁজ খবর নিবেন এবং সেই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করবেন তারপর আপনি নির্বাচন করবেন যে, কোন বিষয়টি নিয়ে প্রচার করলে বেশি কার্যকর হবে এবং প্রয়োজনীয়।

আপনি যে বিষয়টিই বাছাই করুন না কেন, নিশ্চিত করুন যে আপনার অন্য দলের শিক্ষার্থীরা তাতে জড়িত আছে। হয়ত আপনি প্রত্যেকটি দলকে দায়িত্ব ভাগ করে দিতে পারেন যে তারা কিভাবে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করতে দায়িত্ব নিতে পারে, বা আপনি প্রত্যেককে দায়িত্ব দিতে পারেন যে তারা কিভাবে একটি বড় প্রচারের জন্য দায়িত্ব নিতে পারেন। উভয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা দায়িত্ব নিতে পারে প্রচারের জন্য এবং এই প্রক্রিয়ায় তাদের নেতৃত্বের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারে। তারা নিজেরা প্রস্তুতি নিবে, তাদের বন্ধুদের নিয়ে আসবে, অনুষ্ঠান পরিচালনা করবে, এবং সবশেষে পরিস্কার পরিচ্ছন্নের কাজ করবে।

সেশন ৭ - বর্হিনাগালের সুযোগ তৈরী করুন

১। ধার করা

এখানে নীতি হচ্ছে "সূর্যের নিচে নূতন কিছুই নাই" (উপদেশক ১:৯). অন্য কারো প্রচার থেকে কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ তুমি ধার করতে পার যেটা তুমি আগে দেখছো।

২। সৃষ্টি করা

এখানে আরেকটা নীতি হচ্ছে: লোকেরা নূতন কিছু সৃষ্টিতে বা তৈরিতে সর্মথন করে। এটা নিশ্চিত যে এটা কঠিন এবং অনেক সময় অপগনিত হয়। কিন্তু সম্পর্ক নির্মাণের পুরস্কার হিসাবে পাওয়া যায় একদল সেচ্ছাসেবক, পিতামাতা, এবং শিক্ষার্থীরা যারা কিনা প্রচারের জন্য উচ্ছাস প্রকাশ করে, পরিকল্পনা করে এবং এক সাথে এটা পরিচালনা করে।

৩। ক্রয় করা

একটি তৈরি করা অনুষ্ঠান যেটা আপনি আপনার মন্ডলীতে উপস্থাপন করতে পারেন-সঙ্গীত শিল্পীদের, বক্তাদের, নাটিকার দল, হাস্যরসাত্মক অভিনেতা এবং আরো অন্যদের আনতে পারেন। চারিপাশে খেয়াল করুন। আপনার খরচ গননা করুন এবং চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করার পূর্বে অনুষ্ঠানটি পূর্বরূপ দেখুন।

৪। ভাড়া করা

অনেক সময় ক্রয় করা অপেক্ষা ভাড়া করা বেশি সম্ভবপর হয়। আনন্দ উদ্যান, ক্ষুদ্র গলফ কোর্স, বল খেলা, সুইমিং পুল, জিমন্যাসিয়াম, বরফ স্কেটিং, এবং থিয়েটার সুযোগ করে দেয় প্রচার পরিচর্যা করার।

৫। যোগদান করা

স্থানীয় কোন অনুষ্ঠানে যোগদানের সুযোগের মাধ্যমে আপনি প্রচার পরিচর্যার উদ্দেশ্য সফল করতে পারেন-কনসার্ট, ছায়াছবি, সম্মেলন, ধর্মপ্রচার অভিযান। এই পদ্ধতিতে সকল প্রকার যৌক্তিক ঝামেলা এড়ানো যায় একটি পরিকল্পিত প্রচারের জন্য। আরো ভাল, যে আপনি সময় ব্যয় করতে পারছেন ভাল সম্পর্ক তৈরি করতে, যেটা কিনা আপনাকে সাহায্য করবে এবং আপনি উপকৃত হবেন এবং আপনাকে সরাসরি প্রচার কাজ করতে পারবেন।

যখন "৪-২-৫" (৪ বৈশিষ্ট্য, ২ দৃষ্টিকোন, ৫ বিকল্প পদ্ধতি) নিয়ে প্রার্থনা করেছেন এবং সুষ্ঠ পরিকল্পনা, যেটা আপনার একটি শক্ত ভিত্তি হয়েছে যা নিয়ে আপনি যীশুকে উপস্থাপন করতে পারেন সাংস্কৃতিক-প্রাসঙ্গিক প্রসারে সুযোগের মাধ্যমে যেখানে যবুক-যুবতীরা তাদের অবিশ্বাসী বন্ধুদের আনার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

শুধু প্রচার দ্বারা শিশুদের বিরক্ত করবেন না।

জিম রেবার্ণ

ব্যবহারিক পদক্ষেপ

আপনার পাতিহাঁসগুলোর একটি সাড়ি তৈরি করুন

আপনার প্রচার উদ্দেশ্য পূরণ করার জন্য একটি প্রচার পরিকল্পনা দল গঠন করুন যেখানে লিডারদের দলে থেকে কেউ থাকবে, পিতামাতা থাকবে, এবং সুশৃঙ্খল ছাত্ররা থাকবে। তারা সৃজনশীল ধারণা দিবে।

আপনার প্রচার পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক সৃজনশীলতা আনতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক অনুসরণ করতে হবে "স্টোরিবোর্ডিং। যেমনিভাবে আপনি পরিকল্পনা করেছেন যে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আপনি অনুসরণ করবেন, প্রত্যেককে একটি করে ছোট কাগজ বিতরণ করেন যাতে তারা তাদের বিভিন্ন ধারণা লিখবে। এরপর সবার ধারণাগুলো একত্র করে বোর্ডে লাগান।

আপনার নেতৃত্বদানকারী দল, পিতামাতার দল এবং শিক্ষার্থী দলকে এই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে সাহায্য করুন।

১। **উদ্দেশ্য:** এই প্রচারের মূল উদ্দেশ্য কি?

২। **লক্ষ্য:** আপনার প্রচারে নিদিষ্ট শ্রোতা বা দর্শক কারা?

৩। **মূল বিষয়:** আপনার প্রচারে নিদিষ্ট মূল বিষয় কি?

৪। **লক্ষ্য:** আপনার প্রচারের নিদিষ্ট লক্ষ্য কি?

৫। **ধারণা:** আপনি কি নিদিষ্ট সৃষ্টিশীল কোন ধারণা ব্যবহার করবেন?

প্রতেক্যের ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করুন, তারপর সেখান থেকে প্রধান পাঁচটি বেছে নিন। দেখুন সবাই এই পাঁচটি ধারণার উপর একমত আছে কিনা। সেগুলো একটি বোর্ডে লাগান এবং আপনার দলে আলোচনা করুন কিভাবে এইগুলো কাজে লাগাবেন আপনার টার্গেট শ্রোতাদের বা দর্শকদের জন্য।

৬। **উপায়:** নিদিষ্ট কোন ব্যক্তি বা জিনিসের প্রয়োজন আছে কিনা প্রচারের জন্য?

৭। **উৎপাদন:** আপনার অনুষ্ঠানটি কেমন হবে বলে মনে হচ্ছে? কার কি দায়িত্ব রয়েছে এই কাজে? তারা কখন তাদের দায়িত্ব পালন করবে?

আপনার পাতিহাঁসগুলোকে একই দিকে পরিচালনা দিন

প্রচার কাজ করায় অনেক জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়, সুষ্ঠ প্রচার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করার জন্য এক বা একাধিক বার সমেবত হতে হয়। আপনার দলকে একই পথে পরিচালিত করার জন্য তাদের সাথে আপনার যোগাযোগ রাখতে হবে এবং কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা তাদের সাথে সহভাগ করতে হবে। আপনার ধারণাগুলো ছোট কাগজে বা সাদা বোর্ডে লিখে তাদের দেখাতে পারেন। আপনার সমস্ত পরিকল্পনা প্রক্রিয়া যেন সবার দৃষ্টিতে থাকে এবং এই পরিকল্পনায জড়িত সবাই যেন একই দিকে অগ্রসর হতে পারে।

যতক্ষণ না আপনার প্রচার পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে সফল না হয় ততক্ষন আপনি আপনার পরিকল্পনা দল নিয়ে প্রার্থণাপূর্বক প্রচারে এগিয়ে যান। আপনি আপনার দলকে আমন্ত্রণ জানান প্রার্থনা করার জন্য এই প্রচার পরিচালনা কাজের জন্য।

পিতঃ, আমরা যীশুকে প্রচার করতে ইচ্ছা করি
একটি সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুষ্ঠানে মধ্য দিয়ে
যেখানে আমাদের অবিশ্বাসী বন্ধুরা তোমাকে জানতে পারবে,
তুমি আমাদের পরিচালনা দেও ও সাহায্য কর,
আমেন।

প্রচার কাজের মাধ্যমে খুব সহজেই যীশুকে চিনতে পারে!

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য স্মরণ করুন; প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের, প্রতিটি শিক্ষার্থীকে জানাতে হবে যীশুর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে জীবন পরিবর্তন হয়।

বর্হিনাগালের সুযোগের জন্য বিভিন্ন পন্থা তৈরি করুন

চুম্বকের প্রভাব (আকৃষ্ট করার শক্তি)

আপনার প্রচার এমনভাবে তৈরি করুন যা যীশুর প্রতি শিশুদের আকৃষ্ট করবে আপনি অবিশ্বাসী শিক্ষার্থীদেরও আকৃষ্ট করতে পারেন প্রচারের মাধ্যমে। আপনাকে দেখাবে চুম্বকের প্রভাব কিভাবে কাজ করে !

ব্যারি এসটি, ক্লেয়ার একটি সহজ কিন্তু শক্তিশালী কৌশল এবং প্রচারের বিভিন্ন পন্থা দিয়েছেন যেটাকে বলা হয় চুম্বকের প্রভাব (আকৃষ্ট করার শক্তি)। যুব নেতারা তাদের শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকটি কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিবে এবং তাদেরকে প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করে যেটা কিনা তাদের বন্ধুদের যীশুর কাছে নিয়ে আসতে সাহায্য করবে ।

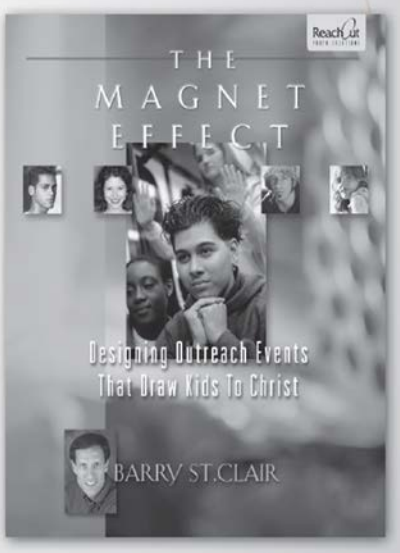

চুম্বক প্রভাব (আকৃষ্ট করার শক্তি) একটি পন্থা যেটা একটি প্রাপ্তবয়স্ক সেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত ও নির্বাচন করতে, এবং শিক্ষার্থী দল, প্রচার পরিকল্পনা করা, একটি বাস্তবসম্মত বাজেট তৈরি করা, প্রচার পরিচালনা করা, এবং অনুষ্ঠান কার্যকর করতে যা যা করনীয় তাতে সাহায্য করবে। প্রচার অনুষ্ঠান পরিকল্পনাকারীকে সব লিডারদের সাথে অন্তর্ভুক্ত থেকে সমস্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গে চলতে হবে।

আরো জানতে ক্লিক করুন www.reach-out.org

কার্যকর পরিকল্পনা

বর্তমানে ... আপনি কি করছেন প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য?

সামনে অগ্রসর হতে... আপনি এই সভাগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি খুঁজে বের করুন এবং একটি নতুন কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহন করুন।

কেন আপনারা এবং আপনার দলনেতাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করা?

কি লক্ষ্য আপনার প্রচারের সুযোগ সৃষ্টিতে?

কারা সেই নিদিষ্ট অবিশ্বাসী যাদের আপনার শিক্ষার্থীরা আমন্ত্রন করবে আপনার আগামী প্রচার অনুষ্ঠানে?

কোথায় আপনার পরবর্তী প্রচারের সুযোগ হবে?

কখন আপনি আপনার পরবর্তী প্রচার উপস্থাপন করবেন?

সব একত্রিকরণ

লক্ষ্য

আপনার যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা কার্যের
ঈশ্বরের অনন্য পরিকল্পনা আবিস্কার করা

সব একত্রিকরণ

কিভাবে আপনি যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা কাজের সকল পরিকল্পনা একসঙ্গে কাজে লাগাবেন?

যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা কাজে আপনি যা আবিস্কার করেছেন তা নিয়ে চিন্তা করুন, আপনার জীবন এবং পরিচর্যা কাজ কেমন, সেটা কি যীশুর সাথে সামঞ্জস্যপূণ আছে? আপনার কি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত প্রথম থেকে (পরিচর্যা কাজের উপাদান) বাস্তবায়ন করতে (পরিচর্যা কাজের উপাদান ব্যবহার করা)?

কিছুটা সময় বের করে আপনার নোটগুলো পর্যালোচনা করুন এবং বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য কর্ম পরিকল্পনার পৃষ্ঠাগুলো পুনরায় দেখুন। চিন্তা করুন এটি একটি "জানার জন্য ব্যক্তিগত পথচলা"। কিছু সময় যাপনে আলাদা হউন এবং ঈশ্বরের সঙ্গে একাকী সময় যাপন করুন। আপনার সমস্ত কর্ম পরিকল্পনা অন্য একটি পৃষ্ঠায় একত্র করুন, আপনার পরিচর্যা কাজের প্রত্যেকটি কৌশলগত উপাদান সঙ্গে রাখুন।

আপনার সংক্ষিপ্ত কর্ম পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসমূহ এবং প্রত্যেকটি সেশন থেকে নেওয়া কর্ম পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসমূহ একত্রে করুন যেন আপনি আপনার কাজের জন্য ব্যবহার করতে পারেন এবং সেটা আপনাকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে।

সংক্ষিপ্ত কর্ম পরিকল্পনা

আপনার ব্যবহারের জন্য সংক্ষিপ্ত সব কর্ম পরিকল্পনাগুলো পরের পৃষ্ঠায় রাখুন এবং অন্যান্য সব কর্ম পরিকল্পনার পৃষ্ঠাগুলো একইসাথে নথিভুক্ত করুন যেন আপনি তা ব্যবহার করতে পারেন। যেমনিভাবে আপনি প্রতিটি সেশন পর্যালোচনা করবেন, একটি প্রধান বিষয় চিহ্নিত করুন এবং তিনটি পদক্ষেপ খুঁজে বের করুন। আপনি একটি পদক্ষেপে বৃত্ত আকুন যেটা দিয়ে আপনার কাজ শুরু হবে। এই বিষয়গুলো সারসংক্ষেপকারে একটি নোট তৈরি করুন এবং আপনার সঙ্গে সঙ্গে রাখুন আপনার অন্যন্য কর্ম পরিচালনার জন্য। বিশেষভাবে---

- দৈনিক প্রার্থনায় স্মরণ রাখুন আপনার কর্ম পরিকল্পনা এবং আপনার পরিচর্যার কাজ ।
- আপনার কর্ম পরিকল্পনা লিখুন এবং পরিচর্যা কাজের জন্য মন্ডলীর যাজক ও লিডাদের কাছে উপস্থাপন করুন।

দুইটি কর্ম পরিকল্পনার সারাংশ সংযুক্ত করা হইল।

কর্ম পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসমূহ

যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা পরিকল্পনায়, কর্ম পরিকল্পনার পৃষ্ঠাসমূহ এখন ও অন্য সময়ে ব্যবহার করুন এবং পুরনালোচনা ও পরিমার্জন করুন যদি প্রয়োজন হয়। এই পৃষ্ঠাগুলির একটি নিদিষ্ট মূল্য তখনই হবে যখন আপনি পুনরায় মূল্যায়ন করবেন এবং আপনার পরিচর্যার লক্ষ্য অর্জনে নতুন বছরে ব্যবহার করবেন।

কর্ম পরিকল্পনার সারাংশ

খ্রীষ্টের সাথে গভীর সম্পর্ক	
অন্তদৃষ্টির চাবিকাঠি	কর্মের ধাপঃ ১. ২. ৩.
আবেগ দিয়ে প্রার্থনা করুন	
অন্তদৃষ্টির চাবিকাঠি	কর্মের ধাপঃ ১. ২. ৩.
নেতৃবৃন্দ গঠন করুন	
অন্তদৃষ্টির চাবিকাঠি	কর্মের ধাপঃ ১. ২. ৩.
শিক্ষার্থীদের শিষ্যকরণ	
অন্তদৃষ্টির চাবিকাঠি	কর্মের ধাপঃ ১. ২. ৩.
সংস্কৃতি সম্পর্কে জানুন	
অন্তদৃষ্টির চাবিকাঠি	কর্মের ধাপঃ ১. ২. ৩.
বর্হিনাগালের সুযোগ তৈরি করুন	
অন্তদৃষ্টির চাবিকাঠি	কর্মের ধাপঃ ১. ২. ৩.

কর্ম পরিকল্পনার সারাংশ

খ্রীষ্টের সাথে গভীর সম্পর্ক	
অন্তদৃষ্টির চাবিকাঠি	কর্মের ধাপঃ ১. ২. ৩.
আবেগ দিয়ে প্রার্থনা করুন	
অন্তদৃষ্টির চাবিকাঠি	কর্মের ধাপঃ ১. ২. ৩.
নেতৃবৃন্দ গঠন করুন	
অন্তদৃষ্টির চাবিকাঠি	কর্মের ধাপঃ ১. ২. ৩.
শিক্ষার্থীদের শিষ্যকরণ	
অন্তদৃষ্টির চাবিকাঠি	কর্মের ধাপঃ ১. ২. ৩.
সংস্কৃতি সম্পর্কে জানুন	
অন্তদৃষ্টির চাবিকাঠি	কর্মের ধাপঃ ১. ২. ৩.
বর্হিনাগালের সুযোগ তৈরি করুন	
অন্তদৃষ্টির চাবিকাঠি	কর্মের ধাপঃ ১. ২. ৩.

খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশের কার্য পরিকল্পনা

বর্তমানে...খ্রীষ্টের সঙ্গে আরো গভীরে প্রবেশের জন্য আপনি কি করছেন?

আগামীতে...এই সেশন থেকে আপনার আবিস্কারগুলো লিপিবদ্ধ করুন, যার মাধ্যমে আপনি এক অনন্য বাস্তব পরিকল্পনা করতে পারেন।

কেন খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশ করা আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

কি লক্ষ্য আপনি নির্ধারণ করবেন খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশ করতে?

কে আপনার দায় ভার গ্রহণ করবে খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশের জন্য?

কোথায় আপনি খ্রীষ্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশের জন্য?

কখন আপনি আপনার সঙ্গীদের নিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে গভীরে প্রবেশের জন্য গোল হয়ে বসবেন?

আবেগের সঙ্গে প্রার্থনার কার্য পরিকল্পনা

বর্তমানে. . .আপনি আবেগপূর্ণ প্রার্থনার জন্য কি করছেন?

অগ্রসর হতে . . .সেশন থেকে আপনার আবিস্কারগুলো তালিকাভুক্ত করুন এবং একটি অনন্য কার্য পরিকল্পনা করুন।

কেন আপনার পরিচর্যায় আপনার এবং অন্যদের জন্য আবেগপূর্ণ প্রার্থনার প্রয়োজন?

কি লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন আবেগপূর্ণ প্রার্থনার জন্য আপনার পরিচর্যায় আপনি আপনার জন্য এবং অন্যদের জন্য?

কারা আপনার ত্রয়ী প্রার্থনায় যোগদান করবে, এবং আপনার পরিচর্যায় কে অন্য আরো ত্রয়ী প্রার্থনা দল গঠন করতে শুরু করবে?

কোথায় আপনার ত্রয়ী প্রার্থনার দল সাক্ষাৎ করবেন প্রার্থনার জন্য?

কখন আপনার ত্রয়ী প্রার্থনার দল সাক্ষাৎ করবেন?

নেতৃত্ব গঠনের কার্য পরিকল্পনা

বর্তমানে ... আপনি নেতাদের গঠন করতে কি করছেন ?

সম্মুখে অগ্রসর ... এই অধিবেশন থেকে আপনি আবিষ্কার করে নেন এবং আপনার একটি কার্য পরিচালনার পরিকল্পনা করুন ।

কেন নেতাদের গঠন করা গুরুত্বপূর্ণ ?

কি ধরণের উদ্দেশ্য স্থাপন করবেন আপনি নেতাদের তৈরী করতে?

কাদের আপনি নেতা হিসাবে গঠন করবেন?

কোথায় আপনি মিলিত হবেন আপনার নেতৃত্ব দলের সঙ্গে ?

কখন আপনি আপনার নেতৃত্ব দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে শুরু করবেন এবং নিয়মিত করবেন?

শিক্ষার্থীদের শিষ্যকরণ কার্য পরিকল্পনা

বর্তমানে ... আপনি কি শিক্ষার্থীদের শিষ্য করছেন?

সম্মুখে অগ্রসর ... এই অধিবেশন থেকে আপনি আবিষ্কার করে নেন এবং আপনার একটি কার্য পরিচালনার অন্যান্য পরিকল্পনা করুন ।

কেন এটা আপনার শিক্ষার্থী শিষ্যদের, সেচ্ছাসেবকদের, পিতামাতাদের,জন্য গুরুত্বপূর্ণ ?

কি লক্ষ্য স্থাপন করবেন শিষ্য শিক্ষার্থীদের জন্য ?

কে আপনার শিষ্য শিক্ষার্থী এবং কে নেতা, কে অন্যান্য শিক্ষার্থীদের শিষ্য করবে ?

কোথায় আপনি মিলিত হবেন আপনার শিষ্যত্ব দলের সঙ্গে ?

কখন আপনি আপনার শিষ্যত্ব দল শুরু করবেন এবং সব সময় চালিয়ে যাবেন ?

সংস্কৃতিতে প্রবেশের কার্য পরিকল্পনা

বর্তমানে... আপনি সংস্কৃতিতে প্রবেশের জন্য কি করছেন ?

সামনে অগ্রসর... এই সেশনের আবিষ্কার সাথে আপনি আপনার অনন্য কর্মের পরিকল্পনা করুন।

কেন এটা আপনার এবং নেতাদের সংস্কৃতিতে প্রবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ?

কি ধরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন সংস্কৃতিতে প্রবেশের জন্য আপনি?

কে আপনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য শ্রোতা ?

কোথায় আপনি সংস্কৃতিতে প্রবেশ করবেন ?

কখন আপনি সংস্কৃতিতে প্রবেশ করবেন?

বর্হিনাগালের সুযোগ তৈরির কার্যকর পরিকল্পনা

বর্তমানে ... আপনি কি করছেন প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য?

সামনে অগ্রসর হতে... আপনি এই সভাগুলো থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি খুঁজে বের করুন এবং একটি নতুন কার্যকরী পরিকল্পনা গ্রহন করুন।

কেন আপনারা এবং আপনার দলনেতাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি করা?

কি লক্ষ্য আপনার প্রচারের সুযোগ সৃষ্টিতে?

কারা সেই নিদিষ্ট অবিশ্বাসী যাদের আপনার শিক্ষার্থীরা আমন্ত্রন করবে আপনার আগামী প্রচার অনুষ্ঠানে?

কোথায় আপনার পরবর্তী প্রচারের সুযোগ হবে?

কখন আপনি আপনার পরবর্তী প্রচার উপস্থাপন করবেন?

সর্বাধিক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

সর্বাধিক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

যীশু কেন্দ্রিক যুব পরিচর্যা সম্পর্কিত
সর্বাধিক জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

এই অনুচ্ছেদে সব প্রশ্নাবলী বর্তমান এবং খুবই গুরুত্বপূর্ন বিষয় যেটা আপনি আপনার জীবনে এবং পরিচর্যা কাজের সময় সম্মুখীন হন। এর নিগুঢ়তত্ত্ব ও বিস্তারিত উত্তর পাওয়া যাবে প্রত্যেকটি সেশনের **কার্যপ্রণালী** (রিসোর্স) থেকে যেটাকে বলা যায় প্রচারের প্রসাধনী (কার্য সম্পাদনে ব্যবহৃত যন্ত্র)। অনেক কিছু জানতে ও আবিস্কার করতে এই কার্যপ্রণালী ব্যবহার করুন এবং অন্যদের নির্দেশ দেন ব্যবহার করার জন্য।

আরো জানতে ক্লিক করুন www.reach-out.org.

ঈশ্বরের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক/আবেগ সহকারে প্রার্থনা

১। আমি কিভাবে জানব যে আমি ক্ষমা করেছি?

যখন আমরা ক্ষমা করতে না পারি তখন ঈশ্বরের ভালবাসা এবং তাঁর জীবন আমাদের মধ্যে থাকে না। মাঝে মাঝে ক্ষমা লাভ করা খুব কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের বিনামূল্যে দিয়েছেন। যীশুকে সেই পক্ষাঘাতগ্রস্তকে নির্ভয়ে বলেছেন যে, তার পাপ ক্ষমা হয়েছে। তিনি এটাই প্রমান করেছেন যে তাঁর পাপ করার ক্ষমতা আছে, যীশু তাকে সুস্থ করেছেন (মার্ক ২:১-১৩)। ঈশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করেছেন: যদি আমরা আপন আপন পাপ স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ধার্মিক, সুতরাং আমাদের পাপ সকল মোচন করিবেন ও এবং আমাদিগকে সমস্ত অধার্মিকতা হইতে শুচি করিবেন। (১ যোহন ১:৯)। সুতরাং যদি আমরা ক্ষমা পেতে চাই, আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি এবং ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাঁর একমাত্র পুত্র যীশু খ্রীষ্ট ক্রুশে জীবন দিয়েছেন আমাদের পাপের ক্ষমার জন্য।

প্রায়ই আমরা সমস্যার সম্মখীন হই নিজেদের ক্ষমা করতে। আমরা পাপ স্বীকার করি কিন্তু আমাদের মধ্যে অপরাধবোধ থাকে। যখন খ্রীষ্ট মরেছেন, তিনি শুধু পাপের জন্য জীবন দেননি কিন্তু আমাদের সকল অপরাধের জন্য জীবন দিয়েছে। আমাদের জীবনের সকল পাপ এবং অপরাধকে দূর করার প্রয়োজন রয়েছে। "পশ্চিমদিক্ হইতে পূর্বদিক যেমন দূরবর্তী, তিনি আমাদের হইতে আমাদের অপরাধ সকল তেমনি দূরবর্তী করিয়াছেন।" (গীত ১০৩:১২)

২। আমি কিভাবে অন্যের কাছ থেকে ক্ষমা চাইব, এবং অন্যকে কিভাবে ক্ষমা করব?

ক্ষমা প্রার্থনা: ঈশ্বর আমাদের যেভাবে ক্ষমা করেছেন, বাইবেল আমাদের বলে আমরা যেন ঠিক একই ভাবে অন্যদের ক্ষমা করি। ক্ষমা পাওয়া ও ক্ষমা করা ছাড়া আমরা ঈশ্বরের সাথে এবং অন্যদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়তে পারি না। অন্যের কাছ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে আমরা যীশুর নির্দেশাবলী অনুসরণ করতে পারি, যেটা পাওয়া যায় মথি ৫:২৩-২৪।

- **স্মরণ করুন:** আপনার ভাইয়ের কি আপনার বিরুদ্ধে কোন ক্ষোভ আছে? প্রভুকে জিজ্ঞাসা করুন এবং তিনি আপনাকে দেখিয়ে দিবেন কার সাথে আপনার খারাপ সম্পর্ক রয়েছে।
- **সমঝোতা:** নম্রতা ও অনুশোচনার মনোভাব নিয়ে আপনি অন্যের কাছে যান এবং ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এটা খুব গুরত্বপূর্ণ যে সঠিকভাবে, অনুরোধ সহকারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এটা বলা উচিত নয় "আমি দুঃখিত" বা "যদি আমার ভূল হয়ে থাকে"। সাধারণভাবে বলতে হবে "আমার ভূল হয়েছে"। বিশেষভাবে বলতে হবে আপনি কি ভূল করেছেন। তারপর বলুন, "আপনি কি আমাকে ক্ষমা করবেন?" আপনার এই ব্যবহারে আপনার প্রতি সহানুভবতা কাজ করবে এবং আপনাকে ক্ষমা করবে।

ক্ষমা দান: একজন ব্যক্তি যিনি আপনার প্রতি অবিচার করেছে, তাকে ক্ষমা করতে যীশু নির্দেশ অনুসরন করুন মথি ৭:৩-৫ এবং ১৮:১৫-১৮। যখন কেউ আপনাকে আঘাত করে, এটা নিশ্চিত যে তখন আপনি অনেক হতাশায় ভোগেন, এবং আপনার মধ্যে ক্রোধ ও তিক্ততা কাজ করে। ঈশ্বরকে বলুন "আপনার নিজের চোখের কড়িকাঠ বাহির করিতে" যাতে আপনি অন্যদের ক্ষমা দান করতে পারেন। এটা করুন, আপনার চেয়ারে সামনে একটি শূন্য চেয়ার রাখুন, এবং কল্পনা করুন সেই লোকটি এই চেয়ারে বসা। আপনার সমস্ত দুঃখ কষ্ট তার সাথে সহভাগ করুন। তারপর ক্ষমার কথা বলুন, "আমি আপনাকে ক্ষমা করেছি কারন-----"। অতপর আপনি যখন সেই লোকের কাছে যাবেন এই প্রসঙ্গ নিয়ে, খ্রীষ্টিয় ভালবাসা আপনার মধ্যে থাকবে কারণ ইতিমধ্যে আপনার হৃদয়ে কাজ করেছে এবং সকল সসম্যার সমাধান পেয়েছেন এবং আপনি ক্ষমা করেছেন।

ক্ষমা করা এবং ক্ষমা পাওয়া কোন ছোট বা সাধারণ বিষয় নয়। কারো জন্য, এটা সবচেয়ে কঠিন এবং অত্যধিক কঠিন একটা কাজ বলে মনে করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও, ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা করেছেন যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে। যেহেতু তিনি আমাদের ক্ষমা করেছেন, আমাদেরও সুর্বণ সুযোগ রয়েছে শুধু অন্যদের ক্ষমা করা না বরং অন্যের কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার।

৩। কিভাবে আমি আমার জীবনের ভূল আচরণ পরিবর্তন করতে পারি?

সাধারণত আমরা নিজেদের বদলাতে পারি না; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের পরিবর্তন করেন। গালাতীয় ২:২০-২১ পদ সঠিক নির্দেশনা দেয় যে আমাদের আচরণ কেমন হওয়া উচিত। ২১ পদে দেখায় কিভাবে খুব সহজেই আমাদের আচরনের পরিবর্ত করি। আমরা ভূলে যাই ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা, কারন চিন্তা করি সব পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে আমরা সক্ষম। কিন্তু যখন আমরা তা করি, আমরা ঈশ্বরকে বলি, "খ্রীষ্ট অকারণে মরিলেন।" নিজেদের পরিবর্তনের প্রধান চাবিকাঠি হলো "ঈশ্বরের অনুগ্রহ।"

বর্ণনা করুন যে, ঈশ্বরের অকৃত্রিম ক্ষমতা যা ক্রুশ ও পুনরুত্থানের মাধ্যমে আপনাকে দিয়েছেন। বিশেষভাবে গালাতীয় ২:২০ পদ এখানে প্রযোজ্য। আমাদের ব্যবহার ও আচরনে পরিবর্তন আনতে, দুটি উল্লেখযোগ্য সত্য গ্রহণ করতে হবে:

- যখন খ্রীষ্ট মরিলেন, আমারও মৃত্যু হয়েছে।"আমি খ্রীষ্টের সহিত ক্রুশবিদ্ধ হয়েছি।"
- যখন খ্রীষ্ট পুরুত্থিত হয়েছেন, আমিও পুনরুত্থিত হয়েছি। খ্রীষ্টের মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে তিনি তার আত্মাকে দিয়েছেন আর এখন "খ্রীষ্ট আমার মধ্যে আছে।"

খ্রীষ্ট স্বয়ং আমাদের মধ্যে বাস করেন তাঁর আত্মা দ্বারা। তাই এখন, কিভাবে আমরা আমাদের জীবন যাপন করব? "ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাসে রেখে"। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার উপর আমাদের আস্থা রাখি: আমি মৃত, তাই আমি কোনকিছু পরিবর্তন করতে পারব না। কিন্তু খ্রীষ্ট আমাদের মধ্যে বাস করেন, তাই সবকিছুই পরিবর্তন করতে পারেন। খ্রীষ্ট আমাদের "ধার্মিক" করেন (যদি আমরা তাঁর সম্পর্কে যুক্ত থাকি), তাই আমরা আমাদের সঠিক ব্যবহার ও আচরণ অধিকার করতে পারি।

৪। কি করব যদি আমি আমার জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করতে না পারি?

কখনও কখনও মানুষের জীবনে কিছু সমস্যা থাকে যেটা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্ম পর্যন্ত বয়ে বেড়ায়। এরকম কঠিন সমস্যার সমাধান করনে অন্য কারো সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন হয় এবং যে জানে কিভাবে খ্রীষ্টিয় উদাহরণ ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে হয়। সাহায্যের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে খুঁজে বের করুন:

- স্মরণে রাখবেন পবিত্র আত্মাই প্রধান সহায় (যোহন ১৪:১৫-১৮)
- ঈশ্বরের কাছে এমন একজন ব্যক্তিকে যাঞ্চনা করুন যে আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিবেন।
- এমন পরামর্শদাতা খুঁজে বের করুন যে খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক, কিন্তু মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল নয়।
- নতুন জীবন, নিরাময় এবং মুক্তির জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।

৫। ঈশ্বরকে ভালভাবে জানার জন্য আমি কি পদক্ষেপ নিতে পারি?

খ্রীষ্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।আমাদের প্রত্যেকে ভিতরে জীবন কূপ রয়েছে।"যে কেহ এই জলপান করে তাহার আবার পিপাসা পাইবে। (যোহন ৪:১৩)। আমাদের কাজের দ্বারা প্রকাশ করি আমরা কে? এই কারণে, যীশুকে আমাদের বেশি গুরত্ব দিতে হবে এবং আমাদের অন্তরে তাঁকে সর্বদা রাখতে হবে।

জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করা অভ্যাস করতে হবে। একটি উপায়ে এটা করা যায়"আধ্যাত্মিক শ্বাসপ্রশ্বাস"। যেমনি ভাবে আমরা শারীরিক ভাবে জীবিত আছি এই শ্বাসপ্রশ্বাসের মাধ্যমে, তেমনি ভাবে খ্রীষ্টের সঙ্গে সম্পর্ক আরো সুন্দর ও সজীব করতে পারি আধ্যাত্মিক শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে। আমরা আমাদের পাপ স্বীকার করি, ১যোহন ১:৯ পদের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী, এবং পবিত্র আত্মাকে আমাদের মধ্যে স্থান দেই, ইফিষীয় ৫:১৮ পদ অনুযায়ী। আমরা মাঝে মাঝে এই আধ্যাত্মিক শ্বাসপ্রশ্বাস অনুশীলন করতে পারি যেটা আমাদের সচেতন করবে এবং ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারব।

এই নিয়মানুবর্তিতা এবং অভ্যাস আমাদের সাহায্য করবে যীশুকে জানতে এবং তাঁর জীবন আমাদের ভিতর এবং বাহিরে প্রকাশ পাবে।

- প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০ মিনিট সময় একাকি ঈশ্বরের সহিত যাপন করুন ।
- প্রতিনিয়ত আবেগ দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন, এবং প্রার্থনায় সেই কৌশলগুলো অনুসরণ করুন যা আপনি সেশন থেকে শিখেছেন।
- ঈশ্বরের বাক্য আয়ত্ব/মুখস্ত করুন। মুখস্তের মাধ্যমে আপনি ঈশ্বরের বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে পারেন। সপ্তাহে একটি করে পদ মুখস্ত করে শুরু করুন এবং পরে আরোএকটু বেশি পদ মুখস্ত করুন এবংএই পদ মুখস্ত করা আপনার অভ্যাসে পরিণত করুন।
- আপনার মুখস্ত করা পদগুলো নিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন।
- একটি অর্ধদিবস বা পূর্ণদিবস রাখুন প্রার্থনা এবং উপবাসের জন্য।
- অনুপ্রেরণাদায়ক পুস্তক পাঠ করুন যা আপনাকে খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক রাখতে, বিশেষ করে ভক্তিমূলক পুস্তক যেমন-My Utmost for His Highest. আপনার সাথে সব সময় একটি পুস্তক রাখুন এবং প্রতিদিন একটি করে অধ্যায় পড়ে শেষ করুন।

নেতৃবৃন্দ গঠন

১। কিভাবে আমি গুনসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক নেতাদের নিয়োগ দিব?

অধিকাংশ লোক নিজেদেরকে অযোগ্য মনে করে নেতৃত্ব দেওয়ায়, বিশেষ করে যুবপরিচর্যা কাজে। প্রায়ই তারা অসস্থি বা আতঙ্কিত অনুভব করে। নিয়োগের সময় লোকেদের ভয় কমান গুরুত্বপূর্ণ। তাদেরকে জানান যে, আপনি এমন কোন নেতা খুজছেন না যে, ইতিমধ্যে প্রশিক্ষিত বা শিশুদের নিয়ে কাজ করায় দক্ষ; বরং একন কাউকে খুঁজছেন যার মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার সম্ভবনা আছে, যে নতুন কিছু শিক্ষতে আগ্রহী। আপনি এমন কাউকে খুঁজছেন যে কিনা-বিশ্বস্ত, শিখতে আগ্রহী, এবং সময় দিতে পারবে। তারা জানুক যে, তাদেরকে আপনি যুব পরিচর্যা কাজের জন্য ব্যবহার করবেন।

নেতা নিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি প্রত্যেক ব্যক্তিকে পৃথকভাবে জানা। তাদেরকে বলুন, আপনি একটি নেতৃত্বদানকারী দল শুরু করছেন যুব পরিচর্যা কাজের জন্য। খ্রীষ্টের সঙ্গে এবং দলের একে অন্যের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক স্থাপনে আমরা নিয়মিত মিলিত হবো এবং শিখব যে কিভাবে আমরা শিশুদের চাহিদা পূরণ করবো যেমনি ভাবে যীশু করেছিলেন। এটা যুব পরিচর্যা কোন সাধারন সভা নয়, কিন্তু এটা সময় তাদের ব্যাক্তিগত বৃদ্ধিলাভ ও পরিচর্যার বৃদ্ধিলাভ করনে প্রশিক্ষনের সময়। এই পরিচর্যা কাজে তাদের গত কয়েকদিনের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: ভাল সেচ্ছাসেবক হিসেবে পিতামাতাদের সর্বাধিক সম্ভবনা আছে কারন তারা তাদের সন্তানদের প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী। তাই নেতৃত্বদানকারী দল গঠনে পিতামাতাদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২। নেতৃত্বদানকারী দলে আমার অন্যান্য প্রাপ্তবয়স্ক নেতাদের কি অংশগ্রহণের প্রয়োজন আছে?

শুরুতে আপনি এমন লোকদের খুঁজে রেব করুন যারা অনুপ্রাণিত, এবং সত্যিই অংশগ্রহণের ইচ্ছা আছে। তারা সমগ্র পরিচর্যা কাজের জন্য পরিবেশ তৈরি করবে। আপনার নেতৃত্বদানকারী দলে যদি এমন কেউ থাকে যে অনুপ্রাণিত বা উদ্দেশ্য প্রণোদিত না, তাহলে তারা দলের বাকিদের উৎসাহ, উদ্দীপনা কমিয়ে দিবে। এতে সমগ্র পরিচর্যা কাজের ক্ষতি হবে। কিন্তু যদি উৎসাহী ও অনুপ্রাণিত লোক থাকে তারা একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করবে শিশুদের পরিচর্যা কাজে।

পরে যখন আপনি আরো বেশি নেতার নিয়োগ দিবেন তখন আবারও আপনি তাদেরকেই নিয়োগ দিউন যারা উৎসাহী ও অনুপ্রাণিত। এমনি ভাবে, আপনার সকল নেতাবৃন্দরা অনুপ্রাণিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে। এই সময়ে নেতারা অনুভব করবে নেতৃত্বদানকারী দলে অংশগ্রহণ শুধু কাজ নয় কিন্তু এটা একটা বিশেষ সুযোগ ঈশ্বরের জন্য কিছু করার।

৩। আমাদের নেতৃত্বদানকারী দলে নতুন কেউ কি অংশগ্রহণ করতে পারবে?

যদি মন্ডলীতে একটি ঘোষণা দেওয়া হয় নেতৃত্বদানকারী দল গঠনের জন্য, এবং একটি প্রাথমিক ধারণা দেওয়া যায় ও সাধারণ একটি সভা করা যায় তাহলে দেখা যাবে অনেকেই ইচ্ছা প্রকাশ করবে সেই দলে অংশগ্রহণ করার জন্য। প্রথম বা দ্বিতীয় সেশনের পর দলে যোগ দেওয়ার সুযোগ বন্ধ করে দিউন। কিন্তু এর পরেও যদি কেউ নেতৃত্বদানকারী দলে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে তাহলে তাকে অপেক্ষা করতে বলুন যতদিন না শেষ হয় প্রথম ১২টি সপ্তাহ। এই সময়ে পুনরায় নিয়োগ দিতে পারেন এবং আরেকটি দল গঠন করতে পারেন এই বইগুলি পাঠের মাধ্যমে, যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে ব্যক্তিগত পথচলা, ও নেতৃবৃন্দ গঠনের সিরিজ বইগুলো। আপনি নেতৃবৃন্দের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বারবার এই কাজটি করতে পারেন।

বৃহত্তর একটি দলকে একই নীতিতে পরিচালনা দিতে, একটি নির্দিষ্ট স্থানে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। আপনার সেশন চলাকালে তাদেরকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিতে পারেন। প্রত্যেক সপ্তাহে কিছু সময়ের জন্য বড় একটি দলকে একে অন্যের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দান করুন এবং সেই একই সময় সাধারণ বিজ্ঞপ্তি বা সামগ্রিক পরিচালনা নিয়ম নীতি ঘোষণা করুন। তারপর নেতৃত্বদানকারী দলের সবাইকে ছোট ছোট দলে ভাগ করে দিউন। দলের অভিজ্ঞ একজনকে প্রশিক্ষণ দিউন যিনি ছোট দলকে পরিচালনা দিবে। আরেকটি বিকল্প পথ হচ্ছে সপ্তাহের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্বদানকারী দলের সদস্যদের মিলিত হতে হবে ।

৪। যখন নেতৃত্বদানকারী দলের কেউ নিয়ম নীতি ও তার প্রতিশ্রুতি অনুসারে না চলে তখন আমার কি করা উচিত?

সমস্যা সমাধানো উত্তম মাধ্যম হচ্ছে পরিস্কারভাবে সবার সামনে সমস্যা উপস্থাপন করতে হবে যেন সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। এটা কার্যকর হবে তখনই যখন আপনি দলগত ভাবে নিয়োগ না দিয়ে পৃথকভাবে নিয়োগ দিবেন। সহজ সরলভাবে তাদের ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে আলোচনা করুন (প্রতিটি নেতৃত্ব গঠন বইয়ের ১১ পৃষ্টায় এটা পাওয়া যায়)। এটা করার মাধ্যমে প্রত্যেকেই জানতে ও বুঝতে পারবে আসলে কেন তারা এটার সাথে জড়িত এবং তাদের করনীয় কি।

যদি দলে কেই একাকী সংগ্রাম করে বা দলগতভাবে দলের জন্য সংগ্রাম করে, তাহলে সৎ হতে হবে। দলের বাইরে এসে তাকে জিজ্ঞাসা করুন মূল সমস্যাটা কি। যদি প্রায়ই ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি পরিচর্যা কাজের সম্পর্ন উৎসাহ, উদ্যম হারিয়ে ফেলেন। তাদের সমস্যা সমাধানে সাহায্য করুন। হয়তো কেউ একজন আধ্যাত্বিকভাবে কষ্টে আছে। তাকে সমস্যা নির্ধারন ও সমাধানে সাহায্য করুন যেন সে আবার নতুন করে চিন্তা করতে পারে। হতে পারে তিনি কোন দলে যোগ দিয়েছেন কিন্তু পরে বুঝতে পারলেন যে শিশুদের সাথে কাজ করা তার পছন্দ নয়। তাহরে তাকে বাদ দিয়ে দিন যদি সে চায়। সাধারনত মানুষ যখন তার নিদিষ্ট দায়িত্ব কর্তব্য পালন না করে, বা সামান্য কিছু করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে তখন বুঝতে হবে সে আসলে এটা পছন্দ করে না। যদিও এটা যার যার ব্যক্তিগত একটি বিষয়। কিন্তু নেতা হিসেবে আপনার কর্তব্য অন্যান্যদের সাহায্য করা যেন তাদের কাজের উন্নয়ন ঘটাতে পারে। তাদের জীবনে আপনার ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা সাহায্য করবে নতুন করে শুরু করতে।

৫। কি করবেন যদি একজন সেচ্ছাসেবক শিশুদের সাথে ভাল কাজে না করে?

যদি একজনকে যুব পরিচর্যা কাজের জন্য বলা এবং সে সেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করে, তাহলে তার জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করতে হবে পরিচর্যার কাজের জন্য। নেতৃত্বদানকারী দলের প্রধান হিসাবে আপনার সুযোগ রয়েছে, তার আধ্যাত্বিক গুনাবলী, দক্ষতা, ক্ষমতা, খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি পরীক্ষা করার। এমন একটা জায়গা ঠিক করতে হবে যেখানে সে অনেক বেশি সাহায্য করতে পারবে। এমন হতে পারে সে তার কাজের মধ্যে হারিয়ে যাবে শিক্ষাদানে মাধ্যমে। সে সত্যিকারেই তার কাজকে পছন্দ করবে। তার জন্য এমন জায়গা দিতে হবে সেখানে তার সমস্ত প্রতিভা ও কর্মদক্ষতার সঠিক ব্যবহার করতে পারবে।

যদি ভিন্ন মনোভাব হয়, তাহলে সেটা অন্ন বিষয়। কখনও কখনও মানুষ ক্ষমতার বড়াই করে এবং আপনাকে নিপূণভাবে ব্যবহার করে। এই ক্ষেত্রে আপনি আপনার মন্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে এটা নিয়ে আলোচনা করুন এবং বাইবেলভিত্তিক মোকাবিলা করুন।

আপনার দায়িত্ব প্রত্যেক ব্যক্তিকে খ্রীষ্টেতে সঠিক জায়গা খুঁজে পেতে সহায়তা করুন।

শিক্ষার্থী শিষ্য

কে শিষ্যদলকে পরিচালনা দিবে?

কিভাবে এই প্রশ্নের উত্তর উল্লেখযোগ্যভাবে আপনার শিক্ষার্থীদের প্রেরণা ও গভীরভাবে প্রভাবিত করবে আপনার পরিচর্যা কাজের জন্য। আপনার পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে খুব সর্তকতার সহিত উত্তর দিউন। নিম্নের ব্যবহারিক পন্থাগুলো আপনাকে সাহায্য করবে।

আপনি চিন্তা করুন যে, আপনার নেতৃত্বদানকারী দলের সবার প্রয়োজন রয়েছে বিভিন্ন দল পরিচালনার দেওয়ার জন্য। সবাই জানে কিভাবে শিষ্যদল গঠন করতে হয় কারণ নেতৃত্বদানকারী দলের সভা থেকে প্রশিক্ষণ পেয়েছে। তারাই সঠিক পরিবেশ সৃষ্টি করবে দল গঠন ও বৃদ্ধির জন্য ।

নেতৃত্বদানকারী দলের সবাইকে জোড় করবেন না শিষ্যদল পরিচালনা দেওয়ার জন্য। যুব পরিচর্যার কাজ তাদের জন্য নাও হতে পারে। আপনি সবাইকে উৎসাহিত করুন যেকোন একটি দলকে পরিচালনা দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাদেরকেই পরিচালনা কাজের সুযোগ যারা আগ্রহী এবং যোগত্যা সম্পন্ন।

ছোট আকারে শুরু করুন। একটি বা দুইটি দল নিয়ে শুরু করুন। হয়তো একটি ছেলেদের জন্য এবং অন্যটি মেয়েদের জন্য। আপনি একটি দলকে পরিচালনা দিউন এবং নেতৃত্বদানকারী দলের অন্যদের পরবর্তীতে সুযোগ দিউন। ছোট দল দিয়ে শুরু করে আপনি কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন যা আপনাকে শিষ্য পরিচর্যায় বড় দল গঠনে সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করবে । যদি সময় থাকে, শিষ্যদল এবং নেতৃত্বদানকারী দল সম্পূর্ণ একইভাবে গঠনে পরিচালনা করুন।

বর্তমান এবং ভবিষ্যতের শিষ্যদল দল পরিচালনা দেওয়ার জন্য নেতাদের উন্নতি করতে হবে এবং তাদের বিকাশ ঘটাতে হবে। যেমনি ভাবে মানুষ নেতৃত্বদানকারী দলের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাবে তাদেরকে উৎসাহিত করতে হবে তাদের সন্তানদের শিষ্যদের দলে যোগদান করাতে। তাদেরকে একটি দলকে পরিচালনার দেওয়ার দায়িত্ব দিউন। এই পদ্ধতি ব্যবহার করে আপনি প্রাপ্ত বয়স্ক নেতা ও ছাত্র নেতাদের সংখ্যার প্রসার ঘটাতে পারেন যারা খ্রীষ্টেতে আছে এবং তারাই যারা অন্যদের পরিচালনা দেবে। এই প্রাপ্তবয়স্ক নেতা ও শিক্ষার্থী নেতারই আপনারই পক্ষ হয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেবা দান করবে। পরবর্তীতে এই পূর্ণবর্ধিত শিক্ষার্থীরাই ছোট শিক্ষার্থীদের শিষ্য করবে।

বিশেষ মন্তব্যঃ যুব নেতাদের মধ্যে পিতা-মাতারাই এক নম্বার। শিক্ষার্থীদের শিষ্যকরণের প্রধান কৌশল হচ্ছে বিভিন্নভাবে পিতামাতাদের জড়িত করতে হবে। পিতামাতাদের দায়িত্ব দিতে হবে তাদের সন্তানদের এবং সন্তানদের বন্ধুদের শিষ্যকরণে। পিতামাতারাই আপনাকে বিভিন্ন কৌশল এবং প্রশিক্ষণ দিবে এজন্য পিতামাদের জড়িত করতে হবে শিষ্যকরণে।

২। আমি শিক্ষার্থীদের কিভাবে আহ্বান করবো শিষ্যকরণ দলের অংশ হতে?

শিষ্যকরণের জন্য আদর্শ প্রার্থী তারা যারা যীশুর জন্য ক্ষুধার্ত বা জানতে আগ্রহী। এর জন্য হয়তো আপনি খুব অসম্ভাব্য শিশুদের সাড়া পাবেন।

মাঝে মাঝে তাদের হাবভাব বা আচরণ দ্বারা ঢাকা পরে যায় যীশূকে জানার ইচ্ছা। সত্য, যে অনেকেই পরিপক্ক নয়। আর এজন্যই তারা একটি দলে রয়েছে যেন খ্রীষ্টেতে পরিপক্কতা লাভ করতে পারে। তারা যে পরিবেশ থেকেই আসুক না কেন তাদের স্বীকার করে গ্রহণ করে নিতে হবে এবং সাহায্য করতে হবে যতটুকু প্রয়োজন যীশুকে জানতে।প্রত্যেককে এই চ্যালেঞ্জ নিয়ে শুরু করতে হবে শিষ্যকরণ দলের অংশ হওয়ার জন্য।

আপনার চ্যালেঞ্জে গুরত্বপূর্ণ কিছু বিষয় বিবেচনা করুন:

- যুবদলের প্রত্যেকের কি সুযোগ রয়েছে তা জানতে সহায়তা করুন, এবং অনুসরণ করুন তারা পৃথকভাবে কি করে। কিছু শিশুদের মধ্যে অনেক সম্ভবনা থাকে কিন্তু তারা প্রকাশ্যে সাড়া দেয় না। সাড়া পেতে পৃথকভাবে তাদের কাছে যেতে হবে ।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সাথে একটি ব্যক্তিগত সামনা সামনি সভা করতে হবে। ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে যেটা পাওয়া যায়-Following Jesus , p 11.
- শিষ্যত্ব লাভের সুবিধাগুলো বলুন এবং আপনার জীবনের বা শিষ্যত্ব লাভ করেছে এমন অন্য শিশুদের জীবন থেকে কিছু উদাহরন দিউন।
- আপনার দলের প্রথম সভা বা অন্যান্য যেকোন সভাতে ১১ পৃষ্ঠার অঙ্গীকার ও অঙ্গীকারের গুরুত্ব ও কিভাবে শক্তিশালী করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করুন। পৃথকভাবে প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসা করুন এখানে কি জড়িত আছে বুঝতে পেরেছে।
- আপনার প্রথম সভাতে, ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতিতে তাদের স্বাক্ষর করান। তারপর প্রত্যেককে দিয়ে একে অন্যের খাতায় স্বাক্ষর করান। এটা তাদের মধ্যে একটা দায়বদ্ধতা তৈরী করবে। যদি ছোট নাবালকদের কোন দল থাকে, তাহলে পিতামাতাদের দিয়ে স্বাক্ষর করান, এত করে পিতামাতারা তাদের সন্তানদের দলগত সভায় যোগ দেওয়ার জন্য পরিচালনা দিবে।

৩। কি করবেন যদি শিক্ষার্থীরা তাদের কতব্য পালন না করে?

যদি আপনি শিশুদের পরিচালনা দিতে সঠিক পদক্ষেপ অনুসরণ করেন, তাহলে শুরু করার আগেই আপনি অনেক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। (পূর্ববর্তী প্রশ্ন দেখুন)। যদি না হয়, তাহলে আপনি অন্য কোন উপায়ে শিশুদের উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। এই পন্থাগুলোর কার্যকারিতা নির্ভর করে শিশুদের সঙ্গে আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর। এটা আশ্চর্যজনক যে, কিভাবে আপনি দলের বাইরে তাদের সাথে সময় কাটান, সেটাই তাদেরকে সরাসরি প্রভাবিত করবে এবং প্রেরণা দিবে দলের মধ্যে থেকে তাদের কতর্ব্য পালন করার জন্য।

আপনার শিশুদের কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করার জন্য আপনি এই ব্যবহারিক পন্থাগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

- প্রতি সপ্তাহে সভার দুই বা তিনদিন পূর্বে তাদেরকে ডাকুন। জিজ্ঞাসা করুন তারা কিভাবে তাদের কাজ করছে, এবং উদ্যম সহকারে বলুন এই সপ্তাহের মধ্যে কতটুকু করতে হবে। তাদের কায্যভার সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিন; প্রয়োজনে টেলিফোনে তাদের জন্য প্রার্থনা করুন। এতে করে তাদের সাথে আপনার শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং তাদের স্মরণ করিয়ে দিন আপনি তাদের কাছ থেকে কি আশা করছেন।

- বন্ধুদের কাছে জবাবদিহিতার নিয়ম করুন। তারা একে অপরকে কাজ শেষ করতে সাহায্য করার জন্য দায়ী থাকবে। অত্যন্ত উৎসাহী একজন অন্যকে সাহায্য করবে যেকিনা কম উৎসাহী বা উদ্দেশ্রপ্রণোদিত নয়।
- যদি বিশেষ কোন শিক্ষার্থী থাকে যে ভূল করে, তাহলে তাকে একসাথে রেখে সাহায্য করতে হবে।
- দলের সবার সাথে খোলাখুলি আলোচনা করুন যেন সবাই একসাথে সংগ্রাম করছে বা চেষ্টা করছে। সংগ্রামে তাদের সৎ হতে হবে। একসাথে উপায় বা সমাধান খুঁজে বের করতে হবে। আপনি যাই করুন না কেন তাদের সঙ্গে থাকুন। আপনি তাদেরকে এমন কোন ধারনা দিবেন না যে, তাদেরকে রবখাস্ত করা হবে যদি তারা ঘরের কাজ না করে।
- যা শিখছে তা অনুশীলনের মধ্যে রাখতে হবে। শিশুরা অনেক সময় বুঝতে পারে না তারা যা শিখছে, সেটা সময় এবং জায়াগা বুঝে অনুশীলন করতে হয়। তাদেরকে উৎসাহিত করুন তাদের কোন বন্ধুর সাথে খ্রীষ্টের বিষয় সহভাগ করতে বা প্রতি সপ্তাহে দলগত সভার পরে কোন এক বাড়িতে মিলিত হয়ে খ্রীষ্টকে নিয়ে আলোচনা করতে।

যাই করুন না কেন, তাদেরকে এই ধারনা দিউন যে, যীশুকে অনুসরণ করা বিরক্তিকর কিছু নয়!

৪। ছেলেরা এবং মেয়েরা কি একই দলের সদস্য হতে পারবে?

না, যদি না তা জরুরী হয়। বছরের পর বছর লক্ষ্য করেছি যে নারী এবং পুরুষদের আলাদা দলে রাখাই ভাল। এখানে আইনের কোন বিষয় নয়। এই বিষয়ে বাইবেল আমাদের নির্দেশনা দেয় যে, প্রাচীনেরা যুবককে শিক্ষা দেয়, এবং প্রাচীনারা যবুতীদের শিক্ষা দেয়। (তীত ২:১-৮)

যুক্তিসঙ্গত দুটি কারণ যা সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশনা দেয়ঃ

- যখন ছেলে ও মেয়েরা একসাথে শিষ্যকরণ দলে কাজের জন্য উদ্যোগী হয় তখন তারা যীশুকে ভাল করে জানার ইচ্ছা পোষণ অপেক্ষা নিজেরা ভাল বন্ধু বান্ধবী হতে ইচ্ছা প্রকাশ করে।
- যখন ছেলেমেয়েরা একসাথে শিষ্যকরণ দলের সভায় যোগ দেয়, তখন অন্যান্য বিষয় নিয়ে বেশি আলোচনা করতে চায় যেমন যৌন ও নিজেদের অপব্যবহার করে। একটি মিশ্র দলে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা কঠিন। পৃথক দল আরো গভীর ও সৎ আলোচনা করার সুযোগ দেয়।

৫। যেহেতু আমার শিশুদের মৌলিক বিষয়ে ধারণা আছে, সেহেতু আমি কি *পরিপক্কতার দিকে অগ্রসর* সিরিজের কিছু পুস্তক বাদ দিতে পারি? সব পুস্তকগুলো কি অনুসরণ করার প্রয়োজন আছে?

অনেক সময় যুব নেতারা চিন্তা করে যে, শিশুরা যা করে তার থেকে অনেক বেশি জানে বা চিন্তা করে এবং তুলনামূলকভাবে তারা অনেক পরিপক্ক।

এমনিভাবে, অনেক ছাত্রদের মৌলিক জ্ঞান বা ধারণা রয়েছে, কিন্তু তাই বলে এটা নয় যে তারা তা কার্যে অনুশীলন করছে। এজন্য কোন পুস্তকই বাদ দেওয়া উচিত নয় কারণ প্রত্যেকটি পুস্তকই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আপনার পুরানো শিষ্যদের অনুপ্রাণিত করবেন তারা যেন নতুন যুব শিশুদের বা বাচ্চাদের শিষ্য তৈরি করে। যদি তারা সব মৌলিক উপাদানের মধ্য দিয়ে না যায় তাহলে তারা শিখবে না কিভাবে দলকে পরিচালনা দিতে হয়।

প্রতিটি পুস্তক সিরিজ অনুসারে পাঠ করাই সর্ব উত্তম। কারণ বইগুলো কার্যক্রম এমনভাবে লেখা হয়েছে যে বাচ্চারা এই পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষা করবে কিভাবে যীশুকে অনুসরণের মাধ্যমে অনন্ত জীবন লাভ করা যায় এবং "Influencing Your World" এই পুস্তকের মাধ্যমে অন্যদের যীশুর প্রতি প্রভাবিত করার দক্ষতা অর্জন করে। যাই হোক, আপনার যদি বিশেষ কোন কারণ থাকে, তাহলে আপনি কিছুটা পরিবর্তন করতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ, যদি আপনার আসন্ন কোন মিশন ট্রিপ থাকে, আর বাচ্চাদের বিশ্বাস সম্পর্কে শিক্ষা দিতে চান তাহলে "Giving Away Your Faith" পুস্তকটি অনুসরণ করত পারেন, যদিও এটা আপনার পরবর্তী সিরিজের পুস্তক নয়।

সংস্কৃতি সম্পর্কে জানা

১। কি করব যখন বহিরাগতদের জন্য বিদ্যালয়ে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে ?

বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রবেশ অসম্ভব এ শব্দটি বাদ দিয়েছে পুরো আমেরিকায়। সত্য যে, যদি আপনি সঠিক পদ্ধতির অবলম্বন করেন তাহলে এটা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা। প্রায়শই, যুব নেতারা বিদ্যালয়ে প্রবেশ না করতে পারাকে একটা অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে। যুব পরিচর্যার প্রধান লক্ষ্য, তাদেরকে সঠিক ধারণা দেওয়া, যা তাদেরকে উৎসাহিত করবে আপনার এলাকার প্রতিটি ক্যাম্পাসে যুব পরিচর্যার কাজ প্রতিষ্ঠা করার।

একটি বদ্ধ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করার কৌশলঃ

- প্রার্থনা এবং আরো বেশি প্রার্থনা করুন। অন্য যে কাজের তুলনায় প্রার্থনা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বছরের পর বছর যে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে প্রবেশ করতে পারেন নি, প্রার্থনার ফলে সেটা উন্মুক্ত হবে। ক্রমাগত প্রার্থনায় ফলে বিশেষ ভিন্নতা লক্ষ্য করবেন। প্রার্থনাই শক্তি তাই আপনি আপনার শিক্ষার্থীর নিয়ে প্রার্থনা করুন।
- প্রধান শিক্ষকের সাথে সাক্ষাৎ করুন এবং তার সাথে আলোচনার মাধ্যমে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলুন।
- বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে সাহায্য করুন। বিদ্যালয়ে কি প্রয়োজন, কি চাহিদা রয়েছে তা খুঁজে বের করুন এবং সাহায্য করুন সকল প্রয়োজন মেটাতে।
- অন্য মন্ডলী এবং বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সমবেত হয়ে দল গঠন করুন। অনেক সময় দেখা যায়, অন্য যুব পরিচর্যার বা সংগঠন ইতিমধ্যে সেই ক্যাম্পাসে কার্যরত রয়েছে। আর যদি না থাকে তাহলে আপনি শুরু করুন। এভাবেই আপনি মাঝে মাঝে সেই ক্যাম্পাসে পরিদর্শনে যান এবং আপনার কাজে এগিয়ে যান। যদি কোন কঠিন সমস্যার সম্মখীন হন তাহলে সাহায্য নিন।

২। আমি কিভাবে নেতৃত্বদানকারী দলকে বিভিন্ন ক্যাম্পাসে পরিচর্যা কাজে যুক্ত করতে পারি?

আপনার নেতৃত্বদানকারী দলে কিছু লোক থাকবে যারা পরিচর্যা কাজের জন্য বিভিন্ন ক্যাম্পাসে যেতে অধীর আগ্রহী, এবং কিছু লোক থাকবে যারা অন্যদের কাছে যেতে ভয় কাঁপবে । উভয় ক্ষেত্রেই প্রত্যেকেই গীর্জার বাইরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ার প্রয়েজন রয়েছে। এমনকি যদি তাদের সপ্তাহে মাত্র এক ঘন্টা সময় থাকে তাতেও কাজে যুক্ত হতে হবে।

বিভিন্ন ক্যাম্পাসে পরিচর্যা কাজের জন্য সবচেয়ে উদ্দ্যমী একজনকে আপনার সঙ্গে রাখুন এবং পরিচর্যা কাজে তাকে প্রশিক্ষণ দিউন। একবার সে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে গেলে তাকে সুযোগ করে দিন অন্যান্য ক্যাম্পাসে পরিচর্যা কাজ চালু করতে।

কলেজের শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে পরিচর্যা কাজের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার । তাদের অবসর সময়টি কাজে লাগান। আপনার এলাকার প্রতিটি ক্যাম্পাসে পরিচর্যা কাজের জন্য প্রথমে তাদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলুন এবং তাদেরকে ক্যাম্পাসের দলে সংগঠিত হতে উৎসাহিত করুন।

কিভাবে ক্যাম্পাসে পরিচর্যা কাজে নিযুক্ত হওয়া যায়, সম্পূর্ণ অধ্যায়টিতে এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ।

৩। ক্যাম্পাসের আমার কি অধিকার আছে?

না। শিক্ষার্থীদের অনেক অধিকার এবং শিক্ষকদের সীমিত অধিকারে আছে। যদি আপনি কোন শিক্ষার্থীর পিতামাতা হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার একই অধিকার আছে যা অন্য পিতামাতাদের রয়েছে। কিন্তু স্থানীয় মন্ডলীর যুব নেতা হিসেবে, আপনার কোন অধিকার নাই। যে কারণে, ক্যাম্পাসে কাজের পূর্বে আপনার স্থির করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি কোন পদ্ধতি ব্যবহার করবেন "সেবার পথ" নাকি "অধিকারের পথ"।

স্কুলে গিয়ে বাইবেল অধ্যয়ন ক্লাশের জন্য সময় না চেয়ে বরং বিভিন্ন ক্লাবে, শ্রেণীকক্ষে বা এ্যাসেমলির সময়ে কথা বলার সুযোগ নেয়া ভাল। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষকদের সাথে সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আপনি সিদ্ধান্ত নিন কিভাবে বিদ্যালয়ের চাহিদা পূরনে সেবা দিতে পারেন। সেবা দানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সাথে দীর্ঘমেয়াদী ইতিবাচক সম্পর্ক গড়তে পারেন। যেটা আপনাকে সেই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিচর্যা কাজের অনুমতি পেতে সাহায্য করবে ।

৪। আমি কি করব যদি আমার এলাকায় একাধিক ক্যাম্পাস থাকে?

যত বেশি তত ভাল! আপনার এলাকায় যদি বেশি ক্যাম্পাস, ততবেশি পরিচর্যা কাজের সম্ভবনা। এবং পরিচর্যার মাধ্যমে অনেক শিক্ষার্থীর কাছে বার্তা পৌছানো সম্ভব হবে। একাধিক ক্যাম্পাসকে নেতিবাচক অপেক্ষা ইতিবাচক চিন্তা করুন।

আপনি কি ইতিবাচক পদ্ধতি অবলম্বন করবেন তাদের কাছে বার্তা পৌছানোর জন্য?

- একজন নেতা হিসাবে একটি ক্যাম্পাসে কার্যকর পরিচর্যা কাজ চালু করুন ।

- আপনার নেতৃত্বদানকারী দলকে প্রশিক্ষন দেয়ার জন্য ক্যাম্পাসটি একটি প্রশিক্ষণ স্থান হিসেবে ব্যবহার করুন। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিউন কিভাবে শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক রেখে তাদের খ্রীষ্টের কাছে আনতে হয়।
- আপনার নেতৃত্বদানকারী দলে কলেজের শিক্ষার্থীদের যুক্ত করুন, যারা ক্যাম্পাসকে তাদের পরিচর্যা কাজের কেন্দ্র হিসেবে দেখবে। যখন আপনার নেতৃত্বদানকারী দল কার্যকার ভাবে পরিচর্যা কাজ পরিচালনা দিতে পারবে তখন অন্য কোন ক্যাম্পাসে কাজ শুরু করুন।
- প্রতিটি ক্যাম্পাসের খ্রষ্টীয়ান শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করুন তাদের বন্ধুদের খ্রীষ্টেতে প্রভাবিত করতে। "Taking Your Campus for Christ" এই পুস্তকটি সাহায্য করবে বন্ধুদের খ্রীষ্টের কাছে আনার জন্য।
- এটা চিন্তা করবেন না যে আপনি নিজে বা আপনার মন্ডলী প্রতিটি ক্যাম্পাসে খ্রীষ্টের বার্তা পৌঁছাবেন। অন্যান্য খৃষ্টান প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য গীর্জা, হ্যাঁ, এমনকি অন্যান্য মন্ডীর সাথে লিংক রেখে সহযোগিতা করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে আপনার এলাকার প্রত্যেকটি ক্যাম্পাসের শিক্ষার্থীরা যেন খ্রীষ্টকে জানার সুযোগ পায় এবং খ্রীষ্টকে অনুসরণ করতে পারে।

৫। কি করবো যদি আমার মন্ডলী আমাকে ক্যাম্পাস পরিচর্যা কাজ করতে না দেয়?

এই প্রশ্নের জবাবে অনেক চতুর হতে হবে। কারণ মন্ডলীতে অনেকেই থাকে যারা আপনার যাজক বা মন্ডলীর অন্যান্য নেতৃবৃন্দদের ক্যাম্পাস পরিচর্যা কাজে নিরুৎসাহিত করে। মন্ডলীর নেতৃবৃন্দের সাথে কোন দ্বন্দ না করে কারণটা খুঁজে বের করুন যে কেন তারা চায় না যে আপনি ক্যাম্পাস পরিচর্যার কাজ করুন। তারা হয়তো পরিস্থিতি সম্পর্কে এমন কিছু জানে যেটা আপনি জানেন না। হয়তো ঈশ্বর তাদেরকে ব্যবহার করছেন কারণ হতে পারে পরিচর্যার সময়টা এখন উপযুক্ত নয়।

যাই হোক, আপনি যদি দর্শন একং দূরদর্শিতার মধ্যে পার্থক্য আবিস্কার করতে পারেন যেটা আসল বিষয়টি জানতে সাহায্য করবে যে মন্ডলীর নেতৃবৃন্দ শিক্ষার্থীদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচারে আগ্রহী নয় এবং কেন তারা অন্য শিক্ষার্থীদের মন্ডলীতে গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক। তাহলে এটা আপনার জন্য একটি গুরুতর সমস্যা। সমস্যা সমাধান করতে:

- ঈশ্বরের প্রজ্ঞা ও নির্দেশনার জন্য প্রার্থনা করুন।
- নিশ্চিত হোন যে, আপনার মন্ডলীর নেতৃবৃন্দ আপনার ক্যাম্পাস পরিচর্যা কাজের উদ্দেশ্য জ্ঞাত আছেন। আপনার কাজে নেতৃবৃন্দের সম্মতি থাকুক আর না থাকুক আপনি লিখিত আকারে আপনার উদ্দেশ্য তাদের জ্ঞাত করুন।
- এ বিষয়ে মন্ডলীর নেতৃবৃন্দের আছে আবেদন করুন। তাদের পুনর্বিবেচনা করতে অনুরোধ করুন।
- যদি না দুইজন সম্মতি না দেয়, তাহলে একসাথে চলা সম্ভব হয় না। (আমোষ ৩:৩)। মন্ডলী যদি সাহায্য না করে তাহলে আপনি বেশি দূর অগ্রসর হতে পারবেন না। সেই ক্ষেত্রে আপনি অন্য কোন পরিচর্যা কাজের জন্য চিন্তা করতে পারেন। কাজ করার সময় তাদের সাথে আপনার হৃদয়ের বাসনা সহভাগ করেন, এবং এক সময় ঈশ্বর আপনাকে সুযোগ করে দিবে যীশু খ্রীষ্টের জন্য কাজ করতে প্রত্যেকটি স্কুলে এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হৃদয়ে ।

পরিচর্যা কাজের সুযোগ সৃষ্টি করুন

১। যদি আমাদের প্রতিভা, অর্থ বা জনবল না থাকে পরিচর্যা কাজের সৃষ্টির জন্য তাহলে কি করবো?

যীশু যেমনি পাঁচটি রুটি ও দুইটি মাছকে অনেক গুন করেছেন, তেমনি আপনার যা আছে তা যদি বিশ্বাস সহকারে ঈশ্বরের জন্য ব্যয় করেন, সেটাকে তিনি অনেক গুন করবেন এবং তিনি এমন কিছু করবেন যেটা আপনি কল্পনাও করেন না। আপনার তথ্যাবলি ঈশ্বরের আদেশে আরো বৃদ্ধি করতে নিচের উল্লেখিত কার্যপদ্ধতি অধ্যাবসায় করুন:

- সর্বদা প্রার্থনা করুন এবং পরিশ্রম করুন আপনার প্রয়োজনের জন্য।
- আপনার নিজের এবং আপনার দলের জন্য পরিচর্যা কাজের সুযোগ সৃষ্টি করুন। (পরামর্শের জন্য পরবর্তী প্রশ্নটি দেখুন)
- আপনার সঙ্গে কাজ করার জন্য আপনার নেতৃত্বদানকারী দলে লোক নিয়োগ দিউন। যারা বিশেষভাবে পরিচর্যা কাজের সুযোগ সৃষ্টিতে বেশি আগ্রহী।
- পরিচর্যা কাজ করার জন্য অন্যদের সাথে যোগাযোগ রাখুন। আপনার মন্ডলীতে, সম্প্রদায়ে, এবং অন্যান্য মন্ডলীতে অনেকেই আছে যাদের আপনি পরিচর্যা কাজে ব্যবহার করতে পারেন। (পর্যালোচনা করুন সেশন ৭- পরিচর্যা সুযোগ সৃষ্টি)
- খরচের কথা চিন্তা করে পরিচর্যা কাজকে সীমিত করবেন না। যখন প্রতিটি শিষ্যকরণ দল বিভিন্ন পরিচর্যা দলের অংশীদার হবে তখন তারা তাদের অন্যান্য বন্ধুদের নিয়ে আসবে এবং খুব অল্প খরচে যীশুকে উপস্থাপন করা যাবে।

২। একটি সৃষ্টিশীল, গুনসম্পন্ন পরিচর্যার প্রসার সৃষ্টিতে আমাকে কি ধরণের প্রস্তুতি নিতে হবে?

এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যার উত্তর দেওয়ার জন্য “The Magnet Effect” বইয়ের প্রথম ৭৬ পৃষ্ঠা ব্যবহার হয়েছিল। এই বইয়ে আপনাকে সাহায্য করবে পরিচর্যার কাজের লক্ষ্য নির্ধারণ ও সম্প্রসারিত করতে। যুব পরিচর্যা কাজের জন্য বাইবেলের কৌশল, আপনার মন্ডলীর নেতৃবৃন্দের, আপনার নেতৃত্বদানকারী দলের এবং অন্যান্য বাচ্চাদের নিয়ে কিভাবে পরিচর্যা কাজে সফল করা যায় তাই বই থেকে জানা যায়। যদিও এই পক্রিয়া একটু বেশি সময় নিবে, কিন্তু এটি পরিচর্যার কার্যকর পদ্ধতি বাচ্চাদের কাছে যীশুকে প্রচার করার। মনে রাখবেন, আপনি সল্প সময়ের জন্য না কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী ফল লাভ করার জন্য কাজ করছেন।

৩। কিভাবে আমি অ-খৃষ্টান বাচ্চাদের পেতে পারি ?

বর্তমানে মন্ডলী সবচেয়ে বেশি গুরুত্বরোপ করেছে অ-খষ্টান শিক্ষার্থীদের কাছে বার্তা পৌঁছানো।

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অ-খৃষ্টান শিক্ষার্থীদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাদের পরিচর্যা করা। তাই ক্যাম্পাসে পরিচর্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম যার ফলে পরিচর্যা কাজে সাফল্য লাভ করা যায়।

বাচ্চারা অনুষ্ঠানের চাকচিক্য দেখে আকৃষ্ট হয়ে আসবে তা নয়, কিন্তু তাদের বন্ধুরা তাদের নিয়ে আসবে। তারা কোন দুর্ঘটনাবশত আসবে না। আপনার নেতৃত্ব এবং শিক্ষার্থীর একটি জলন্ত আকাঙ্খা থাকতে হবে তাদের নিয়ে আসতে। যখন সেই ইচ্ছাই অ-খৃষ্টান বন্ধুদের নিয়ে আসতে সহায়তা করবে।

যদি আপনি আশা করেন যে অবিশ্বাসীরা একাধিক বার আপনার অনুষ্ঠানে আসবে, তাহলে আপনাকে এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেটা হবে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বাচ্চাদের চাহিদা প্রাসঙ্গিক। তার মানে একটি সুন্দর সুষ্ঠ অনুষ্ঠান আয়োজন করতে হবে। "The Magnet Effect" সাহায্য করবে কি প্রক্রিয়া অবলম্বনে সুন্দর অনুষ্ঠান আয়োজন করা যায়।

৪। প্রতি সপ্তাহে পরিচর্যা কাজে কি সুসমাচার প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে?

ধীর গতিতে শুরু করুন। প্রতি কোয়ার্টারে একটি বিশেষ পরিচর্যা সুযোগ সৃষ্টি করে কাজ শুরু করুন। যখন আপনার নেতত্ব এবং শিক্ষার্থীরা বৃদ্ধি লাভ করবে, মাসে একটি তারপর এমনিভাবে সপ্তাহে একটি করে পরিচর্যার সুযোগ করুন। কারণ এটি আপনার, আপনার নেতৃবৃন্দদের ও আপনার বাচ্চাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করবে এবং বুঝতে সাহায্য করবে, এই পরিচর্যা কাজ একদিনের নয় এটা নিয়মিত চালিয়ে রাখতে হবে। আপনি যখনই সুসমাচার প্রচার করেন তার উত্তর যেন হ্যাঁ বোধক হয়। কিন্তু প্রচারে সৃজনশীল হতে চেষ্টা করুন। প্রথমে বাচ্চাদের চাহিদা চিহ্নিত করুন এবং তাদের চাহিদার উপর লক্ষ্য রেখে সুসমাচার বার্তা উপস্থাপন করুন। এটা কার্যকরভাবে এবং সৃজনশীলভাবে করতে "The Magnet Effect" বইয়ের অনুষ্ঠান পরিকল্পনা অধ্যায়টি দেখুন।

৫। নিজেদের মন্ডলী বা অন্য কোন নিরেপক্ষ জায়গায় পরিচর্যার কাজ করা কি উচিত?

বাচ্চাদের খ্রীষ্টের কাছে আনতে নিয়ম অনুসারে আপনি সবকিছুই করতে পারেন, অনেক বাধা চুর্ণ করতে পারেন। সে কথা মাথায় রেখে আপনার কি সুবিধা রয়েছে এবং আপনার সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সুবিধা আছে কিনা যাচাই করুন তারপর সিদ্ধান্ত নিন কিভাবে খুব সহজে অ-খ্রিষ্টানদের আপনি খ্রীষ্টের কাছে আনতে পারেন। বিভিন্ন খরচ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, দূরত্ব, হীনমন্যতা, সম্প্রদায়ের সুবিধার অভাব আপনার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে। নির্ধারনের সব থেকে ভাল উপায় হলো জরিপের মাধ্যমে জানতে হবে আপনার দলের বাচ্চাদের এবং ক্যাম্পাসের বাচ্চাদের আবেদন কি এবং পরিচর্যা কাজে আগ্রহী কিনা।